

ଆରମ୍ଭାସଂହିତା

Srī Brahma-saṁhitā

Quintessence of Reality the Beautiful



SRI CHAITANYA SARASWAT MATH
NABADWIP

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাজ্ঞো অঘৃতঃ

শ্রীব্রহ্মসংহিতা

Srī Brahma-saṁhitā

Quintessence of Reality the Beautiful

SRI CHAITANYA SARASWAT MATH
NABADWIP

শ্রীশ্রীগুরোবাজে জয়তঃ

শতাধ্যায়ী-

শ্রীব্রহ্মসংহিতা-

পঞ্চমোহ্যায়ঃ

বর্তমান যুগে শুভভক্ষিসিদ্ধান্তধারার পুনঃ-প্রবর্তক
ও বিকৃপাদ শ্রীল সচিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত-
শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা প্রকাশনী বিবৃতি ও অনুবাদ সহ

শ্রীব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকাচার্যভাস্কর-
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরষ্টী গোবীমী ঠাকুরের
'আকৃটৈর উপলক্ষ' সমৰ্পিত

নববীপ-শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য অনন্তশ্রী-বিভূষিত
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিকৃপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি-
শ্রীশ্রীমন্ত্রভিস্কৃত শ্রীশ্রী দেবগোবীমী মহারাজের

প্রিয়তমপার্য তৎকর্তৃক মনোনীত ও স্থলাভিষিক্ত
দেবার্যেত-সভাপতি-আচার্য ও বিকৃপাদ অষ্টোভূষণভজ্ঞী-
শ্রীমন্ত্রক সুন্দর গোবিন্দ দেবগোবীমী মহারাজের
প্রেরণা, কৃপানির্দেশ ও সম্পাদনায়

নববীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত

श्रीश्रीगुरुगौरांगे जयतः
All Glory to Sri Sri Guru and Gauranga

शताध्यायी-
श्रीब्रह्मसंहिता-
पञ्चमोऽध्यायः

Srī Brahma-saṁhitā
[The fifth of one hundred chapters]

Quintessence of Reality the Beautiful

With elaborate Bengali commentary and translation
by the Great Pioneer of Pure Devotion in the present age:
Orh Viṣṇupād Śrīla Sachchidānanda Bhaktivinoda Ṭhākur

Including an Appreciation by the Illustrious Preceptor of
the Śrī Brahma-Mādhwā-Gauḍiya-Sampradāya:

Prabhupād Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī
Goswāmī Ṭhākur

By the Grace of the Founder-President-Āchāryya
of Nabadwip Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh:
Ananta-śrī-vibhūṣita Nitya-līlā-pravīṣṭa
Orh Viṣṇupād Paramahāṁsa-kula-chūḍāmaṇi-

Śrī Śrīmad Bhakti Rakṣak Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj

Under the Divine Guidance and Inspiration Graciously Granted by His
Most Beloved Intimate Attendant who He Personally Appointed
as His Successor, Guardian Servitor and President-Āchāryya,
Orh Viṣṇupād Aṣṭottara-śata-śrī-

Śrīmad Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj

this Holy Book was published from
Nabadwip Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

©All rights reserved by
the President-Acharyya,
Sri Chaitanya Saraswat Math,
Nabadwip and internationally.

First edition 5,000 copies
15th May, 1992
Printed by Singapore National Printers

অনুবাদক—ত্রিদণ্ডিভূ শ্রীভক্তি অনন্দ সাগর
প্রকাশক—এডেসুইস বীরামজা, মুজাপেষ্ট

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
কোলের গঙ্গা, পো:—নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন—৭৪১৩০২, ভারত

Translated by Tridandi Bhiksu Sri Bhakti Ananda Sagar
Published by Édesvíz Kiadó, Budapest, Hungary, for

SRI CHAITANYA SARASWAT MATH
Kolerganj, P.O. Nabadwip, Dist. Nadia,
West Bengal, Pin 741302, India.

পাঠকাকর্ষণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্যলীলার নবম-পরিচ্ছদে এইরাগ লেখা আছে—
 সেই দিন চলি' আইলা পয়সিনী-ভীরে । 'জ্ঞান করি' গেল আদিকেশ্ব-মন্দিরে ॥
 মহাভক্তগুপসহ তাহা গোষ্ঠী হইল । 'ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়' শুধি তাহা পাইল ॥
 শুধি পাওয়া প্রভুর হইল আনন্দ অপার । কম্প-অঙ্গ-বেদ-স্তুত-পুলক-বিকার ॥
 সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি 'ব্রহ্মসংহিতা'-সমান । গোবিন্দমহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ ॥
 অস্ত অস্তরে কহে সিদ্ধান্ত অপার । সকল-বৈকুণ্ঠশাস্ত্র-মধ্যে অতি সার ॥

All Glory to Śrī Kṛṣṇa Chaitanya
 the Golden Moon of Śrī Māyāpur

For the Reader's Appreciation

In the *Madhya-Lilā*, ninth chapter of *Śrī Chaitanya-Charitāmṛta*, we find:

"That day, the Lord went to the bank of the Payasvinī river. After bathing He went to the Ādi-Keśava Temple where He met with the great devotees there, and it was there that He obtained the ancient manuscript of the fifth chapter of *Śrī Brahma-saṁhitā*. This gave the Lord unlimited joy, and Divine Ecstatic Symptoms appeared in His Body—trembling, weeping, perspiring; He was stunned, thrilled with Ecstasy.

"As a Scripture embodying Perfect Truths (*siddhānta*), *Śrī Brahma-saṁhitā* has no equal; it is the best of all Holy Books proclaiming the Glories of the Supreme Lord Govinda. Endless Perfect Truths are expressed in few

বহু ঘরে সেই পুঁথি লইয়া লেখাইয়া। 'অনন্ত-পদ্মনাভ' আইলা হৃষিত হও।।

আমার ইহা অপেক্ষা আর বক্তব্য নাই। আমি এইমাত্র বলি, যদি অতি প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে এই শাস্ত্র গণিত হয়, তবে ইহা অতিশয় অপূর্ব কৃকৃতিগুরু প্রমাণ-স্থল। যদি কেহ বলেন যে, এ প্রদেশে এ শাস্ত্র নাই, সুভরাং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুই ইহার রচয়িতা। ইহা যদি স্থির হয়, তবে আর অধিক সুধের বিষয় কি? কেননা শ্রীমহাপ্রভুর রচিত কোন সিদ্ধান্তগ্রন্থ পাইলে বৈক্ষণগতে আর সংশয় মাত্র থাকে না। যেরাপেই বিবেচনা করুন, এই ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থ ভজ্ঞমাত্রেই পূজনীয়।

—শ্রীভক্তিবিনোদ

words. It is the essence of all Vaiṣṇava Scriptures.

"The Lord had that manuscript copied very carefully. Then He joyfully went to visit the Temple of Ananta-Padmanābha."

What more can I say than this? At least I may say that if this Scripture is reckoned as one of the most ancient Scriptures, then it is an unprecedented and truly authoritative source of the Teachings of *Kṛṣṇa-Bhakti*, Devotion for the Supreme Lord, Kṛṣṇa. Again, if it is suggested that this Scripture was not originally found in this province (Bengal), so it was actually authored by Śrī Śrī Mahāprabhu, what could be more happy for us? By obtaining any work of *siddhānta* written by Śrī Mahāprabhu, no trace of doubt can ever remain in the world of Vaiṣṇava thought. However one may consider it, this Holy Book, *Śrī Brahma-saṁhitā*, is worshippable to every devotee.

—Śrī Bhaktivinoda

আকৃষ্টের উপলক্ষি

শ্রীগৌরসুন্দরকর্ত্তৃক আহত শ্রীব্রহ্মসংহিতার প্রচার আর্য্যাবর্তে ছিল না,—
ইহাই প্রকাশ । আর্য্যাবর্তে নৈমিত্য-সাহিত্য সাহস্র-সংহিতারই প্রচার ছিল ।
'অঙ্গ'-শব্দে বেদ ও বেদপ্রতিপাদ্য বাস্তব বস্তুকে বুকায় । সেই বেদপ্রতিপাদ্য
বাস্তব বস্তুই পুরুষোত্তম । যে-স্থলে অপৌরুষেয় শব্দ পুরুষোত্তমকে লক্ষ্য না
করিয়া প্রাকৃত-নিরাসকরে ব্যবহৃত হয়, সে-স্থলে তামৃশী উপলক্ষি তাটিশু-ধর্মে
অবস্থিত ।

শ্রীচতুর্মুখ-বন্ধা অপৌরুষেয় সংহিতাসমূহ হইতে অনাশ্চ-বিচার পরিত্যাগ

All Glory to the Divine Master
and the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa Chaitanya

Feelings of Appreciation

It is no secret that prior to its discovery by Śrī Gaurasundar, *Śrī Brahma-saṁhitā* was not propagated in India as was the Great Literature previously expounded in the forest of Naimiṣa—the Transcendental Treatise *Srimad-Bhāgavatam*. The word *Brahma* (or *Brahman*) means the *Vedas* and the Substantial Reality established by the *Vedas*; and the Substantial Reality established by the *Vedas* is *Puruṣottama*, the Ultimate Predominant or Male Personality. Any philosophy that ignores the Ultimate Personality while adopting the term *apauruṣeya*, meaning 'divine,' 'supramundane' or 'superhuman' in order to disprove mundane conceptualization, must need fall within the category of peripheral doctrines or religions.

করিয়া পুরুষোত্তম ভগবদ্বন্ধনের যে ভক্তিকথা হস্তয়ে লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই ব্ৰহ্মসংহিতাকারে অধ্যায়-শতকে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এই পঞ্চম অধ্যায় জীৱেৰ পৰম-উপযোগী বলিয়া গৌড়ীয়েৰ পৰমারাধা হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীব্ৰহ্ম-সম্প্ৰদায়েৰ বিচাৰে শ্ৰীমদ্বাগবতেৰ মূল-চতুঃঝোকীতেই ভগবদনুগ্রহ-কৰ্মে বাস্তৰ-সভ্যেৰ প্ৰকাশ হইয়াছে।

পুরুষোত্তম-বন্ধন প্ৰাকৃত ইতিৰ-পুৰুষেৰ ন্যায় সমপৰ্যায়ে গণিত হন না; উভয়েৰ প্ৰভেদ এই যে, প্ৰকৃতিৰ পৰমেশ্বৰ পুরুষোত্তম শ্ৰীব্ৰহ্ম, আৱ প্ৰকৃতিৰ

Beyond even any consideration of mundanity, the Teachings of Devotion for the Supreme Reality—the Supreme Personality of Godhead—that were revealed within the heart of four-headed Brahmā from the Supramental Anthologies (*Vedas*), have been described in the one hundred chapters that form the Treatise *Brahma-samhitā*. As this fifth chapter is supremely beneficial for the soul it has come to hold the Most Worshippable position for the *Gaudiya Vaiṣṇavas* or faithful devotees in the line of Śrī Chaitanya-dev. In this respect it is noteworthy that in the Philosophy of the Divine Succession stemming from Lord Brahmā, by the Grace of the Supreme Lord, the Substantial or Axiomatic Truth has been revealed within the fundamental four *ślokas* (*catuh-śloki*) of *Śrimad-Bhāgavatam*.

There is no question of the Supreme Personality or Predominator, Puruṣottama, being of the same category of any other persons or predominators (males or *puruṣas*) of this mundane world. They are clearly distinct from one another in that the Supreme Personality of Godhead Śrī Kṛṣṇa is in all respects the Absolute Lord or Predominator

পরমবাদ্য জীব এবং তাহার কেবল প্রাকৃত-পরিচয়ের সহিত ভগবদ্দর্শন-বিষয়ে অশৌক্রযেষ-শব্দ ব্যবহৃত। সাহস্র-সংহিতার আদি শ্লোকে^{*} যে শ্রীধামের উল্লেখ আছে, তাহা প্রাকৃত ব্যাপার-সংজ্ঞিট নহে। ‘ধাম’-শব্দের অর্থ—আশ্রয় ও আলোক। আলোকবহুত দর্শন সম্ভব নহে। দর্শনের উপাস্য দৃশ্য আলোকাধারে পুরুষাকারে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির অন্তর্গত পুরুষ-পরিচয়ে যে নম্বর

* সাহস্র-সংহিতা শ্রীমদ্বাগবতের আদি শ্লোক—

জ্ঞানাদ্যস্য যতোহৃষ্যাদিতরভচার্দেষ্টিঙ্গঃ স্঵রাটঃ
তেনে জ্ঞান জ্ঞান য আদিকবয়ে মৃহষ্টি যৎ সুরাঙ্গঃ ।
তোজোবারিমৃদাং বথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গেহিমৃদা
ধামা স্বেন সদা নিরস্তকুহৃকং সত্তাঃ পরং ধীমহি ॥

of the female or predominated factor (*prakṛti*), while the living being or *jīva* is tightly shackled by the predominated factor in the shape of material nature, and only through his identification with the mundane plane must he refer to the revelation of the Supreme Lord as ‘supramundane.’ *Śrī Dhāma*, mentioned in the first *śloka*[†] of the *Śrīmad-Bhāgavatam*, has no association with the affairs of the mundane world. The meaning of the word *dhāma* is ‘refuge’ and ‘light.’ Nothing is visible without the help of light. The

[†]জন্মাদ্যস্য যতোহৃষ্যাদিতরভচার্দেষ্টিঙ্গঃ স্বরাটঃ তেনে জ্ঞান হৃষ্ট য আদিকবয়ে মৃহষ্টি যত্সূরৈ: ।

তোজোবারিমৃদাং বথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গেহিমৃদা ধামা স্বেন সদা নিরস্তকুহৃকং সত্যে পরং ধীমহি ॥

“This world’s creation, sustenance and annihilation is effected by the positive and negative assertion of the Supreme Lord; in His Supremacy He is the Omniscient, Perfect Perception is axiomatic in Him, and He incites the inspiration in the intellect of the primeval poet Lord Brahmā in order to reveal the Substantial Reality within his heart; all the gods headed by Indra are bewildered in trying to comprehend Him; as in a mirage, by interaction the mutual exchange of the qualities of fire, water and earth create the appearance of another truth, similarly, the existence

আপেক্ষিক সমস্ক দেখা যায়, তদতীত সমস্কে অপ্রাকৃত-ব্যোমে আলোকেরও অধিষ্ঠানের নৈরন্তর্য অবস্থিত।

নির্বিশিষ্ট বিচারে আলোকের যে দ্রষ্টব্যভাব একীভূত, উহা প্রাকৃতরাজ্যের অসম্পূর্ণ, অনুপাদেয় পরিমিতির উপর অধিষ্ঠিত। মায়াশক্তি, তাহার ঈশ্বর অধিভূতশক্তি মহেশ্বরের (বিষ্ণুর) বৈকুণ্ঠত্ব খর্ব করিতে সমর্থা নহেন। এই গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়-বর্ণিত বিষয়ে নির্বিশিষ্ট জাগতিক বিচার নিরস্ত হইয়াছে।

basis of the light which is to be worshipped and seen within revelation has been established to be of the nature of a *person*. Beyond the mutable, conditional relativity found within the mundane conception of 'personality,' the eternity of the Personal Mainstay of light itself is situated in the Divine Realm.

The viewpoint of nondifferentiation, where the seer and seen are ultimately considered to be one, is ruled by the incomplete, unwholesome measure of the mundane kingdom. *Māyā-śakti*, or the mundane charming-cum-deluding potency, has not the power to restrict the Infinity of her Lord of immeasurable Potency, Maheśvara (*Viṣṇu*). In describing the Worshippable Object of the fifth chapter of this book, the fallacious and mundanely fabricated philosophy of non-differentiation has been disproved.

of the mundane qualities of *sattva*, *rajaḥ* and *tamaḥ* or illumination, flux and inertia, appears as factual truth in Him although in actuality He is the One within whom mundanity is impossible; deception can never exist within Him. We meditate upon that Supreme Lord, whose very Nature is the Embodiment of Truth. [We worship that Supreme Truth's Own Self, the Lord of Gokula-Vraja-Dhāma, Śrī Kṛṣṇa, by practising our heart's remembrance of His Divine Name, chanting His Glories and always absorbing our thoughts in His Form, Qualities and Pastimes.]"

জাগতিক বিচারে যে নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ-বর্ণনে অঙ্গীলভা-দোষের আরোপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাদৃশ বিচার নিরসন-করে অক্ষসংহিতারই উদ্দিষ্ট তৎপর্য গ্রহণীয়। এই গ্রন্থ যে কেবল অঙ্গীল উপকরণে অঙ্গীলজনের চিশের উল্লাস-বিধানার্থ পরিকল্পিত হইয়াছে, একাপ নহে; পরম্পরাঙ্গে অঙ্গীলভাবে বিকারযোগ্য দুর্বিলগণের বল-লাভের জন্মাই উদ্দিষ্ট, জানিতে হইবে।

ভগবদ্বন্ধনুর বাস্তব দর্শন এবং অবাস্তব-দর্শনে অপর চারিপকার বিচার সম্পূর্ণ হওয়ায় ভগবদ্বন্ধন কিঙ্কুপ আবৈধভাবে দৃষ্ট হইয়া পঞ্চোপাসনা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সৃষ্টিভাবে বুঝাইবার জন্য পরিশিষ্টে যে পাঁচটি শ্লোক এই অধ্যায়ে সরিবিষ্ট, তাহা পাঠ করিলে সুদর্শন-কৃপায় নিত্য অভিজ্ঞতা-লাভ ঘটিবে। তখন আর

The purport traced in *Brahma-samhitā* is most favourable in saving us from the mundane view's ascription of vulgarity to the creative conception when elucidated in terms of efficient or material and instrumental causes. This Book is utterly devoid of the lowly connotations that would titillate the poor minds of those obsessed with vulgarity. Rather, we must know that the aim of this Holy Text is to provide new strength and relief to those sapped of their vital energy through their perverse tendencies.

By the mercy of Perfect Philosophy (*sudarśana*), a study of the five concluding *ślokas* of the Book will afford us our eternal wisdom, being intended to meticulously teach us the genuine revelation of the Supreme Element of Godhead while elucidating how that Element is observed distortedly through emphasis on the alternative fourfold doctrines (of *dharma*, *artha*, *kāma* and *mokṣa*—religiosity, material gain, material desire and liberation), bringing about the doctrine of fivefold worship (*pāñcopāsanā*). With the advent

শ্রীধামের বিরোধী হইয়া নির্বিশিষ্টবাদ প্রচার করিতে হইবে না।

দেবীধাম ও মহেশধামের অতীত নিরস্তকুহক স্বধাম পরব্যোমের বৈশিষ্ট্য সৌভাগ্যক্রমেই উদ্দিত হয়। পুরাণের সদানন্দ-বিচারে কোন আপেক্ষিক কৈতৃত্ব আশ্রয় না করায়, উহা প্রকৃতির অতীত ব্যাপার। তবিষয়ক বর্ণন অপোক্রমেরসংহিতা-নামে কথিত। অভিধেয়-সাধন-ভক্তিপ্রভাবে মালিনচিত্ত জনগণের জড়ভোগ হইতে মুক্তির সংজ্ঞাবনা আছে। জড়ে প্রবৃত্ত ভোগী ভক্তি আশ্রয় করিতে অসমর্থ। তাহাদের কর্মালানে প্রপীড়িত হইবার যোগ্যতা বর্তমান। কামদেবের গান ব্যতীত জীবের ভোগবাসনোত্ত কাম নিরস্ত হইতে

of such eternal wisdom in the heart, one may no longer harbour animosity toward the Holy Abode, *Srī Dhāma*, and the need for asserting oneself by preaching the doctrine of nondifferentiation will no longer be felt.

It is through good fortune that one may experience, beyond the planes of Devī-dhāma and Maheśa-dhāma, the Transcendental variegatedness of the Divine Realm that is the Lord's Personal Abode—the Plane where deception cannot stand. Without depending on the deceit inherent to the conditional plane, in the consideration of Eternal Joy in God's Transcendence we shall find His Realm to be the Affairs of the Transcendental. So the Treatise that describes all these Transcendental subject matters is known as *Apauruseya-samhitā*. It is possible for persons of impure heart to be relieved of mundane enjoyment by the power of practising devotional life (*sādhana-bhakti*). Persons absorbed in mundane enjoyment or exploitation are unable to take refuge in Devotion or *Bhakti*. They are ever afflicted, being tied to the stake of their mundane deeds (*karmma*).

পারে না। কিন্তু ইতরকামের সহিত কামদেবকে সম্পর্যায়ে গণনা করিলে হিতে বিপরীত হইবে। যেকালে আমরা শ্রীচতুর্মুখ ব্রহ্মার অনুবন্ধী হইয়া ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিব, এবং আমাদের কৃষ্ণস্তুতিগান-ফলে ভগবানের প্রতিভাজন হইতে পারিব, তৎকালে আমাদের 'ব্রহ্মসংহিতা'-পাঠের সাফল্য-লাভ ঘটিবে।

তৎকালে আমরা জানিতে পারিব যে, ঐশ্বর্যপ্রধান বাস্তব-পুরুষোত্তমের সেবার পরমোচ-স্থানে মাধুর্যময়-বিশ্রাহ শ্রীরাধাগোবিন্দ-গৌরতনু অবস্থিত। সেই গোলোকের নিম্নার্জে সার্কিছিবিধি রস অবস্থিত। তিনিস্মে মহেশ্বাম এবং তিনিস্মে প্রাকৃত চতুর্দশভূবনাঞ্চক দেবীধাম অবস্থিত। দেবীধামবাসী

They cannot be relieved of the obsession for mundane lust by any other method than singing the Glories of Kāmadeva, the Transcendental Lord of all Desires. But an adverse fruit will come to those who consider Kāmadeva in the same category as their illicit lust. When we attain the Mercy of the Supreme Lord by faithfully following the four-headed Lord Brahmā, and when we become fit recipients of the Supreme Lord's Grace as a result of singing with a pure heart the Divine Songs of His unending Glories, at that moment we shall know the genuine fruition of our reading, recitation or singing of *Brahma-saṅhitā*.

Then we shall be able to know that in the highest Plane of Divine Service (*Sevā*) to the Factual Supreme Godhead is found Reality the Beautiful Śrī Rādhā-Govinda in the Selfsame Form of Śrī Gaura. The lower hemisphere of the Divine Abode Goloka is the Plane of two and a half of the total five Divine Serving Dispositions (*Rasas*). Situated below that is the Abode called Maheśa-dhāma and below

ব্রহ্মাণ্ডের পথিকগণের কামনা মহেশধামে অপসারিত হইয়াছে। মহেশধামের নিকাম ধারণা সেবা-শতমুকীভাবা সর্ববদ্ধ নীরাজিত। সেই শতমুকী ঋক্ষসংহিতা পঞ্চম-পুরুষার্থ-বর্ণনে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমামৃত-সীমা বর্ণন করিয়াছেন এবং সেই অঙ্গ-সংঘর্ষকারী শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবকে উহা বিতরণ করিয়া মহাবদান্যতা-গুণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপদানন্দলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

Maheśa-dhāma is the material world of fourteen planes called Devī-dhāma. The worldly desires of the residents of Devī-dhāma who wander throughout the universe are withdrawn in Maheśa-dhāma. But Maheśa-dhāma's conception of desirelessness is illuminated by the purifying agent of Service. That purifying agent in the Form of this *Brahma-saṁhitā* has revealed the Acme of Nectarine Love for Śrī Rādhā-Govinda by elucidating the fifth aim of human life; and the gatherer of that Nectar, Śrī Gaurasundar, the Beautiful Golden Lord, has distributed it to the souls in this world, showing us His Nature of Supreme Magnanimity and His Pastimes of bestowing the most precious Gift of Divine Love for Kṛṣṇa.

—Śrī Siddhānta Sarasvatī

অবতরণিকা

ভুবনমঙ্গল অবতার ভগবান् শ্রীশ্রীনিতাই-চৈতন্যদেবের অহেতুকী
কৃপাকর্ষণে যেদিন পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস
শ্রীশ্রীমঙ্গলভিক্রমক শ্রীধর দেব-গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাঞ্চিত হইবার
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম তখন হইতেই তাহার অপারকরণায় প্রকৃত প্রক্-
জিজ্ঞাসা করিবার প্রেরণা হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছিল এবং শ্রীশ্রীমৎ কৃপ-গোস্বামী
প্রভুপাদের ভজনের ক্রমবিকাশ-নির্দেশক “আদো শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ”
শ্লোকটির ‘আদো’ শব্দার ভিত্তিভূমিতে অবেশাধিকার পাইতে হইলে যে
প্রারম্ভিক যোগাযোগ বা মঙ্গলসূত্রের প্রয়োজন তাহাও অহেতুকী করণাময়
তিনিই প্রদান করিয়াছিলেন। মূলতঃ তাহারই কৃপায় তখন হইতেই “তত্ত্বজি-

All Glory to the Divine Master
and the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa Chaitanya

Prologue

Ever since the day that I, by the causeless Grace of the All-Auspicious Descent of the Supreme Lord in the Forms of Śrī Śrī Nitāi-Chaitanyadev, attained the shelter of the lotus feet of my Most Worshippable Śrīla Guru Mahārāj Ṭrī Viṣṇupād Paramahaṁsa Śrī Śrīmad Bhakti Rakṣak Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj, by his boundless Mercy the inspiration for the genuine search for the Ultimate Truth was awakened in my heart; and further, that causelessly gracious Śrīla Guru Mahārāj gave me that initial connection, the vital link that enables us to attain the qualification to enter into the basic land of faith (*ādau śraddhā*) in

প্রণিপাতেন পরিপ্রক্ষেপেন সেবয়। উপদেশ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥” — এই গীতোপনিষদ্বালীর সাক্ষাৎ কৃপায়ণ অনুভবের সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। উপনিষদেও আছে—“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিত্য-পাণিঃ শ্রোত্রিযং ব্রহ্মনিষ্ঠম् ।”

কি পারমার্থিক কি ব্যবহারিক জগতে—যে কোন বিষয়ের সুষ্ঠু অভিজ্ঞান

accordance with Śrī Śrīmat Rūpa Goswāmī's guiding verse for the progressive life of Divine Service (*bhajana*), আদৌ শ্রদ্ধা ততः সাধুসঙ্গঃ *ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgah*. From that very time, I, by his Grace, got the fortune of having this message of *Gitopaniṣad* take its tangible shape in my heart: তদ্বিদ্বি প্রণিপাতেন পরিপ্রক্ষেপেন সেবয়। উপদেশ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ *tad viddhi pranipātena paripraśnena sevayā, upadekṣyanti te jñānam jñāninās tattva-darśināḥ*—“Satisfy the enlightened Guru with your prostrate obeisances, reasonable enquiries and sincere service, and you will be able to realize the Knowledge I have spoken of. The great souls who are adept in the Scriptures and endowed with direct experience concerning the Supreme Spirit, *Param Brahman*, will teach you.” Similarly, it is also mentioned in the *Upaniṣads*: তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেত্ সমিত্যপাণিঃ শ্রোত্রিযং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। *tad vijñānarthaṁ sa gurum evābhigacchet samit pāṇih śrotriyaṁ brahma-niṣṭham*—“To attain specific (Devotional) Knowledge of the Supreme Lord, one aspiring for auspiciousness must bring offerings, and approach, by his thought, word and deed, a genuine Guru who is versed in the purport of the *Vedas* and who knows the Reality of Kṛṣṇa.”

Whether in the Divine World or in the ordinary world,

লাভ করিতে হইলে সেই সেই বিশয়ের স্পেশ্যালিষ্ট বা বিশেষজ্ঞের অর্থাৎ সদ্গুরুর শরণাপন্তি অবশ্যান্তাবী। বক্তৃতঃ পক্ষে সদ্গুরুর কৃপা ব্যতীত সেই দিব্যাজ্ঞান-লাভের আর অন্য কোন উপায় নাই। এবং সেখানে শরণাপন্তির তারতম্যানুসারে জ্ঞানলাভেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

আদিকবি পদ্মযোনি ভগবান् চতুর্মুখ শ্রীব্ৰহ্মা আমাদের সম্প্রদায়ের মূল গুরু। সুতৰাং তদনুভূত, তদারাধি ও তৎপ্রদর্শিত চিন্ময় আলোকবর্তিকায় ব্ৰহ্ম-সম্প্রদায় স্বতঃই উন্মাদিত। তিনি প্রথমতঃ শ্রীভগবৎ কৃপায় ভগবানের দিব্যা-সরস্বতীর দ্বারা অষ্টাদশাক্ষে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে উপদিষ্ট ও তপোনিষ্ঠ হইয়া তাহা সুষ্ঠু মননের দ্বারা উপাস্যাতভোবের প্রসমতা লাভ করিলে অম্বযজ্ঞান-তত্ত্বের আকরণিশ্চল লীলাকল্পোলবাৰিধি আদিগুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৎশীধনি-নিঃস্তৃত (মুৱলীষ্টকীর্তনধনং) কামগায়শ্রী মন্ত্রে তৎকর্তৃক দীক্ষিত ও সংস্কৃত হইয়া দিজত্ব

in order to properly learn whatever subject we wish, we must take the shelter of a specialist—a genuine teacher. Actually, there is no way to achieve Divine Knowledge without the Grace of the genuine Divine Master, and that Knowledge will manifest according to the degree of one's surrender.

The primeval poet, four-headed Lord Brahmā who was born from the universal lotus flower, is the original Guru of our Divine Succession. So this Divine Succession stemming from Lord Brahmā is naturally illuminated by the Divine Light of his perception, his worship and his revelation. In the beginning, by the Grace of the Supreme Lord, through the agency of His Divine Sound Vibration (Divyā Saraswati), Lord Brahmā was taught the eighteen-syllabled Śrī Kṛṣṇa *Mantra* and he practised penances in pursuance of cultivating that *Mantra*. He propitiated his Worshippable

লাভ করেন। অর্থাৎ তৎপ্রভাবে তাহার ষষ্ঠীয় জন্ম লাভ বা অপ্রাকৃত জগতের সম্পূর্ণ আবরণ তাহার নিকট উন্মোচিত হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—“অষ্টদশাঙ্কৰ মন্ত্রের পর যে গায়ত্রী লাভ হয় সে কাম-গায়ত্রী . . . এই গায়ত্রীতে শ্রীগোপীজনবালভের পরিপূর্ণ ধ্যানানন্দের তদীয় লীলার অধ্যাস এবং সেই অপ্রাকৃত অনঙ্গ-লাভের প্রার্থনা উদ্দিষ্ট। চিঞ্জগতে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রসাঞ্চিত প্রেম-চেষ্টা আর নাই।”

ভগবান् ব্রহ্মা সেই গায়ত্রীর নিরন্তর অনুধান ও অনুকীর্তন প্রভাবে তত্ত্ব-

Object by his perfect meditation, and he was raised to the twice-born status by being initiated and purified by the Lord's Divine Flute Song emanating (*muraliṣṭa-kīrttana-dhanam*) as the *Kāma-Gāyatrī Mantra*. He was thus initiated by the Original Guru of Gurus who is like a vast rolling ocean of the waves of Divine Pastimes—the Matchless Reality in Person—the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa. In other words, by the Potency of that function he attained to his second birth—the Divine Realm was completely unveiled before him.

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur has written, “*Kāma-Gāyatrī* . . . is the *Gāyatrī* taken after the eighteen-syllabled *Mantra* . . . In this *Gāyatrī* is indicated the realization of the *Līlā* or Divine Pastimes of Śrī Gopījanavallabha, the Beloved of the Gopis, after complete meditation upon Him; and the prayer to attain to (the Service of) that Transcendental Cupid. In the entire Transcendental World there is no higher pursuit for Divine Love in the shelter of an Ecstatic Relationship with Him.”

Empowered by faithfully meditating upon and singing

ବିଜ୍ଞାନ-ସାଗରେ ସଥେଚାହୁ ବିଚରଣ କରିତେ କରିତେ ସେ ସମନ୍ତ ଅଖିଲ ବେଦମାର ସାକ୍ୟଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦେର ତ୍ରବ କରିଯାଛିଲେନ ତାହାଇ ମୂଳତଃ ଶତାଧ୍ୟୟୀ ଶ୍ରୀବ୍ରକ୍ଷ-ସଂହିତାର ପଞ୍ଚମାଧ୍ୟାୟ । ଅଧିକର୍ତ୍ତ ଇହାର ଅନୁପଠନେ ସମଗ୍ର ଚିଦଚିଦି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ, ଅବସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରବାହ ସମସ୍ତେଷେ ଏକଟି ସାଙ୍ଗ ଧାରଣା ଭାଗ୍ୟବାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଲୁ ସଜ୍ଜନଗଣେର ଉପଲବ୍ଧିର ବିଷୟ ହୟ ।

ଦୀର୍ଘ ଅଚିନ୍ତ୍ୟଭେଦାଭେଦ-ସିଦ୍ଧାନ୍ତେର ଛଞ୍ଚିତ୍ୟାୟ ଆଶ୍ରଯପ୍ରଦାତା ମହାବଦାନ୍ୟ ଅବତାରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ଚିତନ୍ୟଦେବ ନିଖିଲଶ୍ରଦ୍ଧିମୌଲିରଙ୍ଗ-ମାଲାଦୂତି-ନୀରାଜିତ-ପାଦପଞ୍ଚଜାନ୍ତ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲ ଗୋବିନ୍ଦଦେବେର ତ୍ରବ-ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହି ଶ୍ରୀବ୍ରକ୍ଷାସଂହିତା-ପଞ୍ଚମାଧ୍ୟାୟେ ତ୍ରେପଦଶିରିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତାଲୋକେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଫଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଯାଛିଲେନ ଏବଂ ପରମ ଆଦରେର ସହିତ ଦକ୍ଷିଣଦେଶ ହଇତେ

that Gāyattrī, Lord Brahmā freely wandered throughout the length and breadth of the Ocean of Truth; and his prayers in glorification of Śrī Govinda, which are the Quintessence of all the *Vedas*, are the basis of the fifth of the hundred chapters of *Śrī Brahma-saṁhitā*. Moreover, the fortunate, faithful virtuous souls can enter into a crystal-clear conception of the entire mundane world's and Transcendental World's manifestation, existence and flow, by reading or singing this Hymn with due regard and devotion.

The Supremely Magnanimous Source of all *Avatāras*, the Bestower of shelter in the shade of the umbrella of His Own Perfect Philosophy (*siddhānta*) of Inconceivable One-ness and Distinction (*Acintya-bhedābheda*)—the Supreme Lord Śrī Chaitanyadev—was filled with Divine Ecstasy upon observing the perfect reflection of the Light of the Perfect Philosophy revealed by the fifth chapter of *Śrī*

সেই পৃথি স্থলে আনয়ন করিয়া ভক্তগণের শ্রীহস্তে তুলিয়া দিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়—

“সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ‘ব্ৰহ্মসংহিতা’-সমান। গোবিন্দমহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার। সকল-বৈষ্ণবশাস্ত্র-মধ্যে অতি সার ॥”

এস্তে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা অবশ্যই প্রয়োজন মনে করি। শ্রীমদ্বাপ্তু যেমন শ্রীমদ্বাগবত-পঠন বিষয়ে জানাইয়াছেন—“যাহ ভাগবত

Brahma-samhitā rich with the Songs of the Glories of Śrī Śrīla Govindadev, the Tips of the Toes of whose Lotus Feet are eternally illuminated by the *ārati* or worship offered by the radiance of the crown-jewels of all the *Vedas*. With great Love, He brought in His Own Hand the manuscript of the Book from South India and joyfully offered it to the hands of the devotees. In the words of Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja we find:

“সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ‘ব্ৰহ্মসংহিতা’-সমান। গোবিন্দমহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার। সকল-বৈষ্ণব-শাস্ত্র-মধ্যে অতি সার ॥”

*siddhānta-śāstra nāhi ‘brahma-samhitā’-samāna,
govinda-mahimā-jñānera parama kāraṇa.
alpa akṣare kahe siddhānta apāra,
sakala-vaiṣṇava-śāstra-madhye ati sāra.*

“As a Scripture embodying Perfect Truths, Śrī *Brahma-samhitā* has no equal; it is the Supreme Wisdom of the Glories of the Supreme Lord Govinda. Endless Perfect Truths are expressed in few words. It is the Quintessence of all Vaiṣṇava Scriptures.”

I feel the need to mention just one more important point,

ପଡ଼ ବୈଷ୍ଣବେର ସ୍ଥାନେ”, ମେଇ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀବ୍ରକ୍ଷସଂହିତା ଶ୍ରୀଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରେର ଆନୁଗତ୍ୟେ ପଠନ-ପାଠନେ ସତ୍ତ୍ଵବାଳ ହୃଦୟ ସକଳେରି ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । କେନ୍ତା ତିନି ନାନାଶାସ୍ତ୍ରବିଚାରଣେକନିମୁଖ ଶ୍ରୀବ୍ରକ୍ଷ-ମାଧ୍ୟ-ଗୌଡ଼ୀୟ-ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ସଂରକ୍ଷକ ଆଚାର୍ୟ-ସନ୍ଧାଟ ଶ୍ରୀଲ ଶ୍ରୀଜୀବ-ଗୋଵାମୀର ଟୀକାର ଆନୁଗତ୍ୟମୟ ତାହାର ନିଜସ୍ତ ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତିତେ ପ୍ରଶ୍ନୁଟିତ ଯେ ସୁକୋମଳ ସିନ୍ଧାନ୍ତ-କମଳେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ-ବିଶ୍ରାହ ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦେର ପାଦପଦ୍ମ ନୀରାଜନ କରିତେ କରିତେ ଭଙ୍ଗଗଣେର ସୁଖ ବର୍କ୍ଷନ କରିତେଛେ—ତାହାଇ ପ୍ରକୃତ ଅନୁସରିଂସୁ ଓ ଐକାନ୍ତିକ ଭଜନଶୀଳ ସାରସ୍ଵତ-ଗୌଡ଼ୀୟଗଣେର ଏକମାତ୍ର ନିରାପଦ ଆଶ୍ୟ ।

regarding our reading *Śrīmad-Bhāgavatam* as Śrīman Mahāprabhu has had it made known to us: “যାହ ଭାଗବତ ପଡ଼ ବୈଷ୍ଣବେର ସ୍ଥାନେ” *yāha bhāgavata pada vaiṣṇavera sthāne*—“Go and learn the *Bhāgavat* from a Vaiṣṇava.” Taking the gist of this instruction to heart, it is definitely everyone’s duty to give careful attention to their supreme benefit by singing and preaching this King of Holy Books, faithfully following the path chalked out by Śrīla Sachchidānanda Bhaktivinoda Ṭhākur; because faithfully following the commentary of that great King of Ācāryyas, the Guardian of the Śrī Brahma-Mādhva-Gauḍiya *Sampradāya*, Śrīla Śrī Jīva Goswāmī—Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur has brought ever-increasing joy to the hearts of the true devotees by illuminating the Lotus Feet of *Saccidānanda-vigraha* Śrī Govinda, the Embodiment of Truth, Consciousness and Joy, in the tender lotus flower of Perfect Truths that has been brought to bloom in his personal Divine Revelations. This is the unique, safe refuge for the sincere seekers and also the exclusive Sāraswata-Gauḍiya-Vaiṣṇavas who are already

শ্রীগৌর-কারুণ্য-বিগ্রহ পরমগুরপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ সপ্তর্ষি-সিদ্ধান্ত সরদৃষ্টি গোষ্ঠামী প্রভুপাদের কৃপায় আজ সমগ্র বিশ্বের ভাগবান্-জীবগণ শ্রীগৌর-সংকীর্তনে প্রমত্ত হইয়া শ্রীগৌরহরির জয়ক্ষণি করিতে করিতে ও তৎ প্রবর্তিত হরেকৃক মহামন্ত্রের আনন্দসাগরে ভাসিতে ভাসিতে লক্ষ্মী-সহস্রশতসন্ত্রমস্বব্যামান শ্রীশ্রীবাধাগোবিন্দের প্রেম-সেবাভিলাষ্যে দিব্যচিন্মণি-ধামের প্রতি অগ্রসর হইতেছে, এই গ্রন্থরাজ তাহাদের সকলের জীবন-রসায়নক্রপে আরও বলদান করিবে—সেই ভরসায় আমাদের এই গ্রন্থ আনন্দজ্ঞাতিক ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ প্রচেষ্টা। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় বলিতে দিলে বলিতে পারি “অভক্ত প্রয়াস, দেখিয়া না হাস, ইহা গুরু-গৌর-দাস্য।”

conversant with the Art of Divine Service.

By the Grace of our Grand-Guru, the Embodiment of Śrī Gaura's Grace—Om Viṣṇupād Śrīmad Bhakti Siddhānta Sarasvatī Goswāmī Prabhupāda—and his Personal Associates, we now find that fortunate souls the world over have become intoxicated with Śrī Gaura-Saṅkīrttana. In this way singing and singing the Glories of Śrī Gaurahari, floating and floating down the Ocean of Joy of the Hare Kṛṣṇa Mahāmantra taught by Him, they are progressing towards the Divine Abode of Transcendental Touchstone in their divine aspirations for Loving Service unto the Divine Couple Śrī Śrī Rādhā-Govinda, who are ever attended by the Loving Service of hundreds of thousands of Lakṣmis. This jewel of Holy Books, as the elixir of life of all such blessed souls, will fortify them more and more. With this faith we are attempting to bring this Book to light in the international English language. If I may quote Śrīla Prabhupāda's words, “অভক্ত প্রয়াস, দেখিয়া না হাস, ইহা গুরু-গৌর-দাস্য,

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজের মনোহরভৌষ়িপূরণকরে আমাদের এই বহু আকাঙ্ক্ষিত সেবাপ্রচেষ্টা অদ্য বাঞ্ছাকর্তৃতর বৈষ্ণবগণের কৃপায় ফলবর্তী হওয়ায় আমরা সকলেই পরমানন্দিত ।

বলা বাহ্য এই গ্রন্থরাজের ইংরাজী ভাষায় অনুবাদাদি কার্য্য যে কত কঠিন তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাঝেরই অনুভূতি-বেদ্য । কিন্তু আমাদের পরম-বাঙ্গব ও শ্রীল গুরুমহারাজের একান্ত মেহভাজন তথা শ্রীমত্তের পাঞ্চাত্যের ভারপ্রাপ্ত প্রচারকর্তব্য সর্বজনবেদ্য ত্রিদশিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি আনন্দ সাগর মহারাজের দিবারাত্রি অক্রিয় সেবা প্রচেষ্টায় তাহা সম্ভব হইয়াছে । এবং তিনি অনুবাদ কার্য্য মূলতঃ আমাদের পরমগুরদেব জগদ্গুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরন্বতী গোদ্বামী ঠাকুরের মাঝাজ গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠ মায়াপুর হইতে প্রকাশিত যথাক্রমে ইংরাজী ও বাংলা সংস্করণের সকৃতজ্ঞচিত্তে সাহায্য

গৌর-দাস্য ।” *abhakta prayāsa, dekhiyā nā hāsa, ihā guru-gaura-dāsyā*—“Don’t laugh to see this nondevotee’s attempt, for he’s trying to serve Guru and Mahāprabhu.” With the aim of fulfilling the heart’s desires of our Supremely Worshippable Śrīla Guru Mahārāj, today we are overjoyed because this greatly aspired-for service attempt has borne fruits by the mercy of the Vaiṣṇavas who are Transcendental wish-fulfilling trees incarnate.

Needless to say, the painstaking work of translation, etc., of this great Treatise can be appreciated by the learned. Still, our dear and close friend, to whom Śrīla Guru Mahārāj was so affectionate, and who has been given the responsibility of continuing and expanding our Śrī Math’s work in the Western countries, the well-known and qualified preacher Tridaṇḍi Swāmi Śrīpād Bhakti Ānanda Sāgar Mahārāj has, by his sincere serving efforts, day and night,

লইয়াছেন। শুধুমাত্র অনুবাদই নহে—তিনি ইহার প্রকাশনাদির সর্ববিষয় দায়িত্ব অঙ্গ ও তাহা যতদূর সম্ভব সুস্মর ও নির্ভুল করিয়া প্রকাশের যত্ত্বের ক্ষম্টি রাখেন নাই, তবুও আমাদের অজ্ঞাতসারে ষে ব্রহ্ম প্রমাণাদি ঘটিতেই পারে তাহা অদোষদর্লী সারগ্রাহী) বৈষ্ণবগণ ও শ্রদ্ধালু পাঠকগণেরও অজ্ঞাত নহে, কিন্তু তাহাদের স্বভাব ক্ষমাশীলতায় উদ্বার্যের অভাব কখনও হয় নাই—ইহাই আমাদের একমাত্র ভরসা। এখানে শ্রীল গুরুমহারাজের ভাষায় তাহাদের সকলেরই শ্রীচরণ-বস্ত্রনা করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

“গ্রহ্ণার্থং জড়ধীহন্দি ত্রিহং মহেৎসাহাদিসঞ্চারণে
বৈষ্ণবাত্ম সত্তাং সতীর্থসৃন্দৰং সংশোধনাদৈশ্চ বা ।
যেষাঙ্গাপ্যাধমে কৃপা ময়ি শুভা পাঠাদিভির্বিন্যথা
সর্বেব্যামহম্ত্ব পাদকমলং বন্মে পুনৰ্বৈপুনঃ ॥”

শ্রীচিত্তন্ত্র সারস্বত মঠ,
বর্ধমান, পুরী
১৩৩২ মিসেস (শ্ৰ.) ১৩/৭/১৯১

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
বিনীত—শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ

fulfilled the task. For the basis of the translation he has felt himself fortunate to have been able to consult our Grand-Gurudev Jagad-Guru Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī Goswāmī Ṭhākur's Madras Gauḍīya Maṭh and Māyāpur Śrī Chaitanya Maṭh's English and Bengali editions respectively. He not only rendered the translation, but he accepted the entire responsibility of bringing the publication to light, and he has spared no pains in bringing it out in a beautiful and faultless form. Still, our unsuspecting errors, omissions, etc., may occur, as the essence-drinking, liberal Vaiṣṇavas and the devoted readers are not unaware of, yet we have full confidence that they never suffer any dearth of benevolence in their natural

forbearance. In conclusion, in the words of Śrīla Guru Mahārāj I would beg to offer my obeisances unto the lotus feet of them all.

“ग्रन्थार्थी जडधीहृदि त्विह महोत्साहादिसञ्चारणे-
येषाञ्चात्र सतां सतीर्थसुहृदां संशोधनादैश्च वा ।
येषाञ्चात्यथमे कृपा मयि शुभा पाठादिभिर्वाच्यथा
सर्वेषामहमत्र पादकमलं बन्दे पुनर्वै पुनः ॥”

*granthārthaṁ jaḍa-dhī-hṛdi tv iha mahotsāhādi-saṅcīraṇair
yeṣāṁ cātra satāṁ satīrtha-suhṛdām saṁśodhanādyaiś vā
yeṣāṁ cāpy adhame kṛpā mayi śubhā pāṭhādibhir vānyathā
sarvveṣām aham atra pāda-kamalaṁ vande punar vai punah*

“Those dear Godbrothers and true devotees who by bringing out this Book have given much life to my poor heart, or who have assisted in its refinement, or who may read it, or who have in any other way bestowed or may in the future bestow their auspicious goodwill upon this humble soul—I now offer my humble obeisances unto the lotus feet of them all.”

Sri Chaitanya Saraswat Math,
Svargadvar, Puri, India.
Ratha-yātrā Day, 13th July, 1991

A humble servant
of the Lord's devotees,
Śrī Bhakti Sundar Govinda

শ্রীশ্রীগুরগৌরাজ্ঞী জয়তঃ ।

All Glory to the Divine Master
and the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa Chaitanya

Translator's Note

I offer my humble obeisances unto the lotus feet of my *Dikṣā-Guru* Om Viṣṇupād Śrī Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Mahārāj, unto the lotus feet of my *Param Śikṣā-Guru* Om Viṣṇupād Śrī Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj, and unto the lotus feet of my *Śikṣā-Guru* Om Viṣṇupād Śrī Śrīla Bhakti Sundar Govinda Mahārāj, Śrīla Śrīdhara Mahārāj's most beloved Intimate Servitor and Disciple, and his personally appointed Guardian-Servitor and President-Āchāryya for Śrī Chaitanya Sāraswat Math, Nabadwip, India, with its centres internationally.

By their Grace, and by the Grace of the unalloyed devotees in their line, I was given the service of rendering into English this Holy Book *Śrī Brahma-saṁhitā* from the Bengali translation and elaborate commentary of the Most Venerable Om Viṣṇupāda Śrī Śrīla Sachchidānanda Bhaktivinoda Ṭhākur [1838–1914], the great preacher of Unalloyed Devotion in this most exalted Divine Succession of Śrī Chaitanya Mahāprabhu. The work was first published in 1897, and also edited by our *Param Gurudev* Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī Goswāmī Ṭhākur. We are eternally indebted to those great Guides and Reformers who made spiritual history by illuminating the world by restating Śrīman Mahāprabhu's Teachings in their pure form in their vast literary contributions, their words and their

deeds. When will that day be mine when this lowly soul can render some service to the dust of their holy lotus feet?

The Divine Teachings of *Śrī Brahma-saṁhitā* can be at times intricate in their English rendering, especially for those who have had little or no previous acquaintance with the subject, so I have tried my utmost to portray the original concepts as simply and concisely as possible, inserting footnotes, etc., at relevant points to assist the readers.

I am ever indebted to all the kind devotees around the world for their valuable assistance and encouragement in consultation, editing and proofing. And I am bound by unceasing gratitude to my dear Godbrother *Śrī Ananta Kṛṣṇa Prabhu*, Director of Édisvíz Kiadó, Budapest, Hungary, who bore the entire cost of bringing out this most important publication.

Above all, *Śrīla Govinda Mahārāj*, by his Divine Affection and brilliant example of Divine Service to *Śrīla Guru Mahārāj*, is our eternal source of strength and inspiration. In offering this effort to the lotus hand of *Orh Viṣṇupād Śrīla Govinda Mahārāj*, I pray that His Divine Grace and the great souls of the *Guru-varga* and the pure devotees of the Lord may be satisfied, thus drawing the Grace of the Supreme Lord *Śrī Kṛṣṇa Chaitanya*.

*Śrī Chaitanya Saraswat Math,
Nabadwip, India.
Appearance of Śrī Śrī Baladev,
25th August, 1991*

A humble aspiring servant,
Swami B. A. Sagar



Offered to the Lotus Hand of
Sri Acharyyadev His Divine Grace
Sridha Bhakta Sundar Govinda
Dev-Govami Maharaj

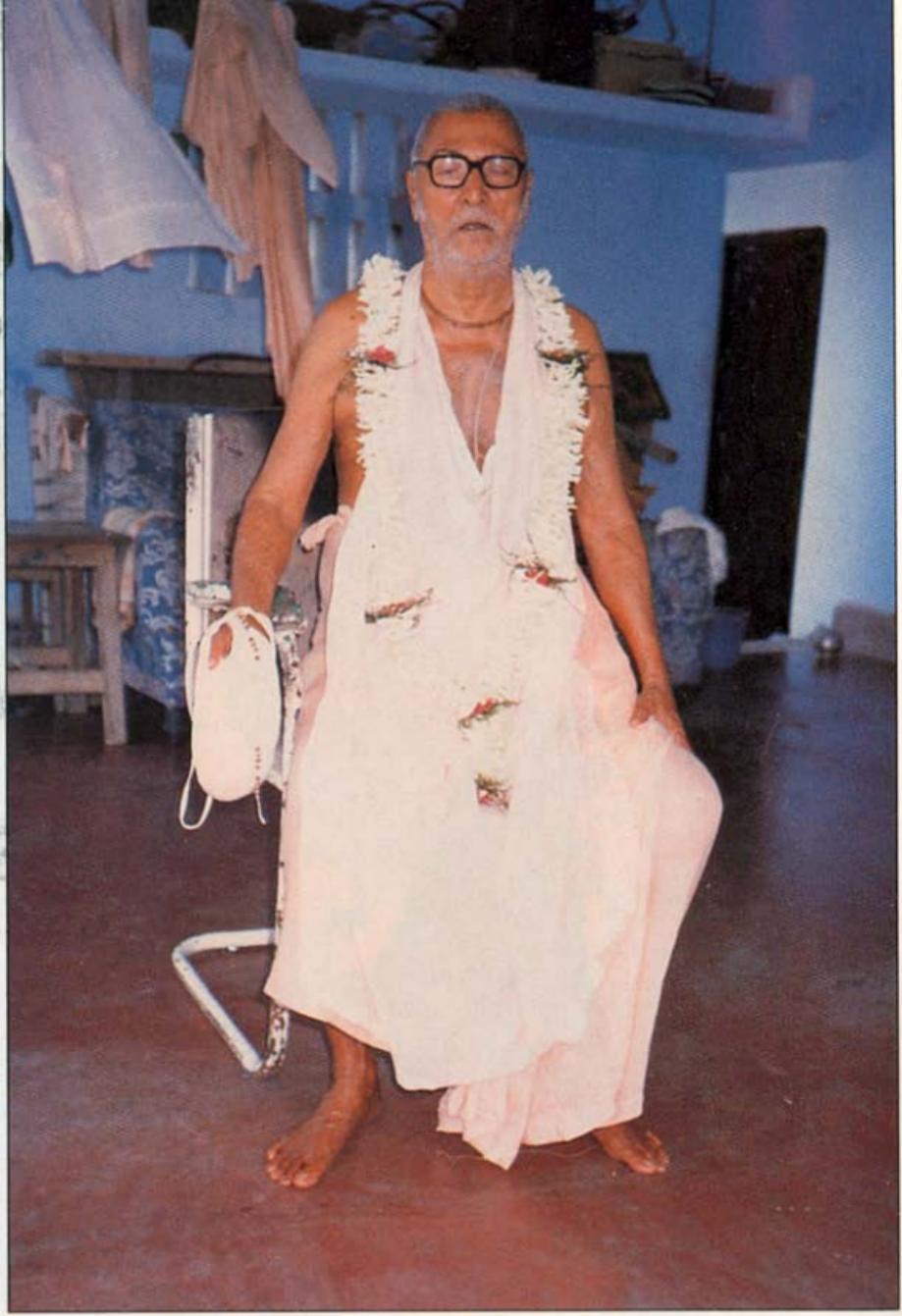
15th May, 1992
the Holy Appearance Day of
the Supreme Lord Sri Sri Nsimhadev

On the year-long Golden Jubilee Festival of
Nabadwip Sri Chaitanya Saraswat Math

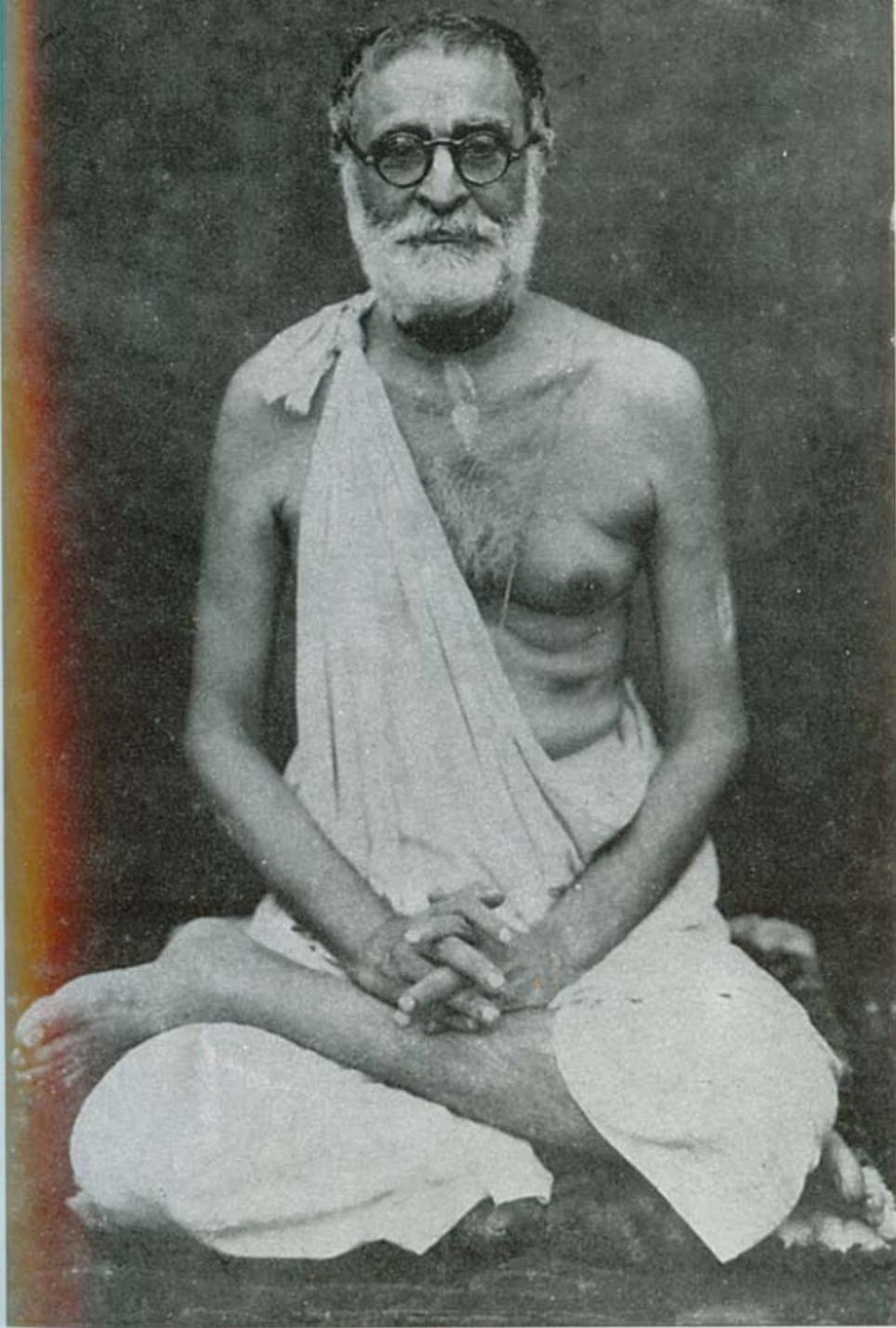
1991-1992



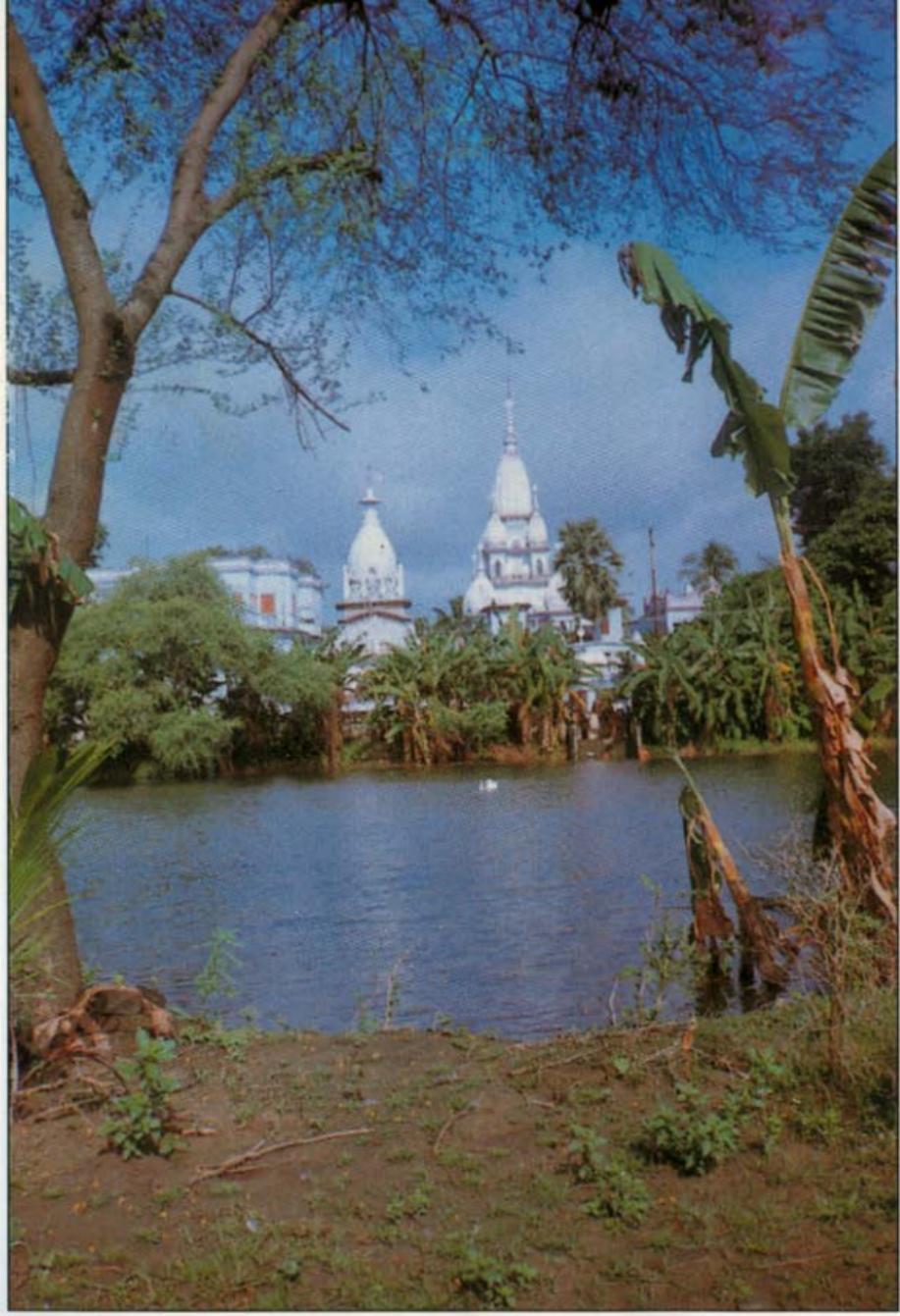
ॐ विष्णुपाद श्रीश्रील भक्ति सुन्दर गोविन्द देवगोस्वामी महाराज
Om Viṣṇupād Śrī Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
Om Viṣṇupād Śrī Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ
Om Viṣṇupād Śrī Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī Goswāmī Prabhupāda



নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
Nabadwip Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭha

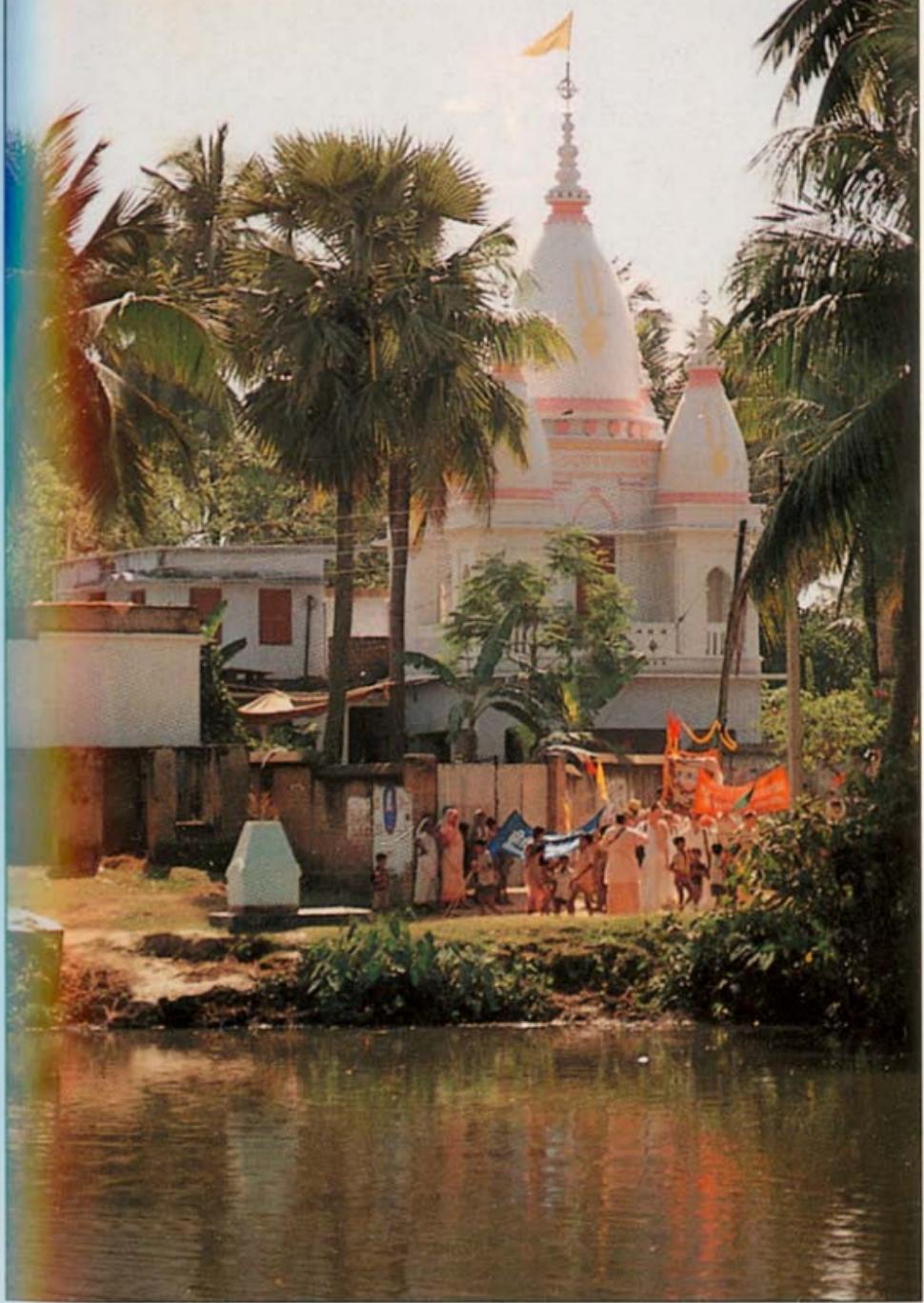


শ্রীশ্রীগু-গৌরাঙ-গান্ধর্বা-গোবিন্দসুন্দরজীউ
Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga-Gāndharvvā-Govindasundarjīu

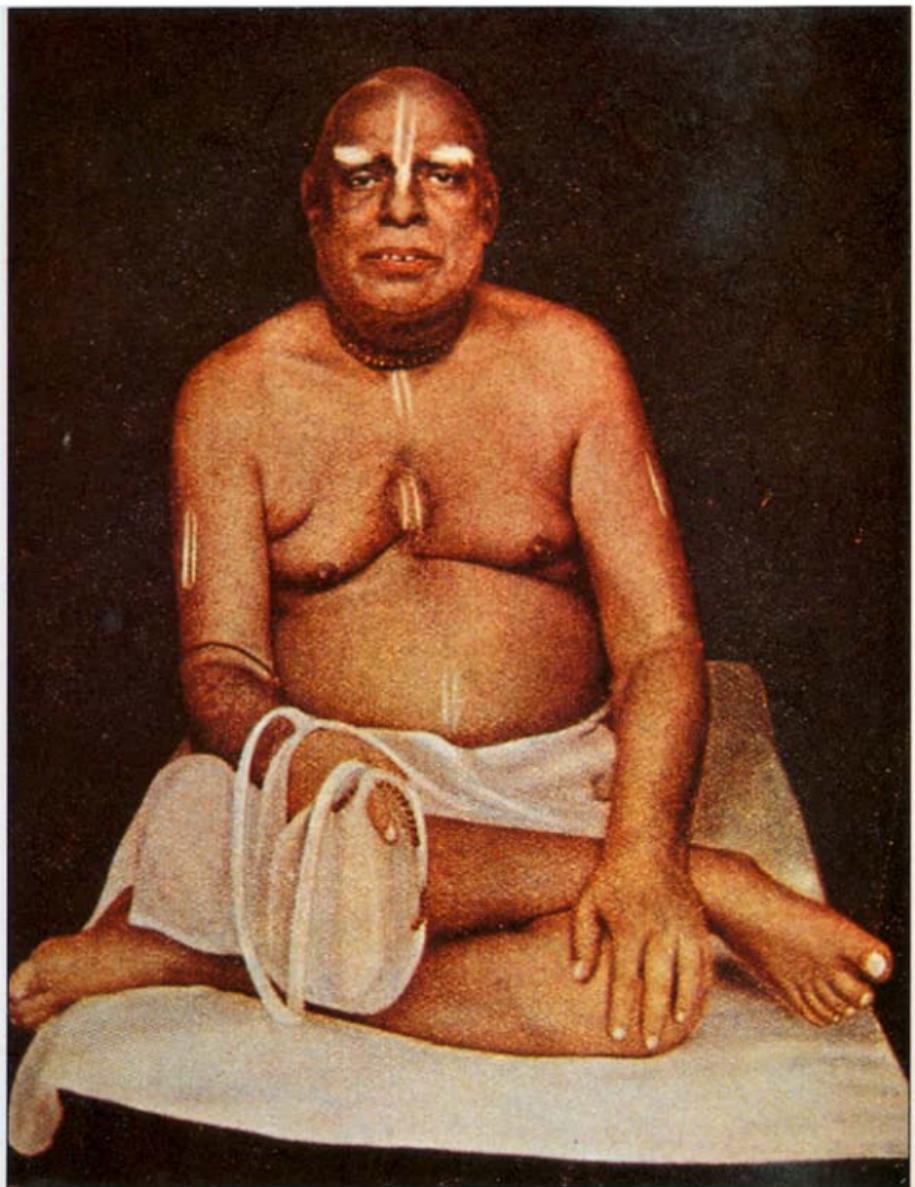


শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ

Syāmasundar Kṛṣṇa



হাপানিয়া শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
Hāpāniyā Śrī Chaitanya Sāraswat Āshram



বৰ্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তধারার পুনঃ-প্রবর্তক
ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুৰ

The Great Pioneer of Pure Devotion in the present age
Om Viṣṇupād Śrī Śrīla Sachchidānanda Bhaktivinoda Ṭhākura

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাজ্ঞী জয়তঃ

All Glory to Śrī Śrī Guru and Gaurāṅga

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

শ্রীশ্রীবৃন্দসংহিতা-প্রকাশনী- বিবৃতি ও অনুবাদ

[ঘৰিয়া]

Śrī Śrī Brahma-saṁhitā Prakāśinī

Illumination

Om Viṣṇupād Śrīla Sachcidānanda Bhaktivinoda Ṭhākur
[His preface to his Bengali translation and commentary]

Lord Brahmā meticulously collected (compiled) this Gem, *Śrī Brahma-saṁhitā*, which is a vast mine of Perfect Conclusions or *siddhānta*; thus did Brahmā sing the unending Glories of Śrī Kṛṣṇa. These Holy Prayers are entered into the fifth chapter of the Book. They are the Supreme Wealth of humanity. On His travels throughout South India, Śrī Gaurāṅga, the ocean of Grace and supreme

‘ভক্তি-বলে থাহাদের ‘প্রাকৃত’ ও ‘অপ্রাকৃত’ ভেদ করিবার শক্তি জনিয়াছে, তাহারই মাত্র এই ‘প্রাকশিমী’ সোজীয়-ভাষা-বিষণ্ডির অধিকারী।

friend of the souls blinded in the darkness of this age of Kali, retrieved this Divine Treasure of *Brahma-samhitā* just to deliver the souls surrendered unto Him. The Sanskrit commentary of this work flowed from the pen of Śrī Jīva Goswāmī Prabhu, who is acclaimed by the pious intelligentsia as the greatest philosopher the world has ever known. His commentary was evolved through deep study of the monumental archives of the established Vedic Scriptures. In his benevolence, the venerable Śrī Jīva gave this gift to the *Gaudiya Vaiṣṇavas*.

Once my Divine Master, Śrī Bipin Bihārī Prabhu, instructed me to write, expanding on that commentary of Śrī Jīva Goswāmī Prabhu. So it is with a joyful heart that this humble servitor has presented a few words herein. If the devotees reflect on these writings with the pure theistic

intellect of distinguishing mundanity from transcendence,* the heart's desire of this servitor will be fulfilled, because Pure Devotion will be preached in the world.

O Śrī Rūpa, Śrī Jīva, Śrī Sanātana—thy Grace is like an ocean; you are life and soul for the devotees. The purport of the commentary is deep and unfathomable like the ocean, at the edge of which I stand benumbed. You must graciously ordain that the Divine Potency enter my words.

Bringing to bloom with great care the beautiful flower-buds which are the words of Śrī Jīva, and offering my prostrate obeisances unto the Divine Master and the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇachandra, I shall know myself to be blessed when I can offer these flowers to the hand of the pure devotee. Such is my heart's aspiration.

*Those who, by the potency of *Bhakti*, have attained the strength to differentiate between the transcendent and the mundane are alone qualified to enter into the mysteries of this *Prakasini Gaudiya* Commentary.

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ जयतः
All Glory to Śrī Śrī Guru and Gaurāṅga

श्रीश्रीब्रह्मसंहिता *Śrī Śrī Brahma-saṁhitā*

Quintessence of Reality the Beautiful

Verse 1

ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः ।
अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारणकारणम् ॥ १ ॥

*iśvarah paramah kṛṣṇah saccidānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ sarvva-kāraṇa-kāraṇam [1]*

ब्रह्मसंहिता-प्रकाशिनी

অনুবাদ । সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দ কৃষ্ণই পরমেশ্বর । তিনি—অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ ॥ ১ ॥

তাংপর্য । শ্রীয় নিত্যনাম, নিত্যজ্ঞপ, নিত্যঙ্গ ও নিত্যলীলাবিশিষ্ট এক শ্রীকৃষ্ণই সর্বেৰাপৰি বিৱাজমান পৰমতত্ত্ব । ‘কৃষ্ণ’-নামটিই তাহাৰ প্ৰেমাকৰ্ষণ-

Illumination

Translation: The Supreme Lord, the Embodiment of Truth, Consciousness and Joy, is Govinda Kṛṣṇa. He is beginningless, the Origin of all that be, and the Cause of all causes. [1]

Purport: With His Personal Eternal Name, Eternal Form,

লক্ষণ পরমসন্তা-বাচক নিত্য নাম। সংচিদানন্দঘন বিভূজ শ্যামসুন্দর মুরলীধর
বিশ্রহই তাহার স্বীয় নিত্য রূপ। স্বীয় অচিন্ত্য-চিচ্ছিতি-বলে বিভূত-সন্দেশ
মধ্যমাকারে সমস্ত (বস্ত্র) আকর্ষক চর্যৎকারী চিন্ময়গুণ-করণাদি-বিশিষ্ট পরম-
পূরুষত্ব সেই নিত্যরূপে সর্ব-সামঞ্জস্যের সহিতই বিলক্ষিত। সৎ, চিৎ ও
আনন্দ ঘনীভূত হইয়া তাহাতেই শোভমান। সেই স্বরূপের জগৎপ্রকাশ-
গত অংশই ‘পরমাত্মা’, ‘ঈশ্বর’ বা বিষ্ণু। সুতরাং কৃষ্ণই একমাত্র পরমেষ্ঠ।

Eternal Qualities and Eternal Pastimes, Kṛṣṇa alone shines resplendent above all other entities as the Supreme. The Name ‘Kṛṣṇa’ is His Eternal Name that proclaims Him to be the Supreme Existence by His characteristic of attracting the Love of all beings. His Form of concentrated Truth (*sat*), Consciousness (*cit*) and Joy (*ānanda*), of two-armed humanlike feature and charming heavenly dark blue (*Syāmasundar*) hue, holding the flute (*Muralidhar*), is His Personal Eternal Character.

By the Power of His own inconceivable Potency, despite His Almighty Majestic Nature, in His charming medium-sized Form He attracts all that be; in that Eternal Form, His Nature as the Autocrat possessing miraculous Transcendental Qualities, Senses, etc., is unique with all-embracing harmony. Truth, Immortal Consciousness and Divine Ecstasy have their full glory in Him, with absolute concentrated intensity.

Paramātman the Omnipresent Supersoul, the Almighty God or *Isvara*—Viṣṇu the Preserver—is but the Portion of His Intrinsic Self, manifest within the mundane world. Therefore Kṛṣṇa is the one and only Supreme Godhead or

অনন্ত চিন্ময় করণ ও গুণগাণ পৃথক পৃথক হইয়াও তাহার অবিচিন্ত্যশক্তিক্রমে যথাযথ বিন্যস্ত হইয়া এক পরম-শোভাময় অধিতীয় চিদিগ্রহজ্ঞপে নিতা উদিত। সেই শ্রীবিগ্রহই কৃষ্ণের আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই সেই বিগ্রহ। ঘনীভূত-সচিদানন্দ-তত্ত্বই শ্রীবিগ্রহ। সুতরাং শিথিল-সচিদানন্দ-তত্ত্বজ্ঞপ নির্বিশেষ নিরাকর ভক্ত—সেই ঘনীভূত-তত্ত্বেরই—অঙ্গপ্রভা-মাত্র। সচিদানন্দ-ঘনীভূত কৃষ্ণবিগ্রহই স্বয়ংক্রপে অনন্তি এবং ভক্ত ও পরমাত্মার আদি। জীলা-সম্মুণ-লক্ষ্মিত গোপতি, গোপপতি, গোপীপতি, গোকুলপতি ও গোলোকপতি শ্রী-সেবিত সেই কৃষ্ণই গোবিন্দ। তিনিই পুরুষ-প্রকৃতিরাপ সর্বকারণের কারণ।

Parameśvara (iśvarah paramah krṣṇah). Although His Infinite Transcendental Senses and Qualities are all clearly distinct from one another, by His inconceivable Potency they are perfectly situated, eternally appearing in the one absolutely charming, unrivalled Transcendental Form. That Divine Form is the Self of Kṛṣṇa, and the Self of Kṛṣṇa is that Divine Form. His Divine Form is the Entity of Absolute Concentrated Intensity of Being, Cognizance and Ecstasy; and so the attributeless, formless Spirit or *Brahman*, the unconcentrated principle of being, cognizance and bliss, is merely the Bodily effulgence of that Entity of Absolute Concentrated Intensity.

The Divine Intrinsic Form of Kṛṣṇa is in itself without origin, and it is the Origin of *Brahman* and *Paramātman*. That Selfsame Kṛṣṇa, who is served by Śrī, the Original Goddess of Fortune, is Govinda—who may be viewed according to His Pastimes as *Gopati*, the Lord of the cows; *Gopapati*, the Lord of the cowherds; *Gopipati*, the Lord of the cowherd damsels; *Gokulapati*, the Lord of the Divine

তদংশ পরমাত্মপুরুষাবতারের ঈক্ষণভারা প্রেরিত হইয়া তাহার অপরা প্রকৃতি
জড়জগৎ প্রসব করেন। সেই পরমাত্মার তটশৃঙ্খলি-প্রকটিত কিরণসমূহই
অনন্ত জীব। এই অস্ত—সেই কৃষ্ণের প্রতিপাদক, সূতরাং তত্ত্বামোচারণই এই
গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ ॥১॥

Village on Earth where cows flourish; and *Golokapati*, the Lord of the Divine Abode of cows. As both Predominator and Predominated, He is the Cause of all causes: incited by the glance of His Fractional Predominative Descent (*Puruṣāvatarā*) Form of *Paramātman*, His predominated inferior potency creates the material world. The unlimited individual souls or *jīvas* are the manifest marginal potency rays of effulgence emanating from that *Paramātman*.

This Holy Book establishes the supremacy of Lord Kṛṣṇa, and thus the auspicious invocation to the Book is accomplished by chanting His Name. [1]

सहस्रपत्र-कमलं गोकुलाख्यं महत्पदम्।
तत्कर्णिकार-तद्वाम तदनन्तांशसम्भवम्॥ २ ॥

*sahasra-patra-kamalam gokulākhyam mahat-padam
tat-karṇikāra-tad-dhāma tad-anantāṁśa-sambhavam [2]*

অনুবাদ । (চিহ্নিসময় শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-পীঠক্রাপ অপ্রাকৃত গোকুলধাম বর্ণিত হইতেছেন ।) সর্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণধামই গোকুল; তাহা—অনন্তের অংশব্রাহ্মণ নিত্যপ্রকটিত । সেই গোকুল—চিন্ময় সহস্রপত্রবিশিষ্ট কমলবিশেষ; তন্মধ্যে কর্ণিকারই শ্রীকৃষ্ণের শীয় আবাসস্থান ॥২॥

তাৎপর্য । গোলোকক্রাপ গোকুল সৃজ্য বা প্রাকৃত নয় । আনন্দ-ধৰ্মই কৃষ্ণের শৈবী শক্তি, এবং কৃষ্ণের বিলাস-ভাবময় বলদেবই সেই শক্তির আধার । বলদেবস্থরাপের আনন্দভাব—বিবিধ, অর্ধাং চিদানন্দ ও জড়ানন্দ । এক-পাদক্রাপ জড়ানন্দ-বিভূতি স্থানবিশেষে বিচারিত হইবে । চিদানন্দই ভগবানের

Translation: (In this verse, the Transcendental Abode [*Dhāma*] of Gokula, the Seat of the Pastimes of Divinely playful Śrī Kṛṣṇa is being described.) The Superexcellent Abode of Kṛṣṇa is Gokula; it is eternally manifest through a Portion of the Infinite (Ananta). This Abode takes the shape of a unique Divine Lotus Flower possessing thousands of petals, the core of which is Kṛṣṇa's own home. [2]

Purport: Gokula, which is identical with Goloka, is not created or mundane. Kṛṣṇa's Infinite Potency is ever-expanding, and Kṛṣṇa's Divine Alter Ego, Baladeva, is the reservoir of that Potency. The Infinite Aspect of the Transcendental Entity of Baladeva is twofold, encompassing both Transcendence and mundanity. One quadrant of the Lord's majesty is mundane infinity (*ekapāda-vibhūti*), and that will

অশোক, অমৃত ও অভয়ারূপ ত্রিপাদ-বিভূতি এবং জ্যোতিশ্চয়, অর্থাৎ চিন্ময়ী বিভূতি । সেই বিভূতিই স্বরূপ-মহেশ্বর্যাভাব-প্রকটরূপ মহাবৈকুণ্ঠ বা পরব্যোমধাম,—যাহা জড়া প্রকৃতির অগোচরে বিরাজার প্রারম্ভমিতে নিত্য ব্ৰহ্মজ্ঞেযাতি-পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজমান । তদৃষ্টিদেশে সেই চিদানন্দ-বিভূতিই পৰমমাধুর্যময় গোকুল বা গোলোকধামরূপ জ্যোতিশ্বিভাগক্রমে অত্যন্ত-রমণীয়ভাবে নিত্য প্রকটিত । ইহাকেই কেহ কেহ মহানারায়ণ বা মূলনারায়ণ-ধাম বলেন । সুতৰাং গোলোকরূপ গোকুলই সর্বোৎকৃষ্ট ধাম । সেই একধামই উর্কাধো-বিরাজমানতা-ভেদে গোলোক ও গোকুলরূপে দেদীপ্যমান । সর্বশান্তি-মীমাংসা-

be discussed in the appropriate place. The Transcendent Infinity is the Lord's triquadrantal Majesty (*tripāda-vibhūti*), or the place of no lamentation, death or apprehension; and that Domain is by nature effulgent in the sense that it is the Transcendental Kingdom. That Kingdom is the manifest Majesty of the Almighty, the Great *Vaikuṇṭha* or the Unlimited Transcendental Spiritual World, *Paravyoma*.

Beyond the purview of material nature, on the far shore of the River of Passivity, *Virajā*, that Domain presides in all its Glory, eternally surrounded by the spiritual effulgence of *Brahman*. The upper region of that Infinite Divine Majesty is the Abode of absolute sweetness and charm—Gokula or Goloka, which is the Ultimate Portion of the splendour of the Spiritual World eternally manifest in its beauty to the extreme. This is referred to by some authorities as the Abode of *Mahā-Nārāyaṇa*, the Great *Nārāyaṇa*, or *Mūla-Nārāyaṇa*, the Original *Nārāyaṇa*. Thus Gokula, identical with Goloka, is the Superexcellent Abode. That one Holy Abode is resplendent as Goloka and Gokula

କୃପ ଶ୍ରୀବୃହନ୍ତାଗବତାମ୍ବତେ ଶ୍ରୀମଂ ସନାତନ-ଗୋଷ୍ଠାମୀ ବଲିଯାଛେ, —“ଯଥା କ୍ରୀଡ଼ିତି
ତଦ୍ଭୂମୀ ଗୋଲୋକେହପି ତଥୈବ ସଃ । ଅଧିର୍ଦ୍ଧତ୍ୟା ଭେଦୋହନ୍ୟୋଃ କରୁତେ
କେବଳମ् ॥” ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରପଞ୍ଚରୁତି ଗୋକୁଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେତାପ ଜ୍ରୀଡ଼ା କରେନ, ଗୋଲୋକେଷୁ
ସେଇରାପ । ଗୋଲୋକ ଓ ଗୋକୁଳେ କିଛୁ ଭେଦ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହିମାତ୍ର ଯେ, ସର୍ବବୋକ୍ତେ
ଯାହା ଗୋଲୋକରାପେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହାଇ ପ୍ରପଞ୍ଚେ ଗୋକୁଳରାପେ କୃଷ୍ଣଲିଲା-ଦ୍ୱାନ ।
ଷ୍ଟୋତ୍ରମର୍ତ୍ତର ନିର୍ଘଟେତେ ଶ୍ରୀଜୀବ-ଗୋଷ୍ଠାମୀ ଲିଖିଯାଛେ,—“ଗୋଲୋକନିରୂପଣঃ;
ବୃନ୍ଦାବନାଦୀନାଂ ନିତ୍ୟକୃଷ୍ଣଧାମତ୍ୱঃ; ଗୋଲୋକ-ବୃନ୍ଦାବନଯୋରେକହଞ୍ଚ ।” ଗୋଲୋକ ଓ
ଗୋକୁଳ ଅଭିନ୍ନ ହିଁଯାଓ କିନ୍ତୁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟଶକ୍ତିବଳେ ଗୋଲୋକ—ଚିରଗତେର

according to their different locations, upper and lower respectively.

Śrīmat Sanātana Goswāmī has stated in his *Śrī Brhad-Bhāgavatāmṛtam*, which embodies the essence of all Holy Scriptures: *yathā krīdati tad bhūmau goloke 'pi tathaiva saḥ adha-ūrddhvayatā bhedo 'nayoḥ kalpate kevalam*. The meaning is that in Gokula, which is manifest in this material world, Kṛṣṇa sports in His Divine Pastimes in exactly the same way as He does in Goloka. There is no difference between Goloka and Gokula except that Goloka is situated at the topmost region of the Spiritual Plane, and that self-same place of Kṛṣṇa's Pastimes is manifest as Gokula in this world.

Śrī Jīva Goswāmī has also elucidated in his *Sat-sandarbha*, ଗୋଲୋକନିରୂପଣ; ବୃନ୍ଦାବନାଦୀନାଂ ନିତ୍ୟକୃଷ୍ଣଧାମତ୍ୱ; ଗୋଲୋକବୃନ୍ଦାବନଯୋରେକତଵ୍ୟ । *goloka-nirūpanāṁ; vrndāvanādīnāṁ nitya-kṛṣṇa-dhāma-tvāṁ; goloka-vrndāvanayor ekaṭvā ca*: Although Goloka and Gokula are identical, by dint of Kṛṣṇa's inconceivable

সর্বোচ্চ ভূমিস্বরূপ, এবং মথুরামণ্ডলস্থ গোকুল—জড়মায়াপ্রসূত একপাদ-বিভূতিরূপ প্রাপক্ষিক-জগতে বিদ্যমান। চিন্তাম কিরাপে ত্রিপাদবিভূতিময় হইয়াও নিকৃষ্ট একপাদবিভূতিরূপ জড়জগতে অবস্থিতি লাভ করেন, তাহা—জীবের ক্ষুদ্র চিন্তা ও বুদ্ধির অতীত এবং কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভা-পরিচায়ক। গোকুল—চিন্ময়ধারা; সুতরাং তিনি প্রপঞ্চেদিত হইয়াও কোন প্রকারেই জড়দেশকালাদিষ্টারা কৃষ্টিত হন না, পরম-বৈকৃষ্টতত্ত্বকাপে অবিকৃষ্টাবস্থায় বিরাজমান। কিন্তু প্রপঞ্চ-বক্ত জীবগণের জড়ধর্ষণাবেশ-নিবন্ধন গোকুলসম্বন্ধেও জড়ীয়-ভাব তাহাদের মায়িক ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির গোচরীভূত হইয়া পড়ে। যেষ যেৱাপ দ্রষ্টার চক্ষুকে আচ্ছাদন করে, সূর্যকে আচ্ছাদন

Potency Goloka is the topmost plane of the Transcendental World while Gokula, situated in Mathurā-mandala or Mathurā province, is revealed within the insignificant quadrant of the Lord's majesty that issues forth from His deluding Māyā potency as the mundane world. It lies beyond the faculty of the *jīva*'s puny intellect to conceive how the Divine Abode, despite being the vast triquadrantal Majesty of God, comes to be accommodated in the nether-regions of the quadrant of the mundane majesty; and it is demonstrative of the greatness of Kṛṣṇa's inconceivable Potency.

The Entity of Gokula is the Divine Abode, immeasurable and unlimited in any way by material time, space or circumstances despite being manifest in the material world; Gokula remains self-effulgent, ever unrestricted as Supreme Unlimited Reality (*Parama-Vaikunṭha-tattva*). Yet the conditioned souls, due to their absorption in materialism, cannot resist dragging even Gokula to the level of their mundane senses and intellect. Through their individual

করে না, তথাপি মেঘাঞ্জাদিত জড়-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি সূর্যকেই মেঘাঞ্জাদিত মনে করে, সেইরূপ বজ্জীবগণ নিজ নিজ মায়িক-দোষাঞ্জাদিত ইত্তিয় ও বৃক্ষের দ্বারা গোকুল-সম্বন্ধেও মায়িকতা প্রত্যয় করে। বহুভাগ্যক্রমে যাহার মায়িক-ধৰ্মসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে, তিনিই গোকুলে গোলোক ও গোলোকে গোকুল দর্শন করেন। অতিরিসনরূপ আশ্চারামতা-জনক জ্ঞান কখনও শিথিল-সচিদানন্দ-‘চিন্মাত্র-ব্রহ্মের উপরিচর বৈকৃষ্ণতত্ত্ব দেখিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং জ্ঞান-চেষ্টাদ্বারা গোলোক বা গোকুল-দর্শনের সম্ভাবনা নাই; কেননা, জ্ঞানচেষ্টাকারিগণ স্মীয় সূক্ষ্ম-দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়াই তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, পরান্ত অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন কৃষের কৃপার অনুসন্ধান করেন না। গোলোক-বৃক্ষাবন-প্রাণ্তি-বিষয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান-চেষ্টা নিরবর্ধক। কর্মাসরূপ

defective senses and intelligence they see even the Divine Abode of Gokula in a mundane way, just as the shortsighted observer considers that the sun is covered by a cloud when in fact it is only his eyes that are covered.

Only one who by great fortune has had his relationship with mundanity completely dissipated can see Goloka in Gokula and Gokula in Goloka. The enlightenment (*jñāna*) attained from the bliss-consciousness of the soul, through its own assiduous discernment of non-reality from reality, has never been known to catch a glimpse of the area of *Vaikunṭha*. That realm is situated above the unconcentrated truth, consciousness and bliss of the elementary *Brahman* or nondifferentiative Absolute; thus, there is no chance of having a divine vision of Goloka or Gokula by such *jñāna* or self-exertive attempts at enlightenment. This is so because the cultivators of *jñāna*, the liberationists, search for the reality while wholly depending upon their own

যোগ-চেষ্টাও তদ্বপুর কৃপা-যোগ্য হয় না; কাজে কাজেই 'কৈবল্য' ভেদ করিয়া তদ্বপুরিচর চিদিলাসের অনুসঙ্গান করিতে পারে না। যাহারা শুন্ধ-ভক্তি অবলম্বন করেন, তাহারাই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণের কৃপা জান্ত করেন। কৃষ্ণকৃপাকৃষ্ণেই মায়িক-ধর্ম-সম্বন্ধ দূরীভূত হয় এবং গোকুল-দর্শনের ভাগ্যোদয় হয়। তথ্যধো ভক্তিসিদ্ধি দুইপ্রকার অর্থাৎ স্঵রূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি; স্বরূপসিদ্ধির সময়ে গোকুলে গোলোকদর্শন, এবং বস্তুসিদ্ধির সময়ে গোলোকে গোকুল-দর্শন হয়,—এই এক রহস্য। প্রেমলাভই স্বরূপসিদ্ধি; পরে কৃষ্ণের

finer perceptions, but they ignore the quest for the Grace of Kṛṣṇa, who is full of inconceivable Potencies. Hence the liberationists' attempt for monistic self-realization is futile in the matter of reaching Goloka-Vṛndāvana.

As a limb of the exploitative or *karmma* attempt, the meditational or *yoga* attempt is similarly impotent in drawing the Lord's Grace; therefore it cannot have any success in the quest for the Plane of Transcendental Dynamism beyond the 'oneness' of *Brahman*. Only those who adopt Pure Devotion or *Suddha-Bhakti* can attain the Grace of Kṛṣṇa, the Lord of inconceivable Potencies; and only by Kṛṣṇa's Grace is one's relativity with the mundane illusory nature dispelled and the fortune of seeing Gokula born.

In this regard there are two basic types of perfection in Devotion or *Bhakti-siddhis*, namely, perfection of one's intrinsic divine self during his sojourn in this world or *svarūpa-siddhi*, and perfection upon departure from the mortal world or *vastu-siddhi*. In *svarūpa-siddhi*, Gokula is seen in Gokula, and in *vastu-siddhi* Gokula is seen in Goloka—this is a profound mystery.

ଇତ୍ସାକ୍ରମେ ବନ୍ଦଜୀବେର ସୁଲ ଓ ଲିଙ୍ଗ, ଉଭୟବିଧ ମାଯିକ ଆବରଣ ଦୂର ହିଲେ
ବନ୍ତସିଦ୍ଧି ଘଟେ । ଯାହା ହିତକ, ଭଜିସିଦ୍ଧି ନା ହେୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାରାତ୍ ଗୋଲୋକ
ହିତେ ଗୋକୁଳକେ ପୃଥଗ୍ରାମେ ଦେଖା ଯାଏ । ଅନେକବୈଚିତ୍ର୍ୟ-ରାପ ସହସ୍ର-ସହସ୍ର-ପତ୍ର-
ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରିଶେଷେର ପୀଠସ୍ଵରୂପ ଗୋକୁଳାଇ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟଧାର ॥୨॥

With the attainment of *Prema* or Divine Love, *svarūpa-siddhi* is attained; after that, *vastu-siddhi* occurs when both the gross and subtle illusory coverings of the conditioned soul are removed by Kṛṣṇa's sweet will. In any case, until one attains perfection in Devotion or *Bhakti-siddhi*, he will see Gokula as separate from his conception of Goloka.

With myriads of petals, the unique Transcendental Seat of unending marvels is Gokula, the Eternal Divine Abode of Kṛṣṇa. [2]

कर्णिकारं महद्यन्तं षट्कोणं वज्रकीलकम्।
 षड्ज-षट्पदी-स्थानं प्रकृत्या पुरुषेण च ॥
 प्रेमानन्द-महानन्द-रसेनावस्थितं हि यत्।
 ज्योतीरूपेण मनुना कामबीजेन सङ्गतम् ॥ ३ ॥

*karnikārām mahad-yantram ṣaṭ-koṇaṁ vajra-kīlakam
 ṣadaṅga-ṣaṭpadī-sthānam prakṛtyā puruṣena ca
 premānanda-mahānanda-rasenāvasthitarḥ hi yat
 jyotirūpeṇa manunā kāma-bijena saṅgatam [3]*

अनुवाद । सेइ चिन्मय कमलेर मध्यभागहि कर्णिकार अर्थात् कृष्णेर आवास-स्थान । ताहा—प्रकृति-पूरुषाधिकृति ओ षट्कोणमय यन्त्रविशेष । हीरकेर न्याय उज्ज्वल चिन्मयक्षिमण्ड कृष्णतङ्ग—कीलकरापे मध्ये संस्थित । अष्टादशाक्षरमय महामन्त्र—छया-अঙ्गे छया-भागे स्थित हइया षड्ज-षट्पदी-स्थानरापे ब्यक्त ॥३॥

तात्पर्य । कृष्णलीला—प्रकट ओ अप्रकट-ভেদে द्विविध । साधारण-मानवের नयनगोचर ये बृद्धावनलीला, ताहाइ प्रकट-कृष्णलीला, एবং যাহা চর্চাকে

Translation: The centre of the Divine Lotus is the core—Kṛṣṇa's Residence. It is presided over by the Predominated and Predominating Moiety. It is mapped as a hexagonal Mystic Symbol. Like a diamond, the Effulgent Supreme Entity of Kṛṣṇa, the Fountainhead of all Divine Potencies, presides as the Central Pivot. The Great *Mantra* of eighteen syllables, which is formed of six integral parts, is manifest as a hexagonal Place with sixfold divisions. [3]

Purport: Kṛṣṇa's *Lilā* or Pastimes are of two basic types, either manifest or unmanifest. The Pastimes of Vṛndāvana that may be revealed to the vision of humans is manifest *Kṛṣṇa-lilā*, whereas that which remains invisible to the eye

লক্ষিত হয় না, সেই কৃষ্ণলীলাই অপ্রকট । গোলোকে অপ্রকট-লীলা সর্ববিদ্যা প্রকট, এবং গোকুলে অপ্রকটলীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে প্রাপঞ্চিক-চক্ষে প্রকট হন । কৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীর বলিয়াছেন,—“অপ্রকট-লীলাতঃ প্রসূতিঃ প্রকট-লীলায়ামভিব্যক্তিঃ ।” অর্থাৎ অপ্রকট-লীলার অভিব্যক্তিই প্রকটলীলা । কৃষ্ণ-সন্দর্ভে আরও বলিয়াছেন,—“শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রকাশবিশেষো গোলোকত্বম্; তত্ত্ব প্রাপঞ্চিকলোকপ্রকটলীলাবকাশজ্ঞেনাবভাসমানং প্রকাশো গোলোক ইতি সমর্থনীয়ম্ ।” অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক লোকে প্রকট-লীলা হইতে যে অবকাশ, তাহাতে যে লীলার অপ্রকটভাবে অবভাস হয়, তাহাই ‘গোলোক’-লীলা; সুতরাং শ্রীরামের ভাগবতামৃতবচনই এই কথার সমাধান,—“যত্তু গোলোক-নাম

is unmanifest *Kṛṣṇa-līlā*. In Goloka, the unmanifest *Līlā* is ever manifest, and in Gokula the manifest *Līlā* is manifest to the worldly eye when *Kṛṣṇa* wills it.

Śrīla Jīva Goswāmī has stated in his *Kṛṣṇa-sandarbha*, অপ্রকটলীলাতঃ প্রসূতিঃ প্রকটলীলায়ামভিব্যক্তিঃ । *aprakāṭa-līlātah prasūtiḥ prakaṭa-līlāyām abhivyaktih*: “Manifest *Līlā* is the revelation of unmanifest *Līlā*.” It is also further said in *Kṛṣṇa-sandarbha*, শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রকাশবিশেষো গোলোকত্বম্; তত্ত্ব প্রাপঞ্চিকলোকপ্রকটলীলাবকাশবেনাবভাসমানং প্রকাশো গোলোক ইতি সমর্থনীয়ম্। *śrī-vṛndāvanasya prakāśa-višeṣo golokatvam; tatra prāpañcika-loka-prakaṭa-līlāvakāśatvenāvabhāsamānāṁ prakāśo goloka iti samarthanīyam*. The meaning is that any ‘interval’ which is found in *Kṛṣṇa*’s manifest *Līlā* in the illusory world is filled by those Pastimes that have their subtle presence in the background in an unmanifest way; they are the Pastimes of Goloka or *Goloka-līlā*.

So all these points are harmonized by Śrīla Rūpa Goswāmī in his *Laghu-Bhāgavatāmr̄tam*: যত্তু গোলোকনাম

স্যান্তক গোকুলবৈভবম; তাদার্থবৈভবত্তৎ তস্য তন্মহিমোন্নতেः ॥” অর্থাৎ গোকুলের তাদার্থবৈভবই তাহার মহিমার উন্নতি। অতএব গোলোক—গোকুলের বৈভব-মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অধিল-লীলা গোকুলে অগ্রকট হইলেও গোলোকধামে নিত্য-প্রকট। সেই গোকুলের বৈভবরূপ গোলোকে বজ্রজীব-সমঙ্গে অপ্রকট-লীলার যে প্রকটতা, তাহাই আবার দুইপ্রকার, অর্থাৎ মঞ্জো-পাসনাময়ী এবং দ্বারসিকী। শ্রীজীব বলিয়াছেন যে, তত্ত্বদেকত্তর স্থানাদি—নিয়ত ছিত্রিক ও তত্ত্বস্তুধ্যানময়। একটিমাত্র লীলার উপর্যুক্ত-স্থানেই নিয়ত-ছিত্রিভাবে মঞ্জুধ্যান হইয়া থাকে, সেই ধ্যানগত গোলোক-প্রকাশই মঞ্জো-

যাতে গোকুলবৈভবম्; তাদার্থবৈভবত্তৎ তস্য তন্মহিমোন্নতে: ॥ *yat tu goloka-nāma syāt tac ca gokula-vaibhavam; tādātmya-vaibhavatvañ ca tasya tan mahimonnateḥ*—Goloka is the Transcendental manifestation of the higher Transcendental Glories of Gokula. So Goloka is simply the selfsame manifestation of the majesty of Gokula.

Although each and every Pastime of Kṛṣṇa is not manifest in Gokula, all His Pastimes are eternally manifest in Goloka. The revelation to the conditioned souls of the unmanifest *Līlā* of Goloka—Goloka being the selfsame majestic manifestation of Gokula—is of two types, namely through worship by *Mantra* (*Mantropāsanāmayī*) and by pure spontaneity (*Svārasiki*). Śrī Jīva Goswāmī has explained in his writings that any one of the various locations and associated circumstances of the Divine Pastimes have their constant localized existence, and so may be meditated upon by the appropriate *Mantra*. The meditational revelation of Goloka that arises from the constant localized *Mantra* meditation upon a location corresponding

পাসনাময়ী লীলা । আবার নানাক্রীড়া-বিহারে নানা-স্থানব্যাপিনী যে লীলা, তাহা—বিবিধ দ্বেষ্যময়ী, অতএব স্বারসিকী । এই শ্লোকে দুই প্রকারই অর্থ আছে । এক অর্থ এই যে,—অষ্টাদশাক্ষরময়ী লীলায় মন্ত্রগত পদ স্থানে ন্যান্ত হইয়া কৃষ্ণের একটিমাত্র লীলা প্রকাশ করে; যথা—“ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবলভায় স্বাহা ।” এই মন্ত্রকে ষড়ঙ্গ ঘটপদী মন্ত্র বলে,— (১) কৃষ্ণায়, (২) গোবিন্দায়, (৩) গোপীজন, (৪) বলভায়, (৫) স্বা, (৬) হা,—এই ষড়ঙ্গ ঘটপদী উত্তরোত্তর ন্যস্ত করিয়া দেখাইলে মন্ত্রের অবস্থিতি হয় ।

ষট্কোণ মহাযজ্ঞ এইরূপ,—বীজ অর্থাৎ কামবীজ ‘ক্লীং’ যন্ত্রকীলকস্তুতাপে

to a singular Pastime is *Mantropāsanāmayī-līlā*. But those Pastimes that pervade many localities with manifold Divine Sports and Revelries are full of variegated spontaneity, and thus they are *Svārasikī*; that is, they are revealed to the devotees whose transcendental spontaneity has matured.

Both meanings are in this verse. Firstly, in the Pastimes indicated in eighteen syllables, the bases of the *Mantra* are delegated their appropriate localities in order that each one manifest a particular Pastime of Kṛṣṇa: ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবলভায় স্বাহা ! *klīṁ kṛṣṇāya govindāya gopījana-vallabhāya svāhā*. This *Mantra* is said to be formed of six integral parts of six metric bases, which are (1) *Kṛṣṇāya* (2) *Govindāya* (3) *Gopījana* (4) *Vallabhāya* (5) *Svā* and (6) *Hā*. The formation of the *Mantra* is thus shown to be the consecutive placement of these six limbs.

The Great Hexagonal Mystic Symbol (or Circle of the Lord's Dominion, *mahad-yantra*) is explained as follows: the Seed (*Bija*), the Impelling Principle or Desire-seed

অভ্যন্তরস্থিতি । এইরূপ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া চিমায়তত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্ৰকবজের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান হয় । “স্বাশদেন চ ক্ষেত্ৰজ্ঞে হেতি চিংথপ্রকৃতিঃ পরা” ইতি গৌতমীয়তত্ত্বোপদেশে । শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে—“উত্তরাদ-গোবিন্দায়েত্যস্মাখ সুরভিঃ গোজাতিম্ । তদুত্তরাদগোপীজনেত্যস্মাখ বিদ্যা-চতুর্দশঃ । তদুত্তরাদুষ্টত্ত্ব” ইত্যাদি । এই প্রকার অর্থ-স্বারা মঞ্জোপাসনাময়ী একস্থানস্থিতা লীলানুভূতি হয়,—ইহাই মঞ্জোপাসনার তাৎপর্য । সাধারণ তাৎ-পর্য এই যে, কৃষ্ণের চিমায়লীলায় প্রকেশ করিবার যাহার নিতান্ত বাসনা, তিনি ভক্তিৰসজ্জনিত সমৃক্ষজ্ঞানের আলোচনার সহিত স্বীয় চিংস্তুরাপগত কৃষ্ণসেবা

(*Kāma-bija*)—*Klīm*—is the Central Pivot within the Symbol. By concentrating one's thoughts upon the Transcendental Truth with the help of such a Formula, one can attain perception of the Truth as *Chandradhvaja* (Lord Śiva) did.

The Teachings of *Gautamīya Tantra* state, স্বাশব্দেন চ ক্ষেত্ৰ-জ্ঞা হেতি চিংথপ্রকৃতিঃ পরাঃ । *svā-śabdena ca kṣetrajñō heti cit-prakṛtiḥ parā*: The word *Svā* indicates *kṣetrajñā* or the soul, and *Hā* indicates the higher Transcendental Nature. According to *Śrī-Haribhakti-vilāsa*, উত্তরাদেবিন্দাযেত্যস্মাত্সুর্য়ৈ গোজাতিম্ । তদুত্তরাদ-গোপীজনেত্যস্মাত্ বিদ্যাশুর্দুর্দশঃ । তদুত্তরাদুষ্টত্ত্ব ইত্যাদি । *uttarād govindāyety asmāt surabhiḥ go-jātiḥ; tad uttarād gopijanety asmāt vidyāś caturdaśa, tad uttarād vallabha*, etc.

In this line, one may have realization of a localized Pastime through the agency of worship by the *Mantra*. This is the objective of worship by *Mantra*.

The general purport is that one who is deeply aspiring to enter into Kṛṣṇa's Divine Pastimes must, with proper Perspective of his Relationship in the Absolute (*Sambandha-jñāna*) born of Devotional serving disposition

বিধান করিবেন। (১) কৃষ্ণরূপ, (২) কৃষ্ণের চিত্তায় ব্রজলীলা-বিলাস-স্বরূপ, (৩) তৎপরিকর গোপীজন-স্বরূপ, (৪) তদজ্ঞত অর্থাৎ গোপীর অনুগতভাবে কৃষ্ণে আশ্চর্যনিবেদন-স্বরূপ, (৫) শুদ্ধজীবের চিৎ (জ্ঞান)-স্বরূপ এবং (৬) চিৎপ্রকৃতি অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা-স্বভাব; —এই স্বরূপ-জ্ঞানোদয়ে সমৃদ্ধস্থাপন হয়। তাহাতে আস্তাসংযোগ-স্বরূপ অভিধেয়-নিষ্ঠা-ক্রমে পরমাত্মায় শ্রীকৃষ্ণরূপ পূরুষ ও শ্রীরাধার দাসীরূপা ‘অহং’ প্রকৃতি,—এই ভাগবত-সেবা-সূর্যই একমাত্র রস,—ইহাই অর্থ। সাধনাবস্থায় গোলোকে ও গোকুলে মঙ্গোপাসনা-ধ্যানময়ী লীলা, এবং সিদ্ধাবস্থায় অসঙ্গেচিত-বিহাররূপ লীলার উদয়,—ইহাই গোলোক

(*Bhakti-rasa*), render Service unto Kṛṣṇa with the Spiritual inner self. One's Relationship with the Divinity is established when this Intrinsic Knowledge is realized: (1) The Intrinsic Form of Kṛṣṇa, (2) The Intrinsic Form of Kṛṣṇa's Divine Pastimes in Vraja, (3) The Intrinsic Form of His Intimate Attendants, the Gopīs, (4) The Intrinsic Form of full self-surrender unto Kṛṣṇa, in the wake of *tad vallaba*, those who are His most beloved—the Gopīs, (5) The pure soul's divine intrinsic form (of Divine Cognition), and (6) *Cit-prakṛti* or the intrinsic divine nature, viz. the intrinsic nature of the soul to render Divine Service unto Śrī Kṛṣṇa.

One who is properly established in such Relativity in the Absolute attains firmness (*nīṣṭhā*) in the soul's engagement in Divine Practice (*Abhidheya*), and comes to know the only life-nectar or Prospect (*Prayojana*) to be the Joy of Service to the Supreme Male, Śrī Kṛṣṇa, in the 'ego' of a predominated maidservant of Śrī Rādhā. This is the underlying purport.

So initially, the 'meditational' Pastimes of Goloka and

বা গোকুলের স্থিতি, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। 'জ্যোতির়ূপেণ মনুনা'—এই কথার অর্থ এই যে, মন্ত্রে চিন্ময় অর্থ প্রকাশ এবং তাহাতে অপ্রাকৃতকামরূপ শুন্দ কৃষ্ণপ্রেম সম্বিলিত করিয়া দেবা করিতে করিতে প্রেমানন্দ-মহানন্দ-রসের সহিত অবস্থিতি হয়। এইরূপ নিত্যলীলাই গোলোকে দেবীপামানা ॥৩॥

Gokula may appear in the heart of a devotee in the stage of holy practice (*sādhana*) through worship by the *Mantra*, and secondly, the unrestrained 'free-willed' Pastimes are revealed to the devotee in the stage of perfection (*siddha*). This is the general position of Goloka or Gokula, which will be further illumined as the text evolves.

The meaning of *jyoti-rūpeṇa manunā* is that the Transcendental purport is revealed in the *Mantra*, and linking that with the Transcendental Desire (*Aprākṛta-kāma*) of Pure Love for Kṛṣṇa, the life of one who goes on serving in this line becomes saturated with the Supreme Ecstasy of Joyous Love Divine or *Premānanda-mahānanda-rasa*. Such Eternal Pastimes full of Love and Joy are ever resplendent in Goloka. [3]

তলিক্ষ্মলক্ত তদংশানা তত্পত্রাণি শ্ৰিযামপি ॥৪॥

tat-kiñjalkam tad-arhanām tat-patrāni śriyām api [4]

অনুবাদ। সেই গোকুল-নামক নিতাধামের কর্ণিকারই ষট্কোণময়ী কৃষ্ণাবাসভূমি। তাহার কিঞ্চক অর্থাতে কেশের বা পাপড়ীগুলিই কৃষ্ণাশৰূপ পরমপ্রেমভক্ত সজ্জাতীয় গোপনিগের আবাসভূমি। উহারা প্রাচীরাবলীর নায় শোভা পাইতেছে। সেই কম্বলের বিস্তৃত পত্রগুলিই কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাদির উপবনগুপ ধামবিশেষ ॥৪॥

তাৎপর্য। চিন্ময় গোকুল—পদ্মাকার। মধ্যগত কর্ণিকারটি—ষট্কোণময়াকৃতি; তাহাতে অষ্টাদশাক্ষরাত্মক মন্ত্রতাৎপর্য়াকৃপ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বকে মধ্যবর্তী করিয়াই তদনুগত স্বরূপশক্তিপ্রকটিত কায়বৃহস্কল বর্তমান। বীজই রাধাকৃষ্ণ। গোপালতাপনী বলেন,—“তমাদোক্ষার-সঙ্গতো গোপালো বিষ-

Translation: The core of that Eternal Holy Abode which is called Gokula is the hexagonal Land of Kṛṣṇa's Abode. The stamens or petals are the Residences of the cowherds or Gopas, who are Kṛṣṇa's own, His dearmost friends and high loving devotees that are a part of His Own Self. Those Abodes appear like many walls, all beautifully effulgent. The extensive foliage of that Lotus constitutes the sub-forests that are the Abodes of the Loving Damsels of Kṛṣṇa, headed by Śrī Rādhikā. [4]

Purport: The Transcendental Gokula is in the Form of a Lotus Flower. Its core is hexagonal; in the centre is the Predominated and Predominating Moiety, Śrī Rādhā-Kṛṣṇa, who are the Objective of the eighteen-syllable *Mantra*. Their Various Subjective Personal Expansions (intimate serving Associates) of Intrinsic Divine Potency

সম্ভবঃ । ক্লীমোক্তারস্য চৈকত্বে পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥” ওঁকার-অর্থে
শক্তি ও শক্তিমান् গোপাল এবং ক্লীঁ-শান্দে ওঁকার । সুতরাং কামবীজ—
রাধাকৃষ্ণতন্ত্র-বাচক ॥৪॥

surround Them. The Seed is Rādhā-Kṛṣṇa.

The *Gopāla-tāpanīyopaniṣad* states, তস্মাদেঙ্কার-সম্ভূতে
গোপালো বিশ্বসম্পত্তি: । ক্লীমোক্তারস্য চৈকত্বে পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ *tasmād om-*
kāra-sambhūto gopālo viśvasambhavaḥ, klīm orhikārasya
caikatvarī paṭhyate brahma-vādibhiḥ. *Omkāra* means
Gopāla, who is both the Potency and the Potent, and
Klīm means *Orhikāra*. Therefore, *Klīm* or the Primary
Desire-seed (*Kāma-bija*) expresses the Transcendental
Reality of Śrī Śrī Rādhā and Kṛṣṇa. [4]

चतुरसं तत्परितः श्वेतद्वीपास्त्रमद्भुतम्।
 चतुरसं चतुर्भूर्तेष्वतुद्धाम चतुष्कृतम्॥
 चतुर्भिः पुरुषार्थैश्च चतुर्भिर्हेतुभिर्वृतम्।
 शूलैर्दशभिरानद्वमूद्धाधो दिग्बिदिक्षवपि ॥
 अष्टभिर्निधिभिर्जुष्टमष्टभिः सिद्धिभिस्तथा ।
 मनुरूपैश्च दशभिर्दिवपालैः परितो वृतम्॥
 श्यामैर्गौरैश्च रक्तैश्च शुक्लैश्च पार्षदर्घभैः ।
 शोभितं शक्तिभिस्ताभिरद्भुताभिः समन्ततः ॥ ५ ॥

*catur asram tat-paritah śvetadvīpākhyam adbhatam
 catur asram catur-mmūrtteś catur-ddhāma catuṣ-kṛtam
 caturbhiḥ puruṣārthaīś ca caturbhir hetubhir vṛtam
 śūlair daśabhir ānaddham ūrddhādho digvidikṣv api
 aṣṭabhir nidhibhir juṣṭam aṣṭabhiḥ siddhibhis tathā
 manurūpaīś ca daśabhir dikpālaiḥ parito vṛtam
 śyāmair gauraiś ca raktaīś ca śuklaīś ca pārṣadarṣabhaiḥ
 śobhitam śaktibhis tābhīr adbhatābhiḥ samantataḥ [5]*

অনুবাদ । (সেই গোকুলের আবরণ-ভূমি বর্ণিত হইতেছে ।) গোকুলের বহির্ভাগে চতুর্দিকে শ্বেতদ্বীপ-নামক আদৃত চতুর্কোণ শহন আছে। শ্বেতদ্বীপ—চারিখণ্ডে চতুর্দিকে বিভক্ত । এক একভাগে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদুম্ন ও অনিরুদ্ধ-ধাম । সেই বিভক্ত ধারাচতুর্থঠয়—ধৰ্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকৃপ চারি

Translation: (The Area surrounding Gokula is being described.) In the outer section of Gokula there is a miraculous quadrangular Area extending in four directions, known as Śvetadvīpa. It is divided into four sections on four sides. Each of these divisions are the Residences of Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna and Aniruddha.

পুরুষার্থ, এবং তত্ত্বপুরুষার্থের হেতুস্বরূপ মন্ত্রাত্মক অক্ষ, সাম, যজ্ঞঃ ও অথর্ব, এই চারিটি বেদের দ্বারা আবৃত। অষ্টদিক্ এবং উর্ধ্ব ও অধোদিক্রমে দশটি শূল নিবেদ আছে। অষ্টদিক্—মহাপদ্ম, পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ ও নীল, এই আটটিরত্ন-দ্বারা শোভিত। মন্ত্রস্তোত্রে দশদিক্রপাল দশদিকে বর্ণিতান। শ্যামবর্ণ, গৌরবর্ণ, রক্তবর্ণ ও শঙ্খবর্ণ পার্বদসকল এবং বিমলা প্রভৃতি অঙ্গুত শক্তিসকল সর্বদিকে শোভা পাইতেছে ॥৫॥

তাৎপর্য। গোকুল—মুখ্যস্থানে প্রেমভক্তিরই পীঠ, সুতরাং ভৌম-ব্রজমণ্ডল-গত যমুনা, গোবর্জন, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সমন্বয়ে তাহার অভ্যন্তরে আছে। আবার

Surrounding this quadruple Abode are the four aims of human life, or religiosity, gain, desire and emancipation (*dharma-artha-kāma-mokṣa*), with their respective incentive causes, the four *Vedas*—*Rk*, *Sāma*, *Yajuḥ* and *Atharvva*, which are *mantra* in constitution. Ten spears are fixed in eight directions¹ (East, South, West, North, North-east, South-east, South-west and North-west), above, and below. The eight directions are illumined by the eight jewels known as Mahāpadma, Padma, Śaṅkha, Makara, Kacchapa, Mukunda, Kunda and Nila, representing the eight perfections.² All ten directions are presided over by ten guards in the form of *mantras*. The black, golden, red and white Associates of the Lord, and the miraculous Potencies headed by Vimalā are resplendent all around. [5]

Purport: Gokula is principally the Seat of Loving Devotion or *Prema-bhakti*, and thus Yamunā, Govardhana and

¹ Pūrvva, Dakṣiṇa, Paścima, Uttara, Iśāna, Agni, Nairṛt and Vāyu.

² Āṇimā, mahimā, laghimā, prāpti, prākāmya, Iśitā, vaśitā, and kāmāvasā-yitā—subtleness, relationship with the elements, lightness, attainment, eternal joy, command, detachment and supreme fulfillment (*Bhā*: 11.15).

বৈকুঞ্চের সমস্ত ঐশ্বর্য তথায় দিষ্ট্যাপিষ্ঠকাপে প্রতীয়মান। চতুর্বৃহ-বিলাসসকল
তথায় যথাস্থানে আছে। সেই চতুর্বৃহ-বিলাস হইতে প্রকটিত হইয়াই পরবোয়াম-
বৈকুঞ্চ বিস্তৃত। বৈকুঞ্চের মোক্ষ এবং লোকাদি-গত ধৰ্ম, অর্থ ও কাম
মূল-বীজকাপে গোকুলের যথাস্থানে অবস্থিত। বেদও তথায় গোকুলনাথের
গান-তৎপর। কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যক্তিত ধীহারা কেবল চিন্তার ঘারাই গোলোকগমনাদি
চেষ্টা করেন, তাহাদের নিবারক দশনিকে দশটি নৈরাশকাপ শূল রহিয়াছে।
যোগমার্গে বা জ্ঞানমার্গে আসিতে গেলে সেই দশটি শূলে বিন্দ হইয়া দাঙ্গিক
লোকগণ পরাহত হন। ব্রহ্মধামে নির্বাণই উপাদেয়; তাহাই শূলকাপে
গোলোকের আবরণ। ‘শূল’-অর্থে ত্রিশূল; জড়ীয় ত্রিশূল ও ত্রিকালগত

Srī Rādhā-kuṇḍa of Vraja-maṇḍala, as manifest in the earthly plane, are all present there. Further, the entire Majesty of Vaikunṭha pervades in all directions. All the Quadruple Plenary Expansions (*Catur-vyūha-vilāsa*) of the Lord are present in Their appropriate locations, and from Them the Unlimited Transcendental Kingdom known as Paravyoma-Vaikunṭha extends infinitely.

The emancipation of attaining Vaikunṭha, and general religiosity, gain and desire, have their appropriate situation in Gokula in their original seed form. The *Vedas* are also present, ever singing the Glories of the Lord of Gokula. The ten spears of dissuasion fan out in the ten directions to arrest those persons who, without the Grace of Kṛṣṇa, attempt to approach or associate with Goloka through contemplation. The vainglorious on the paths of meditation and knowledge-cum-renunciation (*yoga, jñāna*) who attempt to approach Goloka are thwarted, being pierced by those ten spears. *Nirvvāṇa* or ‘self-annihilation’ reaches

পরিচ্ছেদই ‘ত্রিশূল’। গোলোকাভিমুখে যে অষ্টাঙ্গযোগী বা নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানী ধাবমান হন, তিনি সেই দশদিকস্থিত ত্রিশূলকর্তৃক ছির হইয়া লৈরাশগর্ভে পতিত হন। যাহারা ঐশ্বর্যমূলক ভক্তিমার্ত্ত্বে গোলোকাভিমুখে গমন করেন, তাহারা অণিমাদি অষ্টসিঙ্গি এবং মহাপদ্মাদি ঐশ্বর্যনিধি দেখিয়া শ্রীগোলোকের আবরণ-ভূমিরূপ বৈকৃষ্ণত্বেই মুক্ষ থাকেন। যাহাদের বৃক্ষি আরও শিথিল, তাহারা মন্ত্ররূপী দশদিক্পালের অধীন হইয়া সপ্তলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। এইরূপে গোলোক দুর্জ্যে ও দুপ্রাপ্য হইয়াছেন। কেবল শুক্রপ্রেমভক্তিদ্বারাই

its acme in the plane of *Brahman*; that plane is only the outer covering of Goloka, in the form of those sharp spears.

From the meaning of *sūla* or ‘spear’ is derived *triśūla* or ‘trident’; the trident symbolizes the divisions of the triple worldly qualities (*rajas*, *tamas*, *sattva*) and the threefold aspects of time, or past, present and future. The *yogīs* on the path of eightfold mysticism or the *jñānīs* or liberationists in the monism of non-differentiative *Brahman* who rashly approach Goloka are summarily cut asunder by those tridents which are situated in the ten directions, and they plunge down to the abyss of hopelessness.

Those who approach Goloka through the path of devotion inspired by opulence and majesty become enamoured by the eight perfections of *anīmā*, etc., and the majestic treasures of *Mahāpadma*, etc.; they remain there, charmed by the *Vaikuṇṭha* aspect which constitutes the outskirts surrounding Goloka. Those who are even less intelligent are subordinated by the ten *mantra*-guards that keep watch over the ten directions, and they regress to the sevenfold mundane plane (headed by *Bhūrloka*).

সমাগত ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য যুগাধৰ্ম-প্রচারক ভগবৎসন্নাপসকল
তথায় সর্বদা অঞ্চসর; তাহারা নিজ-নিজ বর্ণানুরূপ পার্বত-পরিবেষ্টিত; গোকুলে
শ্বেতধীপই তাহাদের ধার। এইজন্যই বাসাবতার “শ্বেতধীপ-নাম, নবধীপগ্রাম”
ইত্যাদি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সেই শ্বেতধীপ-মধ্যেই গোকুল-লীলার
পরিশিষ্ট নবধীপলীলা নিত্য বর্তমান। সূতরাং নবধীপমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল এবং
গোলোক—একই অখণ্ড-তত্ত্ব; কেবল প্রেমবৈচিত্র্যগত অনন্তভাববিশেষে উদিত
হইয়া বিবিধ হইয়াছেন। ইহাতে আর একটি নিগঢ় তত্ত্ব পরমপ্রেমভক্ত মহাজন-
গণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণকৃপা হইতে অবগত হইয়াছেন। তাহা এই যে, জড়জগতে

Thus, Goloka is practically unknowable and unattainable. There, all the Intrinsic Forms of the Supreme Lord who propound the Dispensations of Pure Religion for the different ages are ever eager to bestow Their Grace upon the devotees who alone reach there through Pure Loving Devotion, *Suddha-Prema-Bhakti*. In accordance with Their particular hues, those Forms of the Lord are surrounded by Their appropriate Associates, and in Gokula, Their Abode is Śvetadvīpa.

Therefore, Śrīla Vṛndāvana Dāsa Ṭhākur, the Vyāsa of *Chaitanya-lilā*, has described Nabadwip town as bearing the Name of Śvetadvīpa. The culmination of Gokula Pastimes—Nabadwip Pastimes—are eternally present in Śvetadvīpa. Thus Nabadwip-maṇḍala, Vraja-maṇḍala and Goloka are One Identical Indivisible Truth; They have manifested diversity only by dint of Their endless Aspects in the unlimited variegatedness of Divine Love. In this respect there is another hidden Truth that is known, by the direct Grace of Kṛṣṇa, to the great saintly devotees who are

উর্ধ্বাধঃক্রমে চতুর্দশলোক; কামী কর্মী গৃহস্থগণ ভূঃ, ভূবঃ, ও অঃ-ক্লপ ত্রিলোকী-মধ্যে গমনাগমন করেন। বৃহদ্ব্রতব্রহ্মচারী, তাপস ও সত্যাপরায়ণ শাস্ত্রপুরুষগণ নিকামাধর্ম-যোগে মহর্ণোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক পর্যাপ্ত গমনা-গমন করেন। তাহারই উর্ধ্বভাগে চতুর্মুখধাম এবং তদৰ্জে ক্ষীরোদকশায়ীর বৈকুণ্ঠ। সন্ধাসী পরমহংসগণ এবং হরিহত দৈত্যগণ বিরজা পার হইয়া আর্থাত্ চতুর্দশলোক অতিক্রম করতঃ জ্যোতিশ্রয় ব্ৰহ্মাধামে আবালোপ-ক্লপ নির্বাপ লাভ করেন। ভগবানের পরমেশ্বর্যপ্রিয় জ্ঞানভক্ত, শুক্রভক্ত, প্ৰেমভক্ত,

imbued with Loving Devotion.

This material world is graded in fourteen basic planes*; the fruitive worker (*karmī*) *grhaṇtas* desirous of enjoyment wander throughout the three planes of *Bhūḥ*, *Bhuvaḥ* and *Svah*. Pacified personalities who are indefatigable in the great vow of *brahmacaryya*, austere and absorbed in truthfulness, by engaging in utterly selfless works move throughout the planes of *Maharloka*, *Janaloka* and *Tapoloka*, up to *Satyaloka*. In the upper section of *Satyaloka* is the abode of Lord *Brahmā*, and above that is the Transcendental Infinite Plane of *Vaikuṇṭha* which is the Abode of *Kṣirodakaśayī Viṣṇu*, who reclines on the Ocean of Milk.

The *sannyāsī paramahārsas* (perfected renunciates) and demons slain by Lord Hari cross the River of Passivity, *Virajā*; that is, they surpass the entire fourteen planes of the world and attain to the *nirvāṇa* of extinction of the soul's individuality by merging in the effulgent plane of

*The seven upper planes are *Bhūrloka*, *Bhuvarloka*, *Svarloka*, *Maharloka*, *Janaloka*, *Tapoloka*, and *Satyaloka*. The seven lower planes are *Tala*, *Atala*, *Vitala*, *Nitala*, *Talātala*, *Mahātala* and *Sutala*. Earth is within the plane of *Bhūrloka*.

প্রেমপূর্বক ও প্রেমাতুর ভক্তগণ বৈকুঞ্জে অর্থাৎ পরবোধাত্মক অপ্রাকৃত নারায়ণ-ধামে স্থিতি লাভ করেন। ব্রজানুগত পরম-মাধুর্যাগত ভক্তগণ কেবল গোলোকধাম লাভ করেন। রসভেদে ভক্তগণের গোলোকে পৃথক পৃথক স্থিতি কৃষ্ণের অবিচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা নির্ণীত আছে। শুঙ্খব্রজানুগত ভক্তগণ কৃষ্ণলোকে এবং শুঙ্খনবদ্বীপানুগত ভক্তগণ গৌরলোকে অবস্থিত হন। ব্রজ ও নবদ্বীপের ঐক্যাগত ভক্তগণ কৃষ্ণলোক ও গৌরলোকে যুগপৎ সেবা-সূর্খ লাভ করেন। অতএব শ্রীগোপালচন্দ্র—গ্রন্থে শ্রীজীব বলিয়াছেন,—“যস্য খলু লোকস্য গো-লোকস্থা গোগোপাবাসনাপস্য শ্রেতদ্বীপতয়া চানন্যস্ফুটঃ পরমশুঙ্কতা-

Brahman. The devotees who adore the Supreme Majesty of the Lord—devotees desirous of emancipation, pure devotees, devotees of loving sentiment, devotees absorbed in Love and devotees overwhelmed in Love—they all attain a place in Vaikuṇṭha, the Transcendental Infinite Abode of Lord Nārāyaṇa. Only the devotees who are given to the highest sweetness and charm of the Love of Vraja, and who faithfully follow the residents of Vraja, can reach Golokadhāma, the Divine Abode of Goloka.

By the inconceivable Potency of Kṛṣṇa, those devotees are delegated different positions according to their *Rasas* or Divine serving dispositions. The devotees who faithfully follow the Pure Devotion of residents of Vraja are situated in Kṛṣṇaloka, and the devotees who faithfully follow the Pure Devotion of the residents of Nabadwip are situated in Gauraloka. Those devotees who have equal Devotion for both Vraja and Nabadwip attain to the Joy of Service in both Kṛṣṇaloka and Gauraloka.

Thus, Śrī Jīva Goswāmī has stated in his Holy Book *Śrī*

সমুদ্ধৃত-স্বরূপস্য তাদৃশ-জ্ঞানময়-কৃতিপয়মাত্-প্রমেয়-পাত্রতয়া তত্ত্বপরমতা মতা, পরম-গোলোকঃ পরমঃ শ্বেতধীপ ইতি।” অর্থাৎ সেই পরমলোককে গো-গোপাবাস বলিয়াই ‘গোলোক’ বলা যায় অর্থাৎ ইহাই শ্রীকৃষ্ণরূপ-বসন্তীলা-পীঠ; আবার সেই পরমলোককেই অনন্যস্পৃষ্ট পরমশুদ্ধতা-প্রকটিত কোন অবিচিন্ত্যস্বরূপের তাদৃশ-জ্ঞানময় কৃতিপয় রসবিষয়-স্বরূপের আশ্বাদন-পীঠকূপ ‘শ্বেতধীপ’ বলা যায়। এইরূপ পরম-গোলোক এবং পরম-শ্বেতধীপরূপ স্বরূপস্বয়ং অথগুরূপে গোলোকধাম। মূল তাৎপর্য এই যে, ব্রজলীলারূপ কৃষ্ণলীলা আশ্বাদন করিয়াও রসের সর্বাংশের আশ্বাদনকূপ সুখ লাভ করিতে না পারিয়া কৃষ্ণসাক্ষয়কল্পিণী রাধিকার ভাব ও কাষ্ঠি অঙ্গীকারপূর্বক কৃষ্ণ আশ্বাদনকূপা যে নিত্যলীলা করিয়া থাকেন, তজ্জন্য শ্বেতধীপরূপ গোলোক

Gopālacampū, যস্য খলু লোকস্য গোলোকস্তথা গোগোপাবাসকূপস্য শ্বেতধীপ-তয়া চাননবস্পৃষ্টঃ পরমশুদ্ধতা-সমুদ্ধৃতস্বরূপস্য তাদৃশ-জ্ঞানময়-কৃতিপয়মাত্-প্রমেয়-পাত্রতয়া তত্ত্বপরমতা মতা, পরমগোলোকঃ পরমঃ শ্বেতধীপ ইতি। *yasya khalu lokasya golokas tathā go-gopāvāsa-rūpasya śvetadvīpatayā cānanyasprīṣṭah paramaśuddhatā-samudbuddha-svarūpasya tādṛśa-jñānamaya-katipayamātra-prameya-pātratayā tat-tat-paramatā matā, parama-golokah paramah śvetadvīpa iti:* That Supreme Plane is called ‘Goloka’ because it is the Abode of cows and cowherds—being the Supreme Abode of Ecstatic Pastimes, it is Kṛṣṇa’s Own Self; further, that Supremely Holy Plane is known as ‘Śvetadvīpa’ (White Island) due to a unique quality of its unsullied purity, manifest by its peculiar inconceivable Nature as the Seat of certain Nectarine Experiences of a similarly Transcendental Inconceivable Form. Both the Supreme Goloka and the Supreme Śvetadvīpa Forms are inseparably Goloka-dhāma.

The underlying purport is that although Kṛṣṇa enjoys

नित्य-प्रकटित । तद्वाव यथा,—“श्रीराधार्याः प्रणयमहिमा कीदृशो वानयैवासादेया येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः । सौख्यस्थास्या मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभां तद्वावात्यः समजनि शठीगर्भसिन्धौ हरीन्दुः ॥” अर्थां श्रीराधार प्रणय-महिमा कि-प्रकार, आमार अद्भुत मधुरिमा—याहा श्रीराधा आस्तादन करेन, ताहाइ वा कि-प्रकार, एवं आमार मधुरिमार अनुभूति हइते श्रीराधारहै वा कि-सूखेर उदय हय,—एই तिनटি विषये लोभवशतः कृष्णचन्द्र शठीगर्भसमुद्रे अस्त्राहण करियाछिलেন । श्रीजीव-गोस्त्रामीर गृह आश्रम इहाते प्रकाशित हइल । बेदेओ बलियाछेन,—“रहस्यं ते बदिस्यामि,—जाह्नवीतीरे नवधौपे

His Pastimes in Vraja, He is nonetheless unable to taste the Joy of the entirety of *Rasa* or Divine Ecstasy, and He therefore accepts the Heart and Halo of Śrī Rādhikā, the Female Reservoir of His Love—and for this purpose, *Go-loka* is manifest eternally as Śvetadvīpa.

We find this illustrated herein: श्रीराधार्याः प्रणयमहिमा कीदृशो वानयैवास्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः । सौख्यस्थास्या मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात्तद्वावात्यः समजनि शठीगर्भसिन्धौ हरीन्दुः ॥ śrī-rādhāyāḥ prañaya-mahimā kīdrśo vānayaivā-, svādyo yenādbhuta-madhurimā kīdrśo vā madīyah; sauκhyāñ cāsyā mad anubhavataḥ kīdrśam̄ veti lobhāt, tad bhāvādhyāḥ samajani śacīgarbha-sindhau harīnduh. “‘What is that Great Glory of Śrī Rādhā’s Love? What is My extraordinary Loving sweetness and charm that Śrī Rādhā enjoys? And what is the Joy Śrī Rādhā feels by experiencing My sweetness and charm?’ Yearning to taste these three sentiments, the moon—Kṛṣṇachandra—was born from the ocean of the womb of mother Śaci.” Herein is revealed the hidden, deep purport of Śrī Jīva Goswāmī.

गोलोकाख्ये धनि गोविन्दो द्विभूजो गौरः सर्वात्मा महापूरुषो महायोगी त्रिशूलातीतः सम्बद्धपो भक्तिं लोके काश्यतीति । तदेते श्लोका भवति,—एको देवः सर्वरूपी महायोगी गौर-रक्त-श्यामल-स्वेतरूप-शैतन्यात्मा । स बै चैतन्यशक्तिर्भक्ताकारो भक्तिदो भक्तिवेद्यः ॥” अर्थात् तोमाके रहस्य बलि, शून,—गोलोकाख्य-धामे नवदीपे जाह्नवीतीरे द्विभूज, सर्वात्मा, महापूरुष, महायोगी, त्रिशूलातीत, शुद्धसम्बद्धप गोविन्द गौरचक्र लोके शुद्धभक्ति प्रकाश करेन । तिनि—एक देव, सर्वरूपी,

It is also stated in the *Vedas*, रहस्यं ते वदिस्यामि,—जाह्नवीतीरे नवदीपे गोलोकाख्ये धनि गोविन्दो द्विभूजो गौरः सर्वात्मा महापूरुषो महात्मा महायोगी त्रिशूलातीतः सत्त्वरूपो भक्ति लोके काशयतीति । तदेते श्लोका भवन्ति,—एको देवः सर्वरूपी महात्मा गौर-रक्त-श्यामल-स्वेतरूपशैतन्यात्मा । स वै चैतन्यशक्तिर्भक्ताकारो भक्तिदो भक्तिवेद्यः ॥

Rahasyam te vadisyāmi—jāhnavī-tīre navadvīpe golokākhye dhāmni govindo dvibhujo gaurah sarvvātmā mahāpuruṣo mahātmā mahāyogī trigunatitih sattva-rūpo bhaktim loke kāśyatīti; tad ete ślokā bhavanti—eko devaḥ sarvva-rūpi mahātmā gaura-rakta-śyāmala-śveta-rūpaś caitanyātmā; sa vai caitanya-śaktir bhaktākāro bhaktido bhaktivedyah.

“Let me divulge this mystery to you: ‘On the bank of the Ganges, in the Holy Abode of Nabadwip, the selfsame Goloka-dhāma, Govinda Gaurachandra appears in a human feature. He is the Soul of all souls, the Supreme Lord, the Great Saintly Personality, the Great *Sannyāsi* who is the Embodiment of Pure Existence transcendental to the three qualities of material nature. He reveals Pure Devotion to the world. He is the Lord, One without a

ମହାଜ୍ଞା ଏବଂ ଗୌର, ରଙ୍ଗ, ଶ୍ୟାମ ଓ ସେତକୁଣ୍ଡି ଯୁଗାବତାର । ତିନି—ସାଙ୍କାଂ ଚୈତନ୍ୟସ୍ଵରୂପ, ଚିଛୁତିସମ୍ପଦ, ଭକ୍ତରୂପ, ଭକ୍ତିଦାତା ଏବଂ ଭକ୍ତିଦାରା ବେଦ୍ୟ । “ଆସନ୍ ବର୍ଣ୍ଣର୍ଥ୍ୟଃ”, “କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଷାତ୍କୃଷ୍ଣ”, “ଯଦା ପଶ୍ୟଃ ପଶ୍ୟତି କଳ୍ପବର୍ଣ୍ଣ”, “ମହାନ୍ ପ୍ରଭୁର୍ବୈ” ଇତ୍ୟାଦି ବହୁଭାବ-ବାକ୍ୟ-ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୌରାଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣର ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ହିଁଯାଓ ଯେ ଗୌରରାପେ ନିତ୍ୟ-ନବଦ୍ଵାପରୀପାଦ ଗୋଲୋକେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ-ଜୀଲା-ରସାସ୍ଥାଦନ-ପର ହିଁଯା ବିରାଜମାନ, ତାହା ଏହିସକଳ ବେଦବାକ୍ୟେ ଅଭିନ୍ନ ହୁଏ । ଯୋଗମାୟା-ବଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରାପେର ଯେବେଳେ ଭୌମ-ଗୋକୁଳେ ଜ୍ଞାନାଦି, ସେଇରାପ ଯୋଗମାୟା-ବଳେଇ ଶ୍ରୀଗୌରବରାପେର ଭୌମ-ନବଦ୍ଵାପେ ଶଚୀଗର୍ଭେ ଜ୍ଞାନଦିଲିଲା ହିଁଯା

second, the Embodiment of all aspects of the Absolute, the Supreme Soul and *Avatāra* through the ages in golden, red, black and white hues. He is directly the Supreme Personality of Divine Cognition replete with all Transcendental Potency. He Advents in the feature of His devotee, He is the Bestower of Devotion, and He is knowable by Devotion.”

In many Scriptural references such as “ଆସନ୍ ବର୍ଣ୍ଣର୍ଥ୍ୟଃ”, “କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଷାତ୍କୃଷ୍ଣ”, “ଯଦା ପଶ୍ୟଃ ପଶ୍ୟତି କଳ୍ପବର୍ଣ୍ଣ”, “ମହାନ୍ ପ୍ରଭୁର୍ବୈ” “*āsan varṇas trayah*”, “*kṛṣṇa-varṇam tviṣā 'krṣnam'*”, “*yadā paśyah paśyati rukma-varnam*”, “*mahān prabhur vai*”, etc., Gaurachandra is established as identical with Kṛṣṇa. Yet the Golden Form in which He graciously appears in the Eternal Abode of Nabadwip, identical with Goloka, where He is ever devoted to tasting the Nectar of the Divine Pastimes of Śrī Śrī Rādhā and Kṛṣṇa—that Golden (Gaura) Form also appears in every one of these Vedic statements.

As by the Potency of Yogamāyā, or the Current of Kṛṣṇa's Internal Personal Potency, His Birth and other Pastimes occur in Gokula localized in the earthly plane,

থাকে;—ইহা স্বাধীন চিদিজ্ঞান-তরু, মায়াধীনচিজ্ঞা-প্রসূতা কল্পনা নয় ॥৫॥

similarly, by the same Potency of Yogamāyā the Golden Lord Gaura's Advent from the womb of mother Śacidevī and all His Divine Pastimes occur in Śrī Nabadwip Dhāma in the earthly locality.

This Divine Truth is an axiomatic principle of Spiritual Science, and not a figment of the imagination subordinate to Māyā, the deluding potency. [5]

एवं ज्योतिर्मयोः देवः सदानन्दः परात्परः ।
आत्मारामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः ॥ ६ ॥

*evam jyotirmayo devah sadānandaḥ parātparah
ātmārāmasya tasyāsti prakṛtyā na samāgamaḥ {6}*

অনুবাদ । সেই গোকুলেশ্বর চিদ্বয় পরমেশ্বর—সদানন্দ-কর্ণপ; তিনি—
পরাংপর এবং চিদ্বয় আত্মজগতেই রমণপরায়ণ; জড়া প্রকৃতি মায়ার সহিত
তাহার সঙ্গ নাই ॥৬॥

তাৎপর্য । সেই কৃষ্ণের একমাত্র পরা শক্তি অথবাং চিছভিন্নক্ষেত্রে গোলোক
বা গোকুললীলা প্রকট করিয়াছেন । তাহার কৃপায় তটস্থ-শক্তিগত জীবগণও
সেই লীলায় প্রবেশ প্রাপ্ত হন । সেই চিছভিন্ন ছায়ারূপা অপরা বহিরঙ্গা
মায়াশক্তি—গোলোকের আবরণ-কর্ণপ মহাবৈকুণ্ঠের শেষ-সীমা ব্রহ্মধাম এবং
তাহার পর যে বিরজা-নদী, তাহার অপর-পারে অবস্থিতি করেন । একাপ

Translation: That Lord of Gokula is the Transcendental Supreme Personality of Godhead—the Own Self of Eternal Ecstasy. He is beyond the purview of mundanity, and He ever enjoys in the all-conscious Spiritual Realm; He is never associated with the beguiling mundane nature. [6]

Purport: Kṛṣṇa's Exclusive Divine Potency, His Own Personified Potency, has manifested the Pastimes of Goloka or Gokula. By Her Grace, the *jīvas*, who are of the marginal potency, may also enter into those Pastimes. The secondary external Māyā potency, who is like the shadow of that Divine (*Cit*) Potency, is situated on the far (lower) shore of the Virajā river, which is at the lower limit of the *Brahman* plane; and the *Brahman* is situated at the lowest boundary of Mahā-Vaikunṭha, which is the surrounding locality or

পরিশুল্ক অবস্থায় সেই বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, কৃষ্ণের সঙ্গ পাওয়া দূরে থাকুক,
তাহার দৃষ্টিপথের পথিক হইতেও লজ্জা বোধ করেন ॥৬॥

outskirts of Goloka. In the face of such infinite purity, the external Māyā potency feels ashamed to appear in Kṛṣṇa's view, to say nothing of taking His association. [6]

माययाऽरममाणस्य न वियोगस्तया सह ।
आत्मना रमया रेमे त्यक्तकालं सिसृक्षया ॥ ७ ॥

*māyayā 'ramamāṇasya na viyogaḥ tayā saha
ātmanā ramayā reme tyakta-kālāṁ sisṛkṣayā [7]*

अमूर्ख । कृष्ण—बहिरङ्गा मायार सहित अ-रममाण पुरुष, अर्थात् तिनि बहिरङ्गा मायाके रमण करेन ना । तथापि सेहि परमतत्त्वेर सहित मायार सर्वतोभावे वियोग वा विच्छेद नाइ । प्राप्तिक-जगत् सृष्टि करिबार इच्छाय आत्म-चिज्ञकि रमार सहित युक्त हइया कालशक्ति-प्रेरण-रूप ईक्षण-द्वारा ये रमण करेन, ताहो—गौण ॥ ७ ॥

तात्पर्य । मायाशक्तिर सहित कृष्णेर सज्ज साक्षात्कावे हय ना, गौणभावे हय; तदीय विलास-पीठ-बैकूठेर महा-सकर्वगांश कारणार्थवशायी पुरुषावतार-द्वारा (कापे) मायाके ईक्षण करेन । तदीक्षण-कार्ये वा मायार सहित सज्ज नाइ; केवला, चिज्ञकि रमा तत्काले तत्त्वशब्दिनी अनपायिनी शक्तिरापे सेहि

Translation: Kṛṣṇa is the indifferent Predominator of the external deluding nature, Māyā: He does not consort with external Māyā. Yet Māyā is not wholly separate or divorced from the Supreme Absolute Truth that is Kṛṣṇa. In His Will to create the world, He unites with His own Transcendental Potency, Rāmā; and His enjoyment in the form of casting His glance, which is the dispatching of His potency of time, is purely indirect. [7]

Purport: Kṛṣṇa does not directly associate with the Māyā potency; His relationship with her is only an indirect hint of association; He glances at the Māyā potency through the Agency of (in the form of) His Predominative Descent or *Purusāvatāra*, Kāraṇārṇavaśayī Viṣṇu (Mahā-Viṣṇu), who

দৈক্ষণ-কার্য্য বহন করেন। বহিরঙ্গা মায়া সেই রমাদেবীর দাসীরূপে রমার
সহিত রমমাণ ভগবদংশের সেবা করেন, এবং কালবৃত্তিই—সেই রমার
কার্য্য-করণ-বিক্রম, সুতরাং সৃষ্টি প্রভাব বা পৌরুষ ॥৭॥

reclines on the Causal Ocean; Kāraṇārṇavaśayī Viṣṇu is a Plenary Portion of Mahā-Saṅkarṣaṇa of Vaikuṇṭha, and Vaikuṇṭha is the Plenary Abode of Kṛṣṇa.

Nor does the Lord associate with Māyā even by that act of glancing, since the Divine Potency, Rāmā, as His unfailingly loyal Potency, carries the function of His glancing. The external Māyā, as a maidservant of Rāmā, engages in the service of the Lord's Plenary Portion united with Rāmā, and the current of time is the Supernatural Power of Rāmā that accomplishes the work, and thus, the predominant influence in the universal creative power. [7]

नियतिः सा रमादेवी तत्प्रिया तद्वशं तदा ।
 तल्लिङ्गं भगवान् शम्भुज्योतीरूपः सनातनः ।
 या योनिः सापरा शक्तिः कामबीजः महद्वरे ॥ ८ ॥

*niyatih sā ramā-devī tat-priyā tad-vaśam tada
 tal-līṅgam bhagavān śambhuḥ jyotīrūpah sanātanaḥ
 yā yonih sāparā śaktih kāma-bijah mahadd-hareḥ [8]*

अनुवाद । (सेइ गोणकाप मायासঙ्गेर प्रक्रिया वर्णित हइतेहे ।) चिछकिन्नपा रमादेवी—नियतिकापा भगवत्प्रिया । सृष्टिकाले प्रपञ्च-रचनोन्मुख कृषांशेर ये श्वाश-ज्योतिः उदित हय, ताहाइ भगवान् शम्भुकाप भगवल्लिङ्ग अर्थां प्रकटितचिह्न-विशेष; ताहाइ सनातन-ज्योति॒र आभास । सेइ लिङ्ग—नियति॒र बलीचृत प्रपञ्चोन्पादकांश । नियति हइते ये प्रसविनी शक्ति॒र उदय हय, ताहाइ अपरा शक्ति योनिकापा मायार शक्ति॒प । तदुभय-संयोगहि हरिर महत्त्व-काप प्रतिफलित कामबीज ॥८॥

Translation: (That indirect association with Māyā is being described.) The Personification of the Transcendental Potency of the Lord, Ramādevī, is Destiny, Beloved Consort of the Supreme Lord. At creation, the appearance of the effulgence of the Portion of Kṛṣṇa's Plenary Portion is Bhagavān Śambhu, the manifest male organ of the Divinity—the reflection of the Eternal Effulgence. Subject to the Potency of Destiny, that male symbol is the portion of the Absolute responsible for the generation of the material world. The reproductive potency that evolves from Destiny appears as the female organ, the embodiment of Māyā, the inferior potency. The union of these organs brings forth the existence of the *Mahat-tattva*, which is only a

তাংপর্য । সৃষ্টিকামযুক্ত সকর্মণই প্রপঞ্চেৎপাদনোন্মুখ কৃত্তাংশ; কারণ-বারিতে আদ্যাবত্তার-পুরুষকাপে শয়ন করত তিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন । সেই ঈক্ষণই সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ । তৎপ্রতিফলিত জ্যোতির আভাস-জ্ঞাপণ শঙ্খ-লিঙ্গ; তাহাই রমা-শক্তির ছায়ারূপ মায়ার প্রসব-যন্ত্রে সংযুক্ত হয় । তখন মহাত্ম্যরূপ কামবীজের আভাস আসিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় । মহাবিষ্ণুসংস্থ কামের প্রথম উদয়কে হিরণ্য মহাত্ম্য বলে; তাহাই সৃষ্টিশূর্খ মনোরূপি-তত্ত্ব । ইহাতে গৃচ-বিচার এই যে, নিমিত্ত ও উপাদান লইয়া পুরুষেছাই সৃষ্টি করেন ।

reflection of the Supreme Lord Hari's Original Seed of Desire (*Kāma-bija*). [8]

Purport: Being endowed with the creative desire, the Plenary Expansion of Kṛṣṇa, Saṅkarṣaṇa, takes the initiative in bringing about the creation of the mundane world. Taking the Form of the first Predominative Descent (*Puruṣāvatāra*), He reclines on the Causal Waters and casts a glance at Māyā.

That glance is instrumental in the cause of the creation. The twilight image of that reflected effulgence of the Almighty is effectively the organ of generation, Śambhu, which unites with the reproductive paraphernalia of Māyā, the shadow of the Rāmā Potency. Then, the reflection of the Original Seed of Desire, *Kāma-bija*, emerges as the *Mahat-tattva*, the great or universal seminal principle, and engages in the creative function. The initial manifestation of the desire created by Mahā-Viṣṇu is known as *Hiraṇmaya Mahat-tattva*; it is the mental principle of readiness for universal creation.

The inner conception here is that assuming both the

নিমিত্তই মায়া অর্থাৎ ঘোনি, এবং উপাদানই শস্তু অর্থাৎ লিঙ্গ। মহাবিষ্ণু—পুরুষ অর্থাৎ ইচ্ছাময় কর্তা। দ্রব্যময় প্রধানকর্প তত্ত্বই উপাদান, এবং আধারময় প্রকৃতি-তত্ত্বই মায়া। তদুভয়ের সংযোগকারী ইচ্ছাময়-তত্ত্বই প্রপঞ্চ-প্রকটনকারী শ্রীকৃষ্ণাখণ্ডক পুরুষ। এই তিনই সৃষ্টিকর্তা। গোলোকে যে কামবীজ, তাহা—বিশুদ্ধ চিত্তয়, এবং প্রপক্ষে যে কামবীজ, তাহা—জ্ঞানাশত্ত্বিগত কাল্যাদি-শক্তির কামবীজ। প্রথমোক্ত কামবীজ—মায়ার আদর্শ হইয়াও অত্যন্ত দূরবর্তী, এবং দ্বিতীয়োক্ত কামবীজ—মায়িক প্রতিফলন। পরবর্তী দশম ও

instrumental and efficient causes (*nimitta-upādāna*), the Will of the Predominator or *Puruṣa* creates. The instrumental cause is personified as *Māyā*, who represents the female reproductive organ; the efficient cause is personified as *Śambhu*, who represents the male generative organ; and *Mahā-Viṣṇu* is the Predominator, or the Inaugurator by His Will.

The primordial ingredients or substance (*Pradhāna*) is efficient, while the female receptacle principle (*Prakṛti*) is *Māyā*; and the Willing Factor that unites them is the Manifestor of the illusory mundane world, the Predominator (*Puruṣa*), who is a Plenary Expansion of *Kṛṣṇa*. These three form the Agency of universal creation.

The Original Seed of Desire, *Kāma-bīja*, that exists in Goloka, is Pure Transcendental Cognition, and the seed of desire that exists in the material world is a manifestation of the shadow potency personified as *Kāli* and other forms. Despite being the prototype of *Māyā*, the Original Seed of Desire is infinitely distant from *Māyā*; the mundane seed of desire is an illusory reflection. The process of *Śambhu's*

পঞ্চদশ শ্লোকে শঙ্কুর উদয়প্রক্রিয়া লিখিত হইয়াছে ॥৮॥

birth is described in verses ten and fifteen. [8]

लिङ्गयोन्यात्मिका जाता इमा माहेश्वरी प्रजाः ॥ ९ ॥

linga-yony-ātmikā jatā imā māheśvari prajāḥ [9]

अनुवाद । एই जगतेर समस्त माहेश्वरी प्रजाह—लिङ्ग-योनिस्त्रकाप ॥९॥
 तांपर्य । भगवानेर चतुर्पाद-विभूतिइ ताहार ऐश्वर्य । तथाथे अशोक, अमृत ओ अभय—एই त्रिपाद-विभूतिइ बैकूष्ठ-गोलोकादि-गत ऐश्वर्य । एই मायिक-जगते देव-मानवादि, सकलैह समस्त-लोक-सह मायिक मौहेश्वर्य-विशेष; सकल-बस्तुहै उपादान-निमित्त-भेदे लिङ्ग-योन्यात्मक, अर्थात् लिङ्गयोनि-संयोग-विधानक्रमे उৎपन्न । जड़ीयविज्ञानघारा यत किछु संवाद पाओया दियाछे, सकलैह एइराप संयोग-स्वभाव-सम्पन्न; बृक्ष, लता, एमन कि, समस्त जड़बस्तुहै पूरुष-प्रकृति-संयोगस्त्रकाप । विशेष तांपर्य एই ये, यदिओ लिङ्ग-योन्यात्मि शक्तिसकल अच्छील, तथापि विज्ञान-शास्त्रे एइसकल तत्पृष्ठक

Translation: The world's entire progeny in Māyā's kingdom is the embodiment of the sexual union of male and female organs. [9]

Purport: The Sovereignty of the Supreme Personality of Godhead covers the entire four quadrants of the Infinite Majesty of God. Lamentation, death and apprehension are absent in the three quadrants of the Lord's Majesty that are the Divine Abodes of Vaikunṭha, Goloka, etc. In this illusory world, all beings from gods to men, etc., along with all their planes of existence, are under the reign of Māyā; here, all that be is efficiently and instrumentally generated, that is, born of sexual union. With all the discoveries of material science, everything knowable is of sexual origin. Trees, plants and even insentient beings are all produced of the union of male and female.

বাক্য—অত্যন্ত উপাদেয় এবং অর্থপূর্ণ। অল্লিলতা—কেবল সামাজিক-ব্যবহারগত ভাবমাত্র, কিন্তু বিজ্ঞান ও পরম-বিজ্ঞান সামাজিক-ব্যবহারকে অপেক্ষা করিয়া সত্যবল্প ধর্ষণ করিতে পারে না। সুতরাং জড়-জগতের মূলতত্ত্ব যে মায়িক কামবীজ, তাহা দেখাইতে হইলে অনিবার্যাকালে ঐসমস্ত শব্দই ব্যবহার্য হয়। এই সমস্ত শব্দের ব্যবহারদ্বারা কেবল পুরুষশক্তি অর্থাৎ কর্তৃপ্রধান ক্রিয়াশক্তি এবং শ্রীশক্তি অর্থাৎ কর্মপ্রধান ক্রিয়াশক্তি বুঝিতে হইবে ॥৯॥

It deserves mention here that although the allusion to male and female organs presupposes a kind of vulgarity, in a scientific context the exposition based on the principle of sexuality is most appropriate and excellent for its profoundness in illustrating elementary principles. The vulgarity felt is nothing more than a concept of social formality, but science and transcendental science cannot compromise the element of truth with mere social formality.

So the application is indispensable in expounding on the primordial principle of the material world, that is, the illusory seed of desire. The predominating potency or masculine active potency and the female potency or predominated active potency are all that is to be understood by the use of such terms herein. [9]

शक्तिमान् पुरुषः सोऽयं लिङ्गरूपी महेश्वरः ।
तस्मिन्नाविरभूतिङ्गे महाविष्णुर्जगत्पतिः ॥ १० ॥

*śaktimān puruṣaḥ so 'yam liṅga-rūpi maheśvarah
tasminn-āvir abhūt-liṅge mahāviṣṇur jagat-patiḥ [10]*

অনুবাদ । উপাদানময় পুরুষ লিঙ্গরূপী মহেশ্বর শত্রুই—নিমিস্তাংশ-
মায়াকৃপ-শক্তি-যুক্ত । অগৎপতি মহাবিষ্ণু তাহাতে ঈক্ষণাংশে আবির্ভূত ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য । চিদেশ্বর্যপ্রধান পরব্যোমে কৃষ্ণ হইতে অভিমুখীনারায়ণ
বিরাজমান । তাহার বৃহগত মহাসকর্ষণও শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবিশ্রামে । তিনি
চিছন্নিবলে একাংশে সৃষ্টিকালে চিঞ্জগৎ ও মায়িক-জ্ঞাতের মধ্যসীমা-ক্রমা
বিরজায় নিত্য শয়ন করিয়া দূরস্থিতা ছায়া-ক্রমা মায়াশক্তির প্রতি ঈক্ষণ করেন ।
তৎকালে সেই চিদীক্ষণ-স্বরূপাভাসকৃপ কন্দুরূপী দ্রব্যশক্তিময় প্রধান-পতি শত্ৰু

Translation: Maheśvara Śambhu, the male principle of the efficient cause representing the primal male organ, is united with the instrumental cause represented by his Māyā potency. Mahā-Viṣṇu, the Lord of the universe, partially advents within him by the casting of His glance. [10]

Purport: Śrī Nārāyaṇa, nondifferent from Kṛṣṇa, presides in the Paravyoma, the area of the Spiritual World predominated by majesty and reverence. Mahā-Saṅkarṣaṇa is one of Śrī Nārāyaṇa's Quadruple Expansions or *Catur-vyūha*, so even He is a Plenary Portion of Kṛṣṇa's Nārāyaṇa Form. By His Spiritual Potency, Mahā-Saṅkarṣaṇa's Plenary Expansion eternally reclines on the Virajā river, which is situated at the point midway between the Transcendental World and the mundane world; and at the time of universal creation He casts a glance at the distant shadow Māyā potency.

নিমিত্তাংশ-মায়ার সহিত সঙ্গ করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ চিদ্বলরূপ মহাবিষ্ণুর প্রভাব ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না । সুতরাং শিবশক্তিগাপা মায়া ও প্রধানগত উপাদান, এতদুভয়ের ক্রিয়া-চেষ্টায় কৃষ্ণাংশ অর্থাৎ কৃষ্ণাংশ-সঙ্কর্ষণের অংশ-রূপ মহাবিষ্ণু আদ্যাবত্তারকাপে অনুকূল হইলেই মহাবিষ্ণুর উৎপন্ন হয় । মহাবিষ্ণুর অনুকূলে শিবশক্তি ক্রমশঃ অহংকার এবং আকাশাদি পঞ্জভূত, তথ্যাত্ম ও জীবের মায়িক ইন্দ্রিয়সকলকে সৃষ্টি করেন । মহাবিষ্ণুর কিংববিধুরূপ অংশ-সমূহই জীবরূপে উদ্দিত । তাহা পরে বিবৃত হইবে ॥১০॥

At that moment, the reflection of the Intrinsic Form of Godhead in the Form of His Divine glance—Śambhu, the lord of the *Pradhāna* or primordial material elements, the energy of which is personified by his Rudra form—unites with the mundane instrumental cause, Māyā; but he is unable to act without being empowered by Mahā-Viṣṇu, who represents the direct Divine Power of Kṛṣṇa. Therefore, the material seminal element (*Mahat-tattva*) can come forth only when Kṛṣṇa's Plenary Expansion, that is—the Primal *Avatāra* Mahā-Viṣṇu who is a Plenary Portion of Mahā-Saṅkarṣaṇa, who is a Plenary Expansion of Kṛṣṇa—sanctions the mutual function of Śiva's Māyā potency and the efficient causal primordial material elements.

With Mahā-Viṣṇu's sanction, the Śiva potency progressively creates ego (*aharikāra*) and the five basic elements (*pañca-bhūta*) of ether, etc., the subtle form of their attributes (sense objects, *tanmātra*), and the mundane senses of the (conditioned) soul. The individual souls or *jīvas* emanate as particles of the rays of the Effulgence of Mahā-Viṣṇu. This will be elucidated later in this commentary. [10]

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।
सहस्रबाहुर्विश्वात्मा सहस्रांशः सहस्रसूः ॥ ११ ॥

*sahasra-śīrṣā puruṣah sahasrākṣah sahasra-pāt
sahasra-bāhur viśvātmā sahasrāṁśah sahasra-sūḥ [11]*

अनूबाद । सेइ जगत्पति महाविष्णुव सहस्र-सहस्र मन्त्रक, सहस्र-सहस्र लोचन, सहस्र-सहस्र चरण, सहस्र-सहस्र बाहु, सहस्र-सहस्र अंशे सहस्र-सहस्र अवतार एवं तिनि विश्वाज्ञा एवं सहस्र-सहस्र जनके सृष्टि करेन ॥११॥

तात्पर्य । सेइ सर्ववेद-स्तवनीय महाविष्णु—अनन्त-कारणशक्ति-विशिष्ट एवं अवतारसकलेर मूल आद्यावतार पूरुष ॥११॥

Translation: That Lord of the universe, Mahā-Viṣṇu, possesses thousands upon thousands of Faces, thousands upon thousands of Eyes, thousands upon thousands of Feet, thousands upon thousands of Arms, thousands upon thousands of Incarnations in thousands upon thousands of Plenary Expansions; He is the Soul of the universe and the Creator of thousands upon thousands of living beings. [11]

Purport: Mahā-Viṣṇu, the Object of worship of the hymns of all the *Vedas*, is endowed with Infinite Senses and Potencies, and He is the Original *Avatāra* from whom all other *Avatāras* descend. [11]

नारायणः स भगवानापस्तस्मात् सनातनात्।
 आविरासीत् कारणाणो-निधि: सङ्कर्षणात्मकः।
 योगनिद्रां गतस्तस्मिन् सहस्रांशः स्वयं महान्॥ १२ ॥

*nārāyaṇah sa bhagavān āpas tasmāt sanātanāt
 āvir āśūt kāraṇārno-nidhiḥ saṅkarṣaṇātmakah
 yoganidrāṁ gatas tasmin sahasrāṁśah svayam mahān [12]*

অনুবাদ । সেই মহাবিষ্ণুই মায়িক-জগতে ‘নারায়ণ’-নামে উক্ত । সেই সনাতন-পূরুষ হইতেই কারণসমূহ-জল উৎপন্ন হইয়াছে । পরব্যোমস্থ-সঞ্চরণাংশ সেই সহস্রাংশ পরম-পূরুষ ভগবান् তাহাতে যোগনিদ্রা-গত হইয়া শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য । স্বরূপানন্দ-ক্লপ আনন্দ-সমাধি ই ‘যোগনিদ্রা’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । পূর্বেও রমাদেবীই যোগমায়ারূপা ‘যোগনিদ্রা’ ॥ ১২ ॥

Translation: Mahā-Viṣṇu is known as ‘Nārāyaṇa’ in the mundane world. From this eternal Personality the water of the Causal Ocean is born. A Plenary Portion of Saṅkarṣaṇa of the Paravyoma, with thousands upon thousands of Plenary Expansions, He is the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Male; for His Divine Sleep (*Yoga-nidrā*) He reclines upon those waters of the Causal Ocean. [12]

Purport: The Supreme Lord’s Ecstatic Trance in the intrinsic Joy of His Own Self is called *Yoga-nidrā*. Rāmādevī, mentioned previously, is Herself Yoganidrā Personified as Yogamāyā, the Divine Potency of the Lord. [12]

तद्रोमबिल-जालेषु भीजं सङ्कर्षणस्य च ।
हैमान्यण्डानि जातानि महाभूतावृतानि तु ॥ १३ ॥

*tad-roma-bila-jāleṣu bījāṁ saṅkarṣaṇasya ca
haimāny-andāni jātāni mahābhūtāvṛtāni tu [13]*

অনুবাদ । মহাবিষ্ণুর রোমবিবরসমূহে সঙ্কর্ষণের চিদ্বীজসমূহ অনন্ত-
হৈমান্যক্ষেত্রে জাত হয়; সেই সকল হৈমান্য মহাভূতদ্বারা আবৃত থাকে ॥ ১৩ ॥

তাত্পর্য । কারণাগৰ্বে শয়ান আদ্যাবত্তার পুরুষ একাপ বৃহদ্ব্যাপার যে, তাহার
শরীরের লোমকৃপসমূহে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডবীজ উৎপন্ন হয় । ঐ ব্রহ্মাণ্ডচয়—
চিজ্জগতের অনন্তধারের অনুকরণ; যতক্ষণ পুরুষাবত্তারের দেহে থাকে,
ততক্ষণ তাহারা—চিদাভাসক্রম স্বর্ণাঙ্গের ন্যায়; অথচ, মহাবিষ্ণুর জগৎসকল-
ক্রমে মায়িক-নিমিত্তোপাদানাংশ-গত মহাভূতগণের ভূতসূক্ষ্মাংশ তাহাদিগকে

Translation: The Divine Seeds of Saṅkarṣaṇa are born from the Pores of Mahā-Viṣṇu as infinite golden egg-cells; those golden cells are covered by the five predominant material elements. [13]

Purport: Such is the colossal magnitude of the function of the Primal *Avatāra* Personality who reclines on the waters of the Causal Ocean. Infinite billions of 'seeds,' each a universe, are produced from the cavities of His Bodily Pores. Those universes are copies of the Infinite Abode of the Spiritual World; as long as they remain within the Body of the *Puruṣāvatāra*, they are, as a lower or hazy aspect of Divinity (*Cidābhāsa*), something like golden eggs; but when Mahā-Viṣṇu decides to bring about the creation of this world, the subtle existence of the predominant material elements—which participates as a

আবরণ করিয়া থাকে। পুরুষের নিষ্ঠাসের সহিত সেই সকল হৈমাণ বাহির হইয়া যখন মায়ার অসীম-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে, তখন অপস্থীকৃত ভূতদ্বারা পরিবর্কিত হয় ॥১৩॥

factor of the Māyik instrumental and efficient causes—envelops them. Those golden ‘cosmic eggs’ emanate with the exhalation of the Supreme Personality, and when they enter into the unlimited womb-chamber of Māyā they are augmented by the unamalgamated five mundane elements (earth, water, fire, air and ether). [13]

प्रत्यण्डमेवमेकांशादेकांशाद्विशति स्वयम् ।
सहस्रमूर्ढा विश्वात्मा महाविष्णुः सनातनः ॥ १४ ॥

*praty-anḍam evam ekāṁśād ekāṁśād viśati svayam
sahasra-mūrddhā viśvātmā mahāviṣṇuh sanātanaḥ [14]*

अनुवाद । सेइ महाविष्णु प्रत्येक ब्रह्माण्डे एक-एक-अंशे प्रवेश करिलेन । प्रत्येक ब्रह्माण्डे प्रविष्ट तदीयांशसकल—तदीय विभूतिमय अर्धां सनातन महाविष्णुरापे सहस्र-सहस्र-मन्त्रकविश्विष्ट विश्वात्मा ॥१४॥

तांपर्य । कारणाकृते श्याम महाविष्णु—महा-सकर्वग्रेर अंश; ताहा हइते यत ब्रह्माण्ड बाहिर हइल, से-सकल ब्रह्माण्डे अर्धां अंशकापे प्रविष्ट हइलेन । सेइ प्रत्येक-अंशहि गर्भोदकशायी पूरुष एवं सर्वभावेइ महाविष्णु-सदृश । ताहाके समष्ट्यन्तर्यामि-पूरुषो बला याय ॥१४॥

Translation: That Mahā-Viṣṇu enters into each and every universe (or cosmic egg) in His individual Plenary Portions. All those Divine Portions are His Supramundane Almighty Form—the Eternal Form of Mahā-Viṣṇu with thousands upon thousands of heads—the Soul of the universe. [14]

Purport: Mahā-Viṣṇu reclining on the Causal Ocean is the Plenary Portion of Mahā-Saṅkarṣaṇa; as many universes emanate from Him, He enters into every one of them as His Personal Portions. Every one of those Portions is the Garbhodakaśāyī Puruṣa, who is in all respects similar to Mahā-Viṣṇu. Garbhodakaśāyī Viṣṇu is known as the aggregate *Antaryyāmi* or the collective, omnipresent Super-soul of the universes. [14]

वामाङ्गादसृजद्विष्टुं दक्षिणाङ्गात् प्रजापतिम्।
ज्योतिर्लिङ्गमयं शम्भुं कृच्छ्रदेशादवासृजत्॥ १५ ॥

*vāmāṅgād asrjad viṣṇurū ḍakṣināṅgāt prajāpatim
jyotir-līṅgamayam śambhum kūrcca-deśād avāsrjat [15]*

अनुवाद । सेहि महाबिष्टु श्रीय वामाङ्ग हइते विष्टुके, दक्षिणाङ्ग हइते प्रजापतिके एवं कृच्छ्रदेश अर्थां ज्ञात्य-मध्य हइते ज्योतिर्लिङ्गमय शम्भुके सृष्टि करिलेन ॥१५॥

तांपर्य । बाष्ट्यन्तर्यामी क्षीरोदकशायी पूरुषहि श्रीबिष्टु । हिरण्यगर्भराप भगवदंशहि प्रजापति; इनि—चतुर्मुख एका हइते पृथक्; एই हिरण्यगर्भहि अनन्त-त्रासान्तेर प्रत्येक-त्रासार वीजात्मा । ज्योतिर्लिङ्गमय शम्भु—तदीय मूलतत्त्व आदिलिङ्गरूप शम्भुर (याहार विषय पूर्वे उक्त हइयाछे, ताहार) प्रभृत प्रकाश-मात्र । विष्टु—महाबिष्टुर शांशतत्त्व, अतएव सर्वमहेश्वर; एवं प्रजापति ओ

Translation: Mahā-Viṣṇu created Viṣṇu from His left side, Prajāpati from His right side, and He created Śambhu, the Divine manifested masculine effulgence, from between His Eyebrows. [15]

Purport: Here, Śrī Viṣṇu refers to the individual *Antar-yyāmi* or Supersoul present in the hearts of all *jīvas*, the *Kṣirodakaśāyi Puruṣa* reclining on the ocean of milk. Prajāpati or ‘primal progenitor’ as the Supreme Lord’s Portion, *Hiraṇyagarbha*, is distinct from four-headed Brahmā in that he is the seed principle of all the Brahmās of the countless universes. The Divine manifested masculine effulgence form of Śambhu is the plenary manifestation of his origin, the original primal male generative Śambhu (who has been described previously).

শক্তি—মহাবিষ্ণুর বিভিন্নাংশ, অতএব আধিকারিক দেববিশেষ। স্থীয় শক্তি বামে থাকেন বলিয়া শ্রীমহাবিষ্ণুর চিহ্নস্তু হইতেই বামাঙ্গে বিষ্ণুর উদয়। বিষ্ণুই ঈশ্বরকাপে প্রাত্যক্ষ-জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। বেদে ‘অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ’ বলিয়া তাহারই বর্ণন শুনা যায়; তিনিই পালনকর্তা; কর্ম্মলোকসমূহ তাহাকেই ‘যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ’ বলিয়া পূজা করেন এবং যোগিগণ ‘পরমাত্মা’ বলিয়া ধ্যান করত সমাধি প্রত্যাশা করেন ॥১৫॥

Viṣṇu is the Plenary Expansion Entity (*Svāṁśa-tattva*) of Mahā-Viṣṇu, and thus He is *Sarvva-Maheśvara* or the Supreme Lord of all; and Prajāpati *Brahmā* and Śambhu are Mahā-Viṣṇu's separated parts (*vibhinnāṁśa*), and thus they are gods of delegated office. Since the Lord's Personal Potency always stays at His left side, Viṣṇu, who appears from Mahā-Viṣṇu's Transcendental Potency of Unalloyed Reality, appears from the left side of His Body.

Viṣṇu is the Supersoul present within the hearts of all *jīvas*. He is the Personality of Godhead described in the *Vedas* as being the measure of a thumb; He is the Preserver; the *karmmīs* or elevationists worship Him as ‘*Yajñeśvara Nārāyaṇa*’ or the Lord of sacrifices, and the *yogīs* meditate on Him as *Paramātman*, desiring to become one with Him. [15]

अहङ्कारात्मकं विश्वं तस्मादेतद्व्यजायत ॥ १६ ॥

ahaṅkārātmakam viśvam tasmād etad vyajāyata [16]

अनुवाद । जीवसमूहे शब्दार क्रिया एই ये, सेहि शब्द हइतेहि अहङ्कारात्मक विश्व उৎपन्न हइयाछे ॥ १६ ॥

तात्पर्य । मूलतर्त्त्वे भगवन्त्व—पृथगभिमान-शून्य सर्वसमृद्धय । मायिक-जगते ये विभिन्नाभिमानरूप लिङेर अर्थात् चिह्नित पृथक् सत्त्वार उदय हय, ताहा सेहि शूद्धसत्त्वारहि मायिक प्रतिफलन एवं ताहाहि आदि-शब्दारपाले रमादेवीर विकार-रूप मायिक-योन्यात्मक आधार-तर्त्त्वे मिलित; से-समरे शब्द—केवल-द्रव्य-बृहत्यात्मक उपादान-तर्त्त्व मात्र । आबार, ये समरे तस्मादिकाशक्रमे प्रत्येक अक्षाणि प्रकाशित हय, तथन ज्ञानेश-ज्ञात शब्दातह्येओ विकाशरूप रुद्रतत्त्व उदित

Translation: This world of mundane ego has been born of Śambhu. This is Śambhu's function in relationship with the *jīvas*. [16]

Purport: The most original unadulterated Entity is the Supreme Personality of Godhead, the All-Truth, free from any conception of separate egoism. The separate masculine organic egoism, that is, the separate symbolic existence that appears in the mundane world, is only an illusory reflection of that Pure Existence; and represented by the original Śambhu, that existence unites with the distorted representation of Rāmādevī, the Māyik or mundane female womb receptacle principle; at that point, Śambhu is represented as the efficient cause only in terms of elementary matter. Again, when in the course of evolution all the universes are manifest the evolved conception of 'Rudra' also appears within the entity of Śambhu who is, as previously explained,

হয়; তথাপি সকল-অবস্থায়ই শঙ্কুতত্ত্ব—অহঙ্কারাজ্ঞক । পরমাত্মার চিংকিরণ হইতে উদিত হইয়া চিৎকণ অনন্ত জীবসমূহ আপনাদিগকে ‘ভগবদ্বাসমাত্র’ অভিমান করিলে মায়িক-জগতের সহিত তাহাদের আর সম্বন্ধ থাকে না; তাহারা বৈকৃষ্ণগত হয় । সেই অভিমান ভুলিয়া তাহারা যখন মায়ার ভোগা হইতে চায়, তখনই সেই শঙ্কুর অহঙ্কার-তত্ত্ব তাহাদের সন্তায় প্রবেশ করত তাহাদিগকে পৃথগ্ভোগৃতত্ত্ব করিয়া দেয় । সুতরাং শঙ্কুই অহঙ্কারাজ্ঞক বিশ্ব এবং জীবের মায়িক-দেহাত্মানের মূলতত্ত্ব ॥১৬॥

born from the brow of Mahā-Viṣṇu; however, the entity of Śambhu is constitutionally egoistic (*ahaṅkārātmaka*) in all circumstances.

When the endless *jīvas*—who are sparks of *Cit* or transcendental consciousness emanating from the *Cit*-rays of the *Paramātman*—identify themselves in the (pure) ego of exclusive servitors of the Supreme Lord, their relationship with the Māyik world no longer endures; they become members of the Vaikunṭha World. When they forget that ego and want to become enjoyers of Māyā, the egoistic principle of Śambhu enters their existence and gives them the frame of reference of being separate enjoyers.

Thus, Śambhu is the basic truth underlying the egoistic world and the mundane bodily ego of the *jīvas*. [16]

अथ तैत्तिरिधैर्वेशौर्लोकामुद्भवः किल ।
योगनिद्रा भगवती तस्य श्रीरिव सङ्गता ॥ १७ ॥

*atha tais trividhair veśair līlām udvahataḥ kila
yoganidrā bhagavatī tasya śrīr iva saṅgatā [17]*

অনুবাদ । তদনন্তর সেই মহাপুরুষ ভগবান् ব্ৰহ্মাণ্ড-প্ৰবিষ্ট বিষ্ণু, প্ৰজাপতি ও শত্রু, এইৱৰ্গ ত্ৰিবিধি বেশ ধাৰণ কৰতঃ পালন, সৃষ্টি ও সংহাৰ-কৰ্পা লীলা কৰিতে থাকেন । এই লীলা—জড়ীয়-মায়াৰ অন্তর্গত; সুতৰাং তৃষ্ণ্য বলিয়া, ভগবানেৰ নিজসন্তানাপ বিষ্ণু স্বীয় চিছন্তিৰ অংশভূতা স্বরূপানন্দ-সমাধিময়ী ভগবতী যোগনিদ্ৰাৰ সহিত সঙ্গ কৰেন ॥১৭॥

তাৎপৰ্য । বিভিন্নাংশগত প্ৰজাপতি ও শত্রু, উভয়েই ভগবত্তু হইতে পৃথিগভিমান-বশতঃ চিছন্তিৰ ছায়াবিশেষ স্বীয় স্বীয় সাবিত্ৰী ও উমাকূপা অপৰা শক্তিৰ সহিত বিলাস কৰেন । ভগবান् বিষ্ণুই একমাত্ৰ চিছন্তিৱাপা রমার বা শ্ৰীৰ পতি ॥১৭॥

Translation: Thereafter, that Supreme Personality of Godhead, having entered the universe in the guises of Viṣṇu, Brahmā and Śambhu, enacts His pastimes of sustenance, creation and annihilation. These pastimes pertain to the mundane world; thus, since they are of a lower order, the Lord remains aloof, consorting with His Yoganidrā who is an Aspect of His Divine Potency in His Inherent Existence as Viṣṇu. She is the Female Embodiment of His Trance of Intrinsic Divine Ecstasy. [17]

Purport: As separated parts (*vibhinnāṁśa*) of the Entity of the Lord, both Prajāpati and Śambhu are within the purview of separate egoism and thus each consort with their own *alternate* potencies in the forms of Sāvitri and

Umā. Only *Bhagavān*, the Supreme Personality of God-head Viṣṇu, is the Lord of the Divine or *Cit*-Potency Personified in the Form of Ramā or Śrī. [17]

सिसृक्षायां ततो नाभेस्तस्य पदं विनिर्व्ययौ ।
तन्मालं हेमनलिनं ब्रह्मणो लोकमद्भुतम् ॥ १८ ॥

*sisr̥kṣāyāṁ tato nābhes tasya padmar̥ viniryyayau
tan-nālāṁ hema-nalināṁ brahmaṇo lokam adbhuṭam [18]*

अनुवाद । गर्भोदकशायि-विश्वरु सृष्टि करिवार इच्छा हईले तदीय नाभि
हैते एक हेमपद्मेर उदय हय । सेहि नाल-युक्त सूर्वर्ण-पराइ ब्रह्मार आवास-
स्थानक्राप ब्रह्मलोक वा सत्यलोक ॥१८॥

तांपर्य । एहले ‘सूर्व’-शब्दे चिदाभास ॥१८॥

Translation: When Garbhodakaśāyī Viṣṇu desires to create the universe, a golden lotus flower appears from His Navel. Situated on a stem, that lotus is Brahmaloka or Satyaloka, the abode of Lord Brahmā. [18]

Purport: Here the word ‘gold’ refers to *cidābhāsa*—the hazy aspect or reflection of Divinity. [18]

तत्त्वानि पूर्वारुद्धानि कारणानि परस्परम् ।
 समवायाप्रयोगाच्च विभिन्नानि पृथक् पृथक् ॥
 चिच्छक्त्या सञ्जमानोऽथ भगवानादिपूरुषः ।
 योजयन् मायया देवो योगनिद्रामकल्पयत् ॥ १९ ॥

*tattvāni pūrvvārūḍhāni kāraṇāni paraspāram
 samavāyāprayogāc ca vibhinnāni prthak prthak
 cic-chaktyā sajjamāno 'tha bhagavān ādi-pūruṣah
 yojayan māyayā devo yoganidrām akalpayat [19]*

अनुवाद । पक्षीकरणेर पूर्वे मूल-भूतसकल रूढ़भावे भिन्नभिन्न रूपे पृथक् पृथक् हिल । एकत्रीकरण वा समवायेर अप्रयोगहि ताहार कारण । आदिपूरुष भगवान् महाविष्णु श्रीय चिच्छक्ति-सञ्ज्ञाराहि मायाके चालनपूर्वक समवाय-प्रयोग-धारा सेहि पृथक् पृथक् तत्त्वशुलिके योग करतः सृष्टि करिलेन । ताहु करिया सूयं चिच्छक्ति-सञ्ज्ञाग्रकप योगनिद्रा-रूप रखिलेन ॥ १९ ॥

तांपर्य । “मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सच्चाचरम् ।” एই शीतावाक्योर

Translation: Prior to their amalgamation, the five predominant material elements remained in their crude state, separate in different forms. At this point, the process of combining them had not yet ensued. By associating with His Divine Potency, the Primeval Personality of Godhead Mahā-Viṣṇu moved Māyā and united those separate elements by His process of amalgamating or harmonizing them, and executed the creation of the material world. And He remained absorbed in Yoganidrā, which is His consort-hood with His Divine Potency. [19]

Purport: मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सच्चाचरम् । *mayādhya kṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sacarācaram:* “All moving and nonmoving

তাৎপর্য এই যে, আদৌ চিছক্তির ছায়ারূপা মায়া নিশ্চলা ছিল এবং তাহার উপাদানাংশগত প্রব্যবৃহৎ পৃথক্ পৃথক্ অসংযুক্ত ছিল। কৃষ্ণেছায়া অর্থাৎ মহাবিষ্ণুর বিক্রমে সেই মায়ার নিমিত্তাংশ ও উপাদানাংশ সংযোজিত হওয়ায় কার্যকলাপ-জগৎ প্রকটিত হইল। তাহা হইলেও ভগবান् স্বয়ং তৎসমস্তকে চিছক্তি-যোগনিদ্রা-যুক্ত রাখিলেন। ‘যোগনিদ্রা’ বা ‘যোগমায়া’-শব্দে এইকলপ বুঝিতে হইবে;—চিছক্তির স্বভাব প্রকাশময়, কিন্তু তাহার ছায়ার স্বভাব—জড়-তমোময়। কৃষ্ণের যখন জড়-তমোময়-ব্যাপারে কিছু প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়, তখন স্বীয় চিছক্তি-বিক্রমকে নিশ্চলা ছায়ারূপা মায়াতে যোগ করিয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করেন; তাহাই ‘যোগমায়া’। তাহাতে দুই-প্রকার প্রতীতি

beings are created by Mother Nature, according to My direction.” The purport of this statement in *Sri Gītā* is as follows. Initially, Māyā, the shadow of the *Cit* Potency or Divine Potency, was inactive; also, the elements of her expanse of ingredients that would form the efficient cause of creation were separate and unamalgamated. By Kṛṣṇa's will, that is, by the agency of the Power of Mahā-Viṣṇu, the instrumental and efficient parts of Māyā were united, and the effect in the form of the material world was manifest. Despite that, throughout that entire function the Supreme Lord Himself remained united with His Divine Potency, *Yoganidrā*.

The word ‘*Yoganidrā*’ or ‘*Yogamāyā*’ should be understood as follows: the nature of the Divine Potency is illuminating or revelatory, while the nature of Her shadow potency is to manifest the darkness of mundane ignorance. When Kṛṣṇa wishes to illuminate or reveal something in the affairs of the material world of darkness, He executes

আছে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠনিষ্ঠ-প্রতীতি ও জড়তমোনিষ্ঠ-প্রতীতি। কৃষ্ণ, কৃষ্ণের স্বাংশ ও শুক বিভিন্নাংশ-জীবসকল এই কার্য্যে বৈকুণ্ঠনিষ্ঠ-প্রতীতি অনুভব করেন; আর জড়বন্ধ-জীবগণ এই কার্য্যে জড়তমোনিষ্ঠ-প্রতীতি অনুভব করেন। জড়বন্ধ-জীবের অনুভব-ক্ষিয়ায় চিদনৃতবের যে আবরণ, তাহারই নাম—‘যোগনির্দা’; ইহাও ভগবচ্ছক্ষিপ্তভাব। এই তত্ত্ব পরে আরও বিশদক্রাপে বিচারিত হইবে ॥১৯॥

the task by contacting (*yoga*) the inert shadow of Māyā with the Super-Power of His Divine Potency; and this is the constitution of ‘*Yogamāyā*.’

Herein are two connotations—the Vaikuṇṭha connotation and the worldly, ignorant connotation. Kṛṣṇa, Kṛṣṇa’s Plenary Expansions (*Svāṁśa*), and those of His separated particles or souls (*vibhinnāṁśa-jīvas*) that are completely pure, experience the Vaikuṇṭha connotation in that revelation, while the materially conditioned souls feel a mundane, ignorant connotation. A screen veils the spiritual experience in the perceptual faculties of the materially conditioned souls, and this screen goes by the name ‘*Yoganidrā*; this is also the influence of the Potency of the Supreme Lord. This principle will be dealt with more elaborately later. [19]

योजयित्वा तु तान्येव प्रविवेश स्वयं गुहाम्।
गुहां प्रविष्टे तस्मिंस्तु जीवात्मा प्रतिबुध्यते ॥ २० ॥

*yojayitvā tu tāny eva praviveśa svayam guhām
guhām praviṣṭe tasmīṁs tu jīvātmā pratibudhyate [20]*

অনুবাদ । সেইসকল পৃথক পৃথক তত্ত্বকে যোজন করিয়া অনন্ত মায়িক-
অঙ্গাণি প্রকাশ করতঃ তিনি স্বয়ং ‘গুহায়’ অর্থাৎ প্রত্যেক বিরাজুবিশ্বহের
অন্তর্ভুলে প্রবেশ করিলেন । তৎকালৈ প্রলয়-কালীন-নিম্নাগত জীবসমূহ
প্রতিবৃক্ত অর্থাৎ জাগত হইল ॥২০॥

তাত্পর্য । শাব্দে অনেকস্থলে ‘গুহা’-শব্দের অনেক অর্থ । কোন-স্থলে
অপ্রকটলীলাকে ‘গুহা’ বলিয়াছেন, কোন-স্থলে বা ব্যষ্টি-অন্তর্যামীর স্থানকে
'গুহা' বলিয়াছেন; এবং অনেক-স্থলে প্রতিজীবের হস্তযবিবরকে ‘গুহা’
বলিয়াছেন; মূল কথা এই যে, সাধারণের অপ্রকাশিত স্থানই ‘গুহা’ । জীবস্থা
অর্থাৎ পূর্ববর্কলো যেসকল জীব মহাপ্লায়ে ব্ৰহ্মার জীবনাবসানে হৱিতে সহ্যপ্রাপ্ত

Translation: Amalgamating all those disjointed elements,
He manifested endless mundane universes and Personally
entered into the *guhā*, that is, He entered the inner region
of the aggregate of universal forms. At that time, the *jīvas*
who slept at the cataclysm were awakened. [20]

Purport: The word *guhā* has been given many interpretations in the Scriptures. In certain places the unmanifest Pastimes of the Lord have been referred to as *guhā*, and elsewhere the place of location of the individual Supersoul of each universe has been referred to as *guhā*; also in many places, the innermost recess of each *jīva*'s heart has been called *guhā*. The basic point is that any place that is unrevealed to the general observer is known as *guhā*.

হিল, তাহারা পূর্ব-কর্মবাসনানুসারে পুনরায় জগতে প্রকাশিত হইলেন ॥২০॥

In the previous millennium, all the *jīvas* that were merged in the Body of the Supreme Lord Hari during the great universal devastation that occurred at the end of Lord Brahmā's lifetime were again manifest in the world in positions according to the impulses of their previous worldly actions or *karmma* (*jīvātmā pratibudhyate*). [20]

स नित्यो नित्यसम्बन्धः प्रकृतिश्च परैव सा ॥ २१ ॥

sa nityo nitya-sambandhah prakṛtiś ca paraiva sā [21]

অনুবাদ। সেই জীব—নিত্য এবং ভগবানের সহিত অনাদি-অনন্তকালব্যাপী নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট; তিনি—পরা-প্রকৃতি ॥২১॥

তাৎপর্য। সূর্য ও তদীয় রশ্মিজালের যেকোপ নিত্যসম্বন্ধ, চিন্ময়-সূর্য ভগবান ও জীবগণেরও সেইকোপ নিত্যসম্বন্ধ। জীবগল—তাহার চিৎকরণকণ, সুতরাং মায়িক বস্তুর ন্যায় তাহারা অনিত্য নহেন। কিরণকণক-প্রযুক্তি জীবগণ কৃষ্ণের প্রণগণের কণস্বরূপ লাভ করিয়াছেন; সুতরাং জীব—জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাত্ত্বস্বরূপ, অহংতা-ভাবস্বরূপ, ভোক্তৃত্বস্বরূপ, মস্তুত্বস্বরূপ ও কর্তৃত্বস্বরূপ। কৃষ্ণ—বিভু, আর জীব—অণু, ইহাই পরম্পর ভেদ-লক্ষণ। নিত্যসম্বন্ধ এই যে, জীব—নিত্য ভগবদ্বাস এবং ভগবান—তাহার নিত্য প্রভু। ভগবদ্বাস-সম্বন্ধেও

Translation: The *jīva* is eternal, and has an eternal relationship with the Lord for beginningless and endless time; he is of the superior or transcendental energy. [21]

Purport: As there is a perpetual relationship between the sun and its rays of effulgence, the Supreme Lord and the *jīvas* similarly have an eternal relationship. The *jīvas* are atomic particles of His rays of consciousness or Divine Potency, and thus they are not temporary like any mundane substance. Being particles of the rays of His Effulgence, they have inherited a minute proportion of Kṛṣṇa's Qualities; therefore, the *jīva* is an embodiment of perception, the perceiver, egoism, the enjoyer, the thinker and the doer.

The mutual distinction between Kṛṣṇa and the *jīva* is that Kṛṣṇa is Almighty while the *jīva* is atomic. Their eternal relationship is that the *jīva* is the eternal servitor of the

জীবের যথেষ্ট অধিকার। “অপরেয়মিতস্তন্যং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।”—এই গীতাবাক্যের দ্বারা, জীব যে কৃষ্ণের পরা-প্রকৃতি, তাহা জানা যাইতেছে; শুন্ধ জীবাত্মার সমস্ত গুণই অপরা-প্রকৃতিগত অহঙ্কারাদি অষ্টগুণের অভিত; সুতরাং জীবশক্তি কুম্ভ হইলেও মায়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই শক্তির অপর নাম—তটস্থা-শক্তি অর্থাৎ ইহ—মায়া ও চিংতক্রে মধ্যরেখায় অবস্থিত; অগুড়প্রযুক্ত মায়াবশ-যোগ্যা, কিন্তু মায়ার প্রত্যু কৃষ্ণের বশীভৃত ধাকিলে আর মায়াবশ হইতে হয় না। অনাদি-মায়াবদ্ধ-জীবেরই সংসার-ক্লেশ ও পুনরাবৃত্তি ॥২১॥

Supreme Lord, and the Lord is his Eternal Master. The *jīva* is also endowed with ample eligibility in respect to *Rasa* or a Divine Ecstatic Relationship with the Lord.

The statement of *Śrī Gītā* অপরেয়মিতস্তন্যং প্রকৃতি বিদ্ধি মে পরাম্। *apareyam itas tv anyāṁ prakṛtiḥ vidhi me parām* informs us that the *jīvas* are of Kṛṣṇa's superior or transcendental energy; all the qualities of the pure soul are transcendental to the eight material qualities of ego, etc. Therefore, the *jīva*-potency, despite the minuteness of its magnitude, is constitutionally superior to illusion or *māyā*.

Another name of the *jīva*-potency is *tatasthā-śakti*, or ‘marginal potency,’ being that he is located on the line of demarcation between the plane of *Māyā* and Divinity; due to his minuteness he is prone to be captivated by illusion, but when he remains submissive to Kṛṣṇa, the Master of *Māyā*, he is no longer susceptible to the thralldom of *Māyā*. The conditioned soul who is captivated by *Māyā* since time immemorial must undergo worldly tribulation and sorrow, and be reborn again and again. [21]

एवं सर्वात्मसम्बन्धं नाभ्यां पद्मं हरेभूत्।
तत्र ब्रह्माभवद्भूयश्चतुल्प्लेदी चतुर्मुखः ॥ २२ ॥

*evam sarvātma-sambandharūpā nābhyaṁ padmarūpā harer abhūt
tatra brahmābhavat bhūyaś caturvvedī caturmmukhaḥ [22]*

অনুবাদ । বিষ্ণুর নাভিদেশে যে পদ্ম উদিত হয়, তাহাই সর্বাত্মসম্বন্ধযুক্ত । চতুর্মুখ চতুর্বেদী ব্রহ্মা সেই পদ্মে উদিত হন ॥২২॥

তাৎপর্য । শঙ্খ-প্রবিষ্ট পুরুষ হইতে সমষ্টি-জীবাধিষ্ঠানরূপ সেই পদ্ম উদিত । সমষ্টি-দেহভিমানী হিরণ্যগর্ভরূপ মূল-ব্রহ্মা হইতেই ভোগবিগ্রহরূপ চতুর্মুখ-ব্রহ্মার জন্ম । ব্রহ্মার যেরূপ আধিকারিক-দেবতা, তজ্জপ বিভিন্নাংশরূপে কৃষ্ণাশঙ্কও সিদ্ধ ॥২২॥

Translation: The lotus that appears from the Navel of Viṣṇu is linked in the relativity of all souls. Four-headed Brahmā, the knower of the four *Vedas*, takes his birth within that lotus. [22]

Purport: That lotus, which is the residence of the aggregate *jīvas*, appears from the *Puruṣa* omnipresent within the universal forms. The personification of worldly pleasure, four-headed Brahmā, is born from the Original Brahmā, Hiranyagarbha, who represents the aggregate *jīvas* in conditioned bodily existence. Thus, the position of Lord Brahmā is elucidated: as a god of delegated power, he similarly has the property of being a part of Kṛṣṇa as a separated portion (*vibhinnāṁśa*). [22]

সন্নাতো ভগবচ্ছত্যা তত্কালং কি঳ চৌদিতঃ ।
 সিৱুক্ষায়া মর্তি চক্রে পূর্বসংস্কারসংস্কৃতম্ ।
 দদর্শ কেবল ধ্বান্ত নান্যত কিমপি সর্বতঃ ॥ ২৩ ॥

*sanjāto bhagavac-chaktyā tat-kālam kila coditah
 sisr̥kṣayām matir̥ cakre pūrvva-sam̥skāra-sam̥skṛtam
 dadarśa kevalam dhvāntarām nānyat kim api sarvvataḥ [23]*

অনুবাদ । উৎপন্ন হইয়া ভগবচ্ছত্যি-পরিচালিত ব্ৰহ্মা পূর্ব-সংস্কারানুসারে সৃষ্টিবিষয়ে মতি কৱিলেন, কিন্তু সৰ্বদিকে অক্ষকাৰ বাতীত কিছুই দেখিতে পাইলেন না ॥ ২৩ ॥

তাৎপৰ্য । ব্ৰহ্মার সৃষ্টি-চেষ্টা কেবল পূর্বসংস্কার-ক্রমেই হয় । সকলজীবই পূর্ব-সংস্কারানুসারে স্বভাব লাভ কৱিয়া থাকেন; সেই স্বভাবানুসারেই জীবের চেষ্টার উদয় হয়,—ইহাকেই ‘অদৃষ্ট’ বা ‘কৰ্মফল’ বলে । পূর্বকঞ্জে তিনি যে-সকল কৰ্ম কৱিয়াছিলেন, তদনুসারেই তাহার স্বভাব-চেষ্টা হয় । কোন-কোন ঘোগ্যজীবের ব্ৰহ্মাত-লাভও এইরাগেই হয় ॥ ২৩ ॥

Translation: Upon his birth, Lord Brahmā, directed by the Potency of the Supreme Lord, contemplated the matter of creation according to the tendencies shaped by his previous lives (*pūrvva-sam̥skāra*); but he could see nothing but darkness in all directions. [23]

Purport: Lord Brahmā’s attempt to create is only the result of impulses shaped by his previous situations. Every *jīva* accrues a nature and personality according to such a process, and by dint of that nature the *jīva*’s attempts take shape. This is known as the ‘unseen’ or the ‘fruit of action’ (*karmma-phala*). Lord Brahmā’s natural impulse ensues by dint of his deeds in the previous age. In the same way, certain eligible *jīvas* also attain to the post of Brahmā. [23]

उवाच पुरतस्तस्मै तस्य दिव्या सरस्वती ।
 कामकृष्णाय गोविन्द-डे गोपीजन इत्यपि ॥
 वलभाय प्रिया वहर्मन्त्रं ते दास्यति प्रियम् ॥ २४ ॥

*uvāca puratas tasmai tasya divyā sarasvatī
 kāma-kṛṣṇāya govinda-ñe gopijana ity api
 vallabhāya priyā vahner mantram te dāsyati priyam [24]*

अनुवाद । श्रीभगवानेर दिव्या सरस्वती तथन सर्वदिके अङ्ककार-दृष्ट्वा ब्रह्माके एहीरूप बलिलेन,—हे ब्रह्म! “क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा”—एही मन्त्रहै तोमार अभीष्ट सिद्धि कराइवे ॥२४॥

तात्पर्य । कामबीज-संयुक्त अष्टादशाङ्कर-मन्त्रहै सर्वोत्तम । इहार दूइप्रकार अवृत्ति; एकप्रकार अवृत्ति एही ये, शुद्ध-जीवके परम-चित्ताकर्षक गोकुलपति एवं गोपीजनपति कृष्णेर प्रति धावमान कराय;—इहाइ जीवेर चित्प्रवृत्तिर पराकार्ता । साधक निष्ठाम हहिले एहीरूप सिद्ध प्रेमफल प्राप्त हन; किञ्च

Translation: Then the Divine Vibration of the Supreme Personality of Godhead, Divyā Saraswatī, said to Brahmā as he was seeing darkness all around, “O Brahman, क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा *klīṁ kṛṣṇāya govindāya gopijana-vallabhāya svāhā*—this *Mantra* will bring about the fulfillment of all your cherished desires.” [24]

Purport: The *Mantra* of eighteen syllables including the Seed of Aspiration (*Klīṁ*) is supreme. It has two attributes, one of which is to impell the pure soul towards the Supreme Charmer of the heart, Kṛṣṇa—the Lord of Gokula, the Lord of the Gopīs. This is the acme of the soul’s divine pursuit. When the devotee practitioner becomes free from selfish desire, he can attain to the perfection of Divine Love,

সকাম-সাধকের পক্ষে এই সর্বোচ্চম মন্ত্র অভীষ্টদায়ক হয়। চিদ্বিষয়ে কাম-বীজ—গোলোকশ্চিত-পদ্মমথ্যে নিহিত এবং জড়বিষয়ে প্রতিফলিত কামবীজ মায়িক জগতে সর্বপ্রকার-কাম-প্রদ ॥২৪॥

Prema, in this way. Yet in the case of the practitioner who harbours some personal desires, this supreme *Mantra* fulfills those desires too. In the Divine concept, the Seed of Aspiration is intrinsic within the Lotus of Goloka; and the seed of desire reflected in material objects fulfills all kinds of desires in the Māyik world. [24]

तपस्त्वं तप एतेन तव सिद्धिर्भविष्यति ॥ २५ ॥

tapas tvarīt tapa etena tava siddhir bhavisyati [25]

अनुवाद । हे ब्रह्म! ऐसे मध्येर सहित तप(स्या) कर, ताहा हইलেই
তোমার সকল-সিদ্ধি হইবে ॥২৫॥

তাৎপর্য । ইহার তাৎপর্য স্পষ্টই ॥২৫॥

Translation: “O Brahman, execute penance while contemplating upon this *Mantra*, and you will attain to all perfection.” [25]

Purport: The purport is self-evident. [25]

अथ तेषे स सुचिरं प्रीणन् गोविन्दमव्ययम्।
 श्वेतद्वीपपति कृष्णं गोलोकस्थं परात्परम्॥
 प्रकृत्या गुणरूपिण्या रूपिण्या पर्युपासितम्।
 सहस्रदलसम्पन्ने कोटिकिञ्चल्कबृंहिते॥
 भूमिश्चिन्तामणिस्तत्र कर्णिकारे महासने।
 समासीनं चिदानन्दं ज्योतीरूपं सनातनम्॥
 शब्दब्रह्ममयं वेणुं वादयन्तं मुखाम्बुजे।
 विलासिनीगणवृत्तं स्वैः स्वैरशौरभिष्ठुतम्॥ २६ ॥

*atha tepe sa suciram priyan govindam avyayam
 śvetadvipa-patim kṛṣṇam goloka-stham parātparam
 prakṛtyā guna-rūpiṇyā rūpiṇyā paryupāsitam
 sahasra-dala-sampanne koṭi-kiñjalka-bṛmhite
 bhūmiś cintāmanis tatra karnikāre mahāsane
 samāsinarūpam cidānandam jyoṭirūpam sanātanam
 śabda-brahmamayaṁ veṇum vādayantam mukhāmbuje
 vilāsinīgaṇavṛtam svaiḥ svair arṁśair abhiṣṭutam [26]*

अनुवाद । सेइ अक्षा गोविन्देर प्रसन्नता-लाभेर वासनाय बहुकाल यावৎ श्वेतद्वीप-पति गोलोकस्थ-कृष्णेर उपस्था करिते लागिलेन । ताहार ध्यान एहिरूप;—चिन्तामणि-भूमिते सहस्र-दल-सम्पन्न कोटि-केशर-द्वारा सञ्चित एक परम अवस्थित; ताहार कर्णिकारे एक महासन बर्तमान । तदुपरि चिदानन्द-

Translation: Desiring to attain the Grace of Govinda, Brahmā took up practising long penance for the pleasure of that Lord of Śvetadvīpa, who is none other than Kṛṣṇa in Goloka. Brahmā's meditation followed in this line: in the Land made of wish-fulfilling gems is a thousand-petalled Lotus Flower that blooms with millions of stamens.

জ্যোতীরূপ সনাতন শ্রীকৃষ্ণ সমাচীন। তাহার মুখামুজে শব্দবন্ধনাময় বেণু
সুগীত হইতেছে, এবং তিনি—বিলাসিনী গোপীগণ (কর্তৃক পরিবৃত) ও নিজ-
নিজ-অংশ-বিলাসরূপ পরিকরণাদেরদ্বারা অভিষ্ঠৃত। সেই উপাস্য-বস্তুকে
গুণময়ী কৃপধারিণী প্রকৃতি (বাহিরে থাকিয়া) উপাসনা করিতেছেন ॥২৬॥

তাৎপর্য। ধ্যাত বিষয় যদিও সম্পূর্ণ চিন্ময়, তথাপি নিজের রঞ্জোগুণ-
স্বভাব-বশতঃ গুণরূপণী অর্ধাংসন্তু, রঞ্জঃ ও তমোগুণরূপণী দুর্গাদি-কৃপধারিণী
অপরাশক্তিরূপা মায়া পূজ্যভাবে কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়াছিলেন। যেখানে হৃদয়ে
জড়কাম আছে, সেখানে মায়াদেবীর উপাস্য-তত্ত্বই পূজনীয়। তথাপি মায়াদেবীর
পূজা না করিয়া তাহার উপাস্য-বিষয়ের পূজা করাই অভীষ্টসিদ্ধির হেতু।

In the centre of the Lotus there is a Grand Throne, upon which the Eternal Śrī Kṛṣṇa, the Embodiment of the Effulgence of Divine Loving Ecstasy, is seated. On His Lotus Lips the Flute of Transcendental Sound is vibrating sonorously, and His Glories are sung by the Gopīs of His Pastimes (who surround Him), along with the Gopīs' Associates who are their respective Personal Expansions.

As the Supreme Worshippable Object, He is worshipped (from outside) by *Prakṛti* (Māyā), who is the embodiment of material qualities (*gunas*). [26]

Purport: Māyā's nature is materially active (*rājasik*), and she assumes the forms of Durgā, etc., embodying the qualities of material truth, activation and inertia or *sattva*, *rajaḥ* and *tamoguṇa*; however, the Object of her meditation is completely Transcendental, and thus Māyā—the embodiment of the inferior potency—meditates upon Kṛṣṇa with a reverential or worshipful attitude.

Whoever has material hankering in the heart should wor-

“অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ । তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত
পুরুষং পরম् ॥” এই ভাগবত-বাক্যের অর্থ এই যে, যদিও ভগবদ্বিভূতিরূপ
অন্যান্য দেবতা—কেন কোন বিশেষ-ফলের দাতা, তথাপি বৃক্ষিমাল ব্যক্তি
সেই সেই দেবতার পূজা না করিয়া সর্বফল-প্রদানে শক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরকেই
দৃঢ়ভক্তির সহিত যজন করিবেন । ব্রহ্মা তদনুসারে দূর হইতে মায়াদেবীর
উপাস্য-তত্ত্বরূপ গোলোকবিলাসী কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়াছিলেন । অন্যাভিলাষিতা-
শূন্যা শুদ্ধভক্তিই নিষ্কামভক্তি, আর ব্রহ্মাদির যে ভক্তি, তাহা—সকাম । সকাম
ভক্তিতেও একপ্রকার নিষ্কাম অবস্থা আছে, তাহা এই গ্রন্থের শেষভাগে

ship Māyādevī's Object of worship. Even without worshipping Māyādevī, they will attain success by worshipping Māyādevī's Object of worship. The purport of the Śrīmad-Bhāgavatam verse অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ । তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ *akāmaḥ sarvva-kāmo vā mokṣa-kāma udāradhiḥ, tīvrena bhaktiyogena yajeta puruṣam param* is that although the various demigods as expansions of the power of the Supreme Lord are the bestowers of certain rewards, an intelligent person nonetheless worships with resolute Devotion the Supreme Godhead, who is replete with the Potency to bestow all fruits.

Thus Brahmā meditated upon Māyādevī's reverentially worshipful Truth, Kṛṣṇa, the Supreme Enjoyer of His Pastimes in Goloka. Pure Devotion that is free from all kinds of fleeting desires is *niṣkāma-bhakti*, or Devotion devoid of vested interest or selfishness; the devotion of Brahmā and personalities of his general calibre is *sakāma* or possessing some personal interest. Still, even within such devotion with vested interest there is a selfless stage, and this will

পঞ্চশোকে বিজ্ঞারিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের স্বরূপসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তাহাই সুলভ ভজন ॥২৬॥

be elucidated in the last five verses of this Holy Book. As long as one has not attained to *svarūpa-siddhi* or perfection in one's divine self, the method given herein is the convenient way of rendering Devotional Service for the fallen conditioned soul. [26]

अथ वेणुनिनादस्य त्रयीमूर्तिमयी गतिः ।
 स्फुरन्ती प्रविवेशाशु मुखाभ्जानि स्वयम्पुवः ॥
 गायत्रीं गायतस्तस्मादधिगत्य सरोजजः ।
 संस्कृतश्चादिगुरुणा द्विजतामगमततः ॥ २७ ॥

*atha venu-ninādasya trayī-mūrttimayī gatih
 sphurantī praviveshaśu mukhābjāni svayambhuvaḥ
 gāyattrīṁ gāyatras tasmād adhigatya sarojajah
 saṁskṛtaś cādiguruṇā dvijatām agamat tataḥ [27]*

অনুবাদ । তদনন্তর ত্রয়ীমূর্তিময়ী অর্থাৎ খণ্কারময়ী গায়ত্রী শ্রীকৃষ্ণের সুচন্দগতিময় বেণুনিরূপে বিনিগতি হইয়া ব্রহ্মার কর্ণরঞ্জে প্রবেশ পূর্বক অতিশীত্র তাহার মুখপথে স্ফুর্তিলাভ করিল । পঞ্চায়েনি সেই গীত-নিঃসৃতা গায়ত্রী প্রাণ হইয়া আদিশুর ভগবানের ঘারা সংস্কৃতি লাভ করত ছিজন্ম আপ্ত হইলেন ॥২৭॥

তাৎপর্য । কৃষ্ণের মূরলীনাদ—সচিদানন্দময়-শক্তবিশেষ, সুতরাং সমস্ত-বেদের আদর্শ তাহাতে বর্ণমান । গায়ত্রী—একটি বৈদিক ছন্দঃ; তাহাতে

Translation: Thereafter, the Gāyatrī of threefold Form, that is, of the Form of *Omkāra* (*A-u-m*), emanated as the beautiful harmonious sequence of the Song of Śrī Kṛṣṇa's Flute. Entering the ears of Brahmā, it was swiftly manifest within his lotus mouth. Thus Brahmā, who was born of the lotus flower, received Gāyatrī as it emanated from the Divine Flute-Song of Śrī Kṛṣṇa, and so he was initiated by the Supreme Lord, the Original Guru, and elevated to the status of twice-born (*dvija*). [27]

Purport: The Divine Vibration of Kṛṣṇa's Flute is a Sound of Truth, Cognizance and Ecstasy (*Saccidānandamaya*), and

সৎক্ষেপে একটি ধ্যান ও প্রার্থনা থাকে। কাম-গায়ত্রী আবার—সমস্ত-গায়ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কেননা, তাহাতে যে ধ্যান ও প্রার্থনা আছে, তাহা সম্পূর্ণ চিহ্নিসময়; সেরূপ আর কোন গায়ত্রীতে নাই। অষ্টাদশাস্ত্র-মন্ত্রের পর যে গায়ত্রী লাভ হয়, সে কাম-গায়ত্রী; তাহা এই—“ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্ধাহে পুঁপবাণায় ধীমহি তনোহনসঃ প্রচোদয়াৎ।” এই গায়ত্রীতে শ্রীগোপীজনবলভের পরিপূর্ণ ধ্যানান্তর তদীয় লীলার অধ্যাস এবং সেই অপ্রাকৃত অনঙ্গ-লাভের প্রার্থনা উদ্দিষ্ট। চিজ্জগতে ইহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টরসাত্মিত প্রেম-চেষ্টা নাই। সেই গায়ত্রী ঋক্ষার কর্ণে প্রবেশ করিবা-মাত্র ঋক্ষা ছিজ্জ-সংস্কার লাভ করতঃ সেই গায়ত্রী গান করিতে লাগিলেন। যে যে জীব এই গায়ত্রী তত্ত্বসংংক্ষেপে লাভ

so the paragon of the *Vedas* is present within that Divine Sound. *Gāyatrī* is a Vedic metre embracing both meditation and prayer in a compact form. Furthermore, *Kāma-Gāyatrī* is topmost since the prayer and meditation contained within it are of the nature of full-fledged Divine Pastimes in a manner not found in any other *Gāyatrī*.

Kāma-Gāyatrī, which is the *Gāyatrī* taken after the eighteen-syllabled *Mantra*, is ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্ধাহে পুঁপবাণায় ধীমহি তনোহনসঃ স্বোদয়াত् klim kāmadevāya vidmahe pus�abānāya dhimahi tanno naigah pracodayāt. In this *Gāyatrī* is indicated the realization of the *Lilā* or Divine Pastimes of Śrī Gopijanavallabha, the Beloved of the Gopis, after complete meditation upon Him; and the prayer to attain to (the Service of) that Transcendental Cupid. In the entire Transcendental World there is no higher pursuit for Divine Love in the shelter of an Ecstatic Relationship with Him.

As soon as that *Gāyatrī* entered into the ears of Lord Brahmā, he attained the purificatory initiation into the

କରିଯାଇଲେ, ତାହାଦେର ପୁନରାୟ ଅପ୍ରାକୃତ-ଜନ୍ମ ଲାଭ ହେଇଥାଏ । ଜଡ଼ବନ୍ଧ ଜୀବଦିଗେର ମାଯିକ-ସଂସାରେ ସ୍ଵଭାବ ଓ ସଂଶାନୁସାରେ ଯେ ଦ୍ଵିଜତ୍ୱ-ଲାଭ ହୟ, ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅପ୍ରାକୃତ-ଜଗତେ ପ୍ରବେଶକାଳ ଏହି ଦ୍ଵିଜତ୍ୱ-ଲାଭ ଉତ୍କଳ; କେବଳ, ଚିହ୍ନିଷୟେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଯା ଯେ ଦ୍ଵିଜତ୍ୱ ବା ଅପ୍ରାକୃତ-ଜନ୍ମ-ଲାଭ ହୟ, ତନ୍ଦ୍ଵାରାଇ ଚିଜ୍ଞଗଣ୍ପାତ୍ରିକାଳ ଜୀବେର ଚରମ-ମହିମା ॥୨୭॥

status of the twice-born or *dvija*, and he began to sing the *Gāyatrī*.

Any *jīva* who has properly received this *Gāyatrī* has attained to divine rebirth. This rebirth is entrance into the Transcendental Plane, something infinitely superior to the status of the initiation or second birth of the materially conditioned souls that is given according to their nature or lineage in the material world. By divine initiation, the rebirth that is the attainment of divine birth, one reaches the Spiritual World—the ultimate glory of the *jīva*. [27]

त्रया प्रबुद्धोऽथ विधिर्विज्ञाततत्त्वसागरः ।
तुष्टाव वेदसारेण स्तोत्रेणानेन केशवम् ॥ २८ ॥

*trayā prabuddho 'tha vidhir vijnāta-tattva-sāgarah
tuṣṭāv vedasāreṇa stotrenānena keśavam [28]*

अनुवाद । सेइ अशीभवी गायत्रीर श्वरण-द्वारा प्रबुक हइया ब्रह्मा तत्त्वसागर अवगत हइलेन । तथन श्रीकृष्णके सर्व-वेद-सार एই श्व-द्वारा ज्ञाति करियाछिलेन ॥ २८ ॥

तात्पर्य । काम-गायत्रीर श्वरण-द्वारा 'आमि—कृष्णर नित्यदासी' एकप बोध हइल । कृष्णदासीज्ञे आर ये-किछु बहसा आছे, ताहा ना हइलेण ब्रह्मार चिदचिदविवेक हइते तत्त्वसागर अवगति-पथे आसिल । समन्व वेदवाक्य ताहाते शूर्णि हइले तिनि सेइ अखिल-वेदेर सार-वाक्य-द्वारा एই श्वटि करियाछिलेन । एই श्वटिते सम्पूर्णरूपे वैक्षय-सिद्धान्त आছे बलिया महाप्रभु

Translation: Becoming enlightened by meditating upon that threefold Gāyatrī, Brahmā became acquainted with the Ocean of Truth. Then he worshipped Śrī Kṛṣṇa, singing His Transcendental Glories by this Hymn, which is the Quintessence of all the *Vedas*. [28]

Purport: By meditating upon the Kāma-Gāyatrī, Brahmā began to conceive, 'I am an eternal maidservant of Kṛṣṇa.' Although the profound mysteries of Servitorship as a maidservant of Śrī Kṛṣṇa were not necessarily revealed to him, his discrimination between spirit and matter developed to such a degree that an Ocean of Truth came within his grasp. When all the expressions of the *Vedas* thus became manifest within him, he sung this Hymn, which expresses the Quintessence of all the *Vedas*. Because in all

ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତଗ୍ରମକେ ଶିକ୍ଷା ଦିଯାଛେ । ପାଠକବର୍ଗ ସମ୍ମାନିକ ଯଜ୍ଞସହକାରେ ଏହି ଗୁବଟି
ପ୍ରତ୍ୟହ ପାଠ ଓ ଆସ୍ଵାଦନ କରିବେନ ॥ ୨୮ ॥

respects this hymn is replete with the *Vaiṣṇava-siddhānta* (Perfect Conclusions or Truths of Vaiṣṇavism), Śrī Chaitanya Mahāprabhu has taught it to His Personally favoured devotees.

The good readers may take the opportunity to daily sing and relish this Hymn with devotion. [28]

चिन्तामणिप्रकरसद्यसु कल्पवृक्ष-
 लक्षावृतेषु सुरभीरभिपालयन्तम्।
 लक्ष्मीसहस्रशतसंभ्रमसेव्यमानं
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ २९ ॥

*cintāmaṇi-prakarasadmasu kalpavṛkṣa-
 lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
 lakṣmī-sahasra-śata-sarībhrama-sevyamānāṁ
 govindam ādi puruṣāṁ tam ahaṁ bhajāmi [29]*

অনুবাদ | লক্ষ-লক্ষ-কল্পবৃক্ষে আবৃত চিন্তামণিনিকর-গঠিত গৃহসমূহে সুরভি
 অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করিতেছেন এবং শতসহস্র-লক্ষ্মীগণ-
 কর্তৃক সামরে পরিসেবিত হইতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে
 আমি ভজন করি ॥২৯॥

তাৎপর্য | চিন্তামণি শব্দে এখানে চিন্ময় রাত্ম বুঝিতে হইবে; মায়াশক্তি
 যেরাপ জড় পঞ্চভূত দিয়া জড়জগৎ গঠন করেন, চিছক্তি তদ্বপ চিদ্বস্তুরাপ
 চিন্তামণি দিয়া জিজগৎ রচনা করিয়াছেন। তথাপ্যে সাধারণ-চিন্তামণি অপেক্ষা

Translation:

Surrounded by millions of wish-fulfilling trees,
 in Abodes made of multitudes of wish-yielding gems,
 He who tends the ever-yielding cows
 and who is perpetually served with great Affection
 by hundreds of thousands of Lakṣmis—
 the Primeval Lord, Govinda, do I worship. [29]

Purport: Here, by the word *cintāmaṇi*, ‘transcendental gem’ is to be understood. As the potency of Māyā forms the mundane world from five basic material elements, the

গোলোকের ভগবদাবাস-গঠন-সামগ্ৰীকৃপ চিন্তামণি—অধিকতর দুর্লভ ও উপাদেয়। সাধাৰণ-কল্পবৃক্ষ ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম ও মোক্ষকৃপ ফল প্ৰদান কৰে, আৱ কৃষ্ণবাসে কল্পবৃক্ষগণ প্ৰেমবৈচিত্ৰাকৃপ অনন্ত ফল দিয়া থাকেন। সাধাৰণ কামধেনুগণ দোহন কৱিবা-মাত্ৰ দুঃখ দেয়, আৱ গোলোকেৰ কামধেনুগণ শুদ্ধভক্ত-জীবগণেৰ ক্ষুধা-ত্ৰষ্ণা-নিৰ্বাপ্তিকাৰক চিদানন্দস্বাবী প্ৰেম-প্ৰশংসকৃপ দুঃখ-সমুদ্র সৰ্ববদা ক্ষৰণ কৰে। ‘লক্ষ-লক্ষ’ ও ‘সহস্ৰশত’ এইসকল শব্দ—অনন্ত-সংখ্যা-বাচক; ‘সন্তুষ্ম’ বা সাদৃশে, অৰ্থাৎ প্ৰেমপৰিপূৰ্ণ হইয়া; ‘লক্ষ্মী’-শব্দে গোপসুন্দৰী; ‘আদিপুৰুষ’ অৰ্থে যিনি সকলেৰ আদি, তিনি ॥২৯॥

Divine Potency has fashioned the Transcendental World from the Transcendental Element of *cintāmaṇi*. There, the Element of *cintāmaṇi* that serves as the structural material of the Residence of the Supreme Lord is infinitely more rare and charming than the general *cintāmaṇi* known as a ‘philosopher’s stone.’ The general wish-fulfilling tree yields the fruits of *dharma*, *artha*, *kāma* and *mokṣa*, or religion, wealth, desire and liberation, whereas the wish-fulfilling trees in Kṛṣṇa’s Abode yield unending fruits of Love Divine in full variegatedness. The general *kāma-dhenu* or cows of plenty give milk as soon as they are milked, whereas from the udders of the cows of Goloka perpetually flows an ocean of the milk that is the fountain of Love Divine, showering Transcendental Ecstasy upon the pure devotee *jīvas*, dispelling all their hunger and thirst.

The words *lakṣa-lakṣa* and *sahasra-śata* or hundreds of thousands (of Lakṣmīs) indicate infinite multitudes; *sarībhrama* (describing the Lakṣmīs’ Service to Kṛṣṇa) indicates ‘with hearts saturated with Love’; *lakṣmī* means ‘beautiful

cowherd damsels' or 'Gopīs'; and *ādi-puruṣa* means 'He who is the Origin of all that be.' [29]

বেণুঁ কণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষঁ
 বর্হাবিতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্।
 কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভঁ
 গোবিন্দমাদিপুরুষঁ তমহঁ ভজামি ॥ ৩০ ॥

*venum kvanantam aravinda-dalāyatākṣam
 barhāvatarīsam asitāmbuda-sundarāṅgam
 kandarpa-koṭi-kamaniya-viśeṣa-śobhām
 govindam ādi puruṣam tam aham bhajāmi [30]*

অনুবাদ । মুরগীগান-তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্লচক্ষু, ময়ূর-পুছ-শিরোভূষণ, নীলমেঘবর্ণ সুন্দর-শরীর, কোটিকন্দর্পমোহন বিশেষশোভা-বিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৩০॥

তাৎপর্য । (গোলোকের পরমকান্ত কৃষ্ণের অঙ্গুল শোভা বর্ণন করিতেছেন ।) বিভূতৈতন্ত্য কৃষ্ণ—স্বরাপতঃ চিন্দেহবিশিষ্ট । জড়জগতের রমণীয় বন্ধসকল দেখিয়া যে কৃষ্ণকাপ কঞ্জিত হইয়াছে, তাহা নয় । ভক্তিরূপ চিত্সনাধিতে ব্রহ্মা

Translation:

Always playing the flute,
 His eyes like blooming lotus-petals,
 His head adorned with a peacock feather,
 His beautiful Form the hue of a blue cloud;
 with the unique beauty that charms millions of Cupids—
 the Primeval Lord, Govinda, do I adore. [30]

Purport: (The unparalleled beauty of Kṛṣṇa, the Darling of Goloka, is being described.) The Almighty Consciousness, Kṛṣṇa, has a Spiritual Form by Nature. It is not that Kṛṣṇa's Form can be imagined in comparison to anything

যাহা দেখিতেছেন, তাহাই বর্ণিত হইতেছে । কৃষ্ণ—বেণুগামে রাত; সেই বেণু—রমণীয়-প্ররয়োগে সমস্ত চেতন-পদার্থের চিন্ত-হৃণ-শীল । যেরাপ কমলদল শ্রিঙ্গতা বর্ষণ করে, সেইরাপ চিদৃষ্টিপ্রকাশকৃপ কৃষ্ণচক্ষুর্দ্ধয় তাহার মুখচক্ষের অদীম শোভা বিজ্ঞার করে । ময়ূরপুচ্ছবৎ-শিরোভূষণ-শোভা তদা-কৃতিময় চিৎ-সৌন্দর্য বিধান করে । নীল মেঘ—যেরাপ শ্রিঙ্গ-দর্শন, কৃষ্ণের বর্ষণ তদুপ চিমুয় শ্যামল । জড়-অগ্রতে যে কন্দর্প-কৃপ, তাহার কোটি-কোটি-ভূগ একজ দেখিলে বা কল্পনা করিলেও কৃষ্ণকৃপ ততোধিক মোহনস্তুর্প ॥৩০॥

beautiful in the material world. What is being described here is what Brahmā is seeing in his divine trance of Devotion.

Kṛṣṇa is rapt in playing His flute; the beautiful dancing notes of that flute steal away the hearts of all living beings. As the petal of the lotus flower showers sweetness into our hearts, Kṛṣṇa's Eyes, as the revelation of divine vision, expand the unlimited beauty of His moonlike face. His characteristic celestial beauty is set off by the charming ornament of the peacock feather that adorns His head. We feel tranquillity in our hearts when we see a blue rain-cloud—the hue of Kṛṣṇa's Body is of a similar Divine blackish-blue. Even if we could see or imagine the qualities of this world's Cupid multiplied billions of times, the beauty of Kṛṣṇa is yet more charming. [30]

आलोलचन्द्रक-लसद्वनमाल्यवंशी-
रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम्।
श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३१ ॥

*ālola-candraka-lasad-vanamālya-varṇśi-
ratnāṅgadarḥ prañayakelikalā-vilāsam
śyāmar̥ tribhaṅgalalitam niyata-prakāśam
govindam ādi puruṣam tam aham bhajāmi [31]*

অনুবাদ । দোলায়িত চন্দ্রক-শোভিতা বনমালা যাহার গলদেশে, বংশী ও
রত্নাঙ্গদ যাহার করছয়ে, সর্বদা প্রণয়কেলিবিলাসযুক্ত যিনি, ললিত-ত্রিভঙ্গ
শ্যামসূন্দর-রূপই যাহার নিত্যপ্রকাশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি
ভজন করি ॥৩১॥

তাৎপর্য । “চিন্তামণিপ্রকর”-ঝোকে চিন্ময় ধাম এবং গোবিন্দাদি চিন্ময় নাম,
“বেণুং কৃগন্তম্”-ঝোকে চিন্ময় নিত্য রূপ এবং এই ঝোকে সেই স্বরূপের চতুঃ-

Translation:

Around His neck is a garland of forest-flowers
swinging to and fro,
and adorned with a peacock feather locket;
His flute held in hands
adorned with jewelled bracelets,
He who eternally revels in Pastimes of Love,
whose charming threefold curved Form,
Śyāmasundar, is His Eternal Feature—
that Primeval Lord Govinda do I adore. [31]

Purport: The *cintāmaṇi-prakara* verse is description of

ষष्ठि-গুণস্বরূপ কেলি-বিলাস বর্ণিত হইয়াছে। মধুর-রসবর্ণনে যত কিছু চিদ্ব্যাপার
বর্ণিত হইতে পারে, সে সকলই এই প্রণয়কেলি-বিলাসের অন্তর্গত ॥৩১॥

the Divine Abode and the Divine Names headed by Govinda; the *vēnum kvaṇantam* verse is a description of the Lord's Eternal Divine Form; and in this verse that Form's Divine Amorous Pastimes embodied in sixty-four Transcendental Qualities are described. Whatever Divine Affairs can be described in the scope of Divine Consorthood, *Madhura-rasa*, are found within these Loving Pastimes. [31]

अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति
 पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति ।
 आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविप्रहस्य
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३२ ॥

*āngāni yasya sakalendriya-vṛtimanti
 paśyanti pānti kalayanti ciram jaganti
 ānanda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya
 govindam ādi puruṣam tam aham bhajāmi [32]*

অনুবাদ । সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি; তাহার বিগ্রহ—
 আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ধায়, সূতরাং পরমোজ্জ্বল; সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল
 প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিযবৃত্তিবিশিষ্ট এবং চিদচিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল
 দর্শন, পালন এবং কলন করেন ॥৩২॥

তাৎপর্য । চিদানন্দ-অভাবে জড়জ্ঞানে আবক্ষ ব্যক্তিদিগের একটি বিষম
 সংশয় উদ্দিত হয় । কৃষ্ণলীলা-বর্ণন শুনিয়া তাহারা মনে করেন যে, জড়গত

Translation:

I worship that Primeval Lord Govinda, whose Form
 is all-Ecstatic, all-Conscious and all-Truth,
 and thus, full of the most dazzling splendour;
 every Part of that Transcendental Form
 possesses the functions of all His Senses,
 as He eternally sees, maintains and regulates
 infinite universes, both spiritual and mundane. [32]

Purport: Due to their paucity of a taste for spirituality, a grave doubt wells up in the minds of persons bound by mundane knowledge. Hearing the descriptions of Kṛṣṇa's

তাব হইতে কল্পনা-শক্তি-দ্বারা পণ্ডিত-লোকেরা কৃষ্ণতত্ত্বের কল্পনা করিয়াছেন। এই অনর্থজনক সংশয় ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে, ব্রহ্মা এই শ্লোক ও ইহার পর আরও তিনটি শ্লোকে চিদটিৎ পদাৰ্থব্যক্তিকে তাৎক্ষিকৰণে পৃথক্ক করিয়া শুক্ষ-সমাধিপ্রাপ্ত কৃষ্ণলীলা বুঝাইয়া দিতে যত্ত করিতেছেন। ব্রহ্মার আশয় এই যে, কৃষ্ণবিগ্রহ—সচিদানন্দময়; আর মায়িক সমস্ত প্রতীক্ষিত জড়-তমো-ময়ী। তদুভয়ের বিশেষগত বৈলক্ষণ্য থাকিলেও মূলতত্ত্ব এই যে, চিদ্ব্যাপারই মূল-পদাৰ্থ; বিশেষ ও বিচ্ছিন্নতা—তাহাতে নিত্য বর্তমান। তদ্বারা কৃষ্ণের চিন্ময় ধার, চিন্ময় রূপ, চিন্ময় নাম, উণ ও লীলা প্রতিষ্ঠিত। শুক্ষ-চিদ্ব্যাঙ্গ-বিশিষ্ট ও মায়া-সমস্ত-রহিত জনের পক্ষেই সেই লীলা আপ্তাদনীয়া। চিদ্ব্যাম, চিজ্ঞক্ষি-

Pastimes (*Lilā*) they conjecture that the Kṛṣṇa conception has been conjured up by the fertile brains of some scholarly scribes inspired by mundane experiences. To dispell such a venomous doubt, in this and the following three verses Brahmā distinguishes between material and spiritual elements in a scientific manner, and he attempts to give an understanding of *Kṛṣṇa-lilā* as perceived in the undivided attention of pure consciousness (*śuddha-samādhi*).

Brahmā's aim is to establish that the Form of Kṛṣṇa is the Entity of Eternity, Cognizance and Bliss, while all mundane phenomena are of the nature of the darkness of ignorance. Beyond this specific distinction between the two, the basic principle to be realized is that the Transcendental is the most fundamental or original—as the Original Person, differentiation and variegatedness are ever-present in *Him*. Thereby, Kṛṣṇa's Divine Abode, Divine Form, Divine Name, Quality and Pastimes are established as Tangible Reality.

Those Pastimes are to be tasted only by a person who is

প্রকাশিত চিন্তামণি-গঠিত লীলাপীঠ এবং কৃষ্ণবিগ্রহ—সমন্বয়ে চিন্ময়। চিন্তামণির ছায়া যেরূপ মায়াশক্তি, মায়া-গঠিত বিচিত্রতাও তদুপ চিদ্বিচিত্রতার হেয় প্রতিফলন বা ছায়া। সুতরাং চিংতনের বিচিত্রতার সাদৃশ্যাই মায়িক অঙ্গতে সজ্ঞিত হয়। উভয় বিচিত্রতার সাদৃশ্য থাকিলেও উহারা—পরম্পর-বিলঞ্চন। জড়ের হেয়েছাই জড়ের দোষ, কিন্তু চিংতনে সেই-দোষ-শূন্যা বিচিত্রতা আছে। কৃষ্ণের আঘাত ও দেহ পরম্পর পৃথক নয়। জড়বন্ধ-জীবের দেহ ও আঘাত—পৃথক পৃথক; চিংখুরাপে দেহ-দেহী, অঙ্গ-অঙ্গী, ধৰ্ম-ধৰ্মীর ভেদ নাই, কিন্তু জড়বন্ধ জীবে তাহা আছে। কৃষ্ণ ‘অঙ্গী’ হইলেও তাহার প্রত্যেক অঙ্গই পূর্ণ-কৃষ্ণ;

endowed with pure theistic intellect and full freedom from any relationship with mundanity. The Holy Abode, the Place of Pastimes made of Divine wish-yielding gems manifest by Divine Potency, and Kṛṣṇa's Form—all are Transcendental.

As the Māyā potency is a shadow of the *Cit* or Transcendental Potency, similarly, the variegatedness fashioned by Māyā is also a contemptible reflection or shadow of the variegatedness in the Transcendental Plane. It is for this reason that some semblance of the Transcendental variegatedness may be apparent in the mundane world. Despite that semblance, there is a gulf of distinction between the two. The loathsomeness of the mundane is its flaw, but there is variegatedness in the Transcendental Reality devoid of such a blemish.

There is no mutual distinction between Kṛṣṇa and His Body. The materially conditioned soul and his body are separate elements; in the Intrinsic Transcendental Form there is not the estrangement of body and embodied, limbs and body, nature and its possessor—this difference is to be

সমস্ত চিদবৃত্তি তাহার সমস্ত অঙ্গে আছে। সুতরাং তিনি—অখণ্ড পূর্ণ চিদতত্ত্ব। জীবাত্মা ও কৃষ্ণ, উভয়েই চিৎকরণপ, সুতরাং একপ্রকার; কিন্তু উভয়ে ভেদ এই যে, ঐসমস্ত চিদগুণসমূহ—জীবাত্মাসমাপে অণুরূপে এবং কৃষ্ণে বিভুরূপে বর্ণ্ণমান। জীব শুন্ধচিদ্বরূপ প্রাপ্ত হইলে ঐপ্রকার শুণগণ তাহাতে অণুরূপে প্রকাশ পাইবে। কৃষ্ণকৃপা-ক্রমে চিদাত্মাদিনীর বল অবিভৃত হইলে জীবেরও আনন্দ্য-সাম্য-সিদ্ধি হয়, তথাপি কোন-কোন বিশেষগুণ-বশতঃ কৃষ্ণই সর্বোপাস্য হন। সেই বিশেষ শুণচতুষ্টয় পরব্যোমাধিপতি বা পুরুষাবতারে প্রকটিত হয় নাই; গিরীশাদি-দেবতাতেও নাই,—জীবের কথা দূরে থাকুক। [৩২]

found only in the materially conditioned soul. Although Kṛṣṇa is the owner of His limbs, each of His limbs are also Kṛṣṇa in full; all His Transcendental Faculties are present in each of His limbs. Therefore, He is the Indivisible, Complete Transcendental Truth.

The spirit soul or *jīvātma*, and Kṛṣṇa—both are spiritual and thus of the same category. Yet the difference between the two is that all the Transcendental qualities are present in the individual soul in an atomic proportion, and present in Kṛṣṇa infinitely. When the *jīva* attains to his divine form, those qualities become openly revealed in atomic form. By the Grace of Kṛṣṇa, when the Power of the Transcendental *Hlādinī* or Ecstasy Potency makes its descent in the heart of the soul, he attains to a perfection resembling the Infinite; nonetheless, Kṛṣṇa retains certain unique Qualities that make Him worshippable by all. Those fourfold Qualities are not manifest in the Lord of Vaikuṇṭha or the *Puruṣāvatāra* Expansions; they are also absent in the gods headed by Giriśa (Lord Śiva), not to mention the *jīva*. [32]

अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूप-
 मात्यं पुराणपुरुषं नवयौवनस्त्रं ।
 वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ৩৩ ॥

*advaitam acyutam anādim anantarūpam
 ādyam purāṇa-puruṣam navaya uvanañ ca
 vedeṣu durllabham adurllabham ātmabhaktau
 govindam ādi puruṣam tam aham bhajāmi [33]*

অনুবাদ । বেদেরও অগম্য, কিন্তু শুন্ধ আত্মভক্তিরই লভ্য সেই আদিপুরুষ
 গোবিন্দকে আমি ভজন করি । তিনি—অবৈত, অচৃত, অনাদি, অনঙ্গরূপ,
 আদ্য, পুরাণ-পুরুষ হইয়াও সর্ববিদ্যা নবযৌবনসম্পন্ন সুন্দর পুরুষ ॥৩৩॥

তাৎপর্য । ‘অবৈত’ অর্থাৎ অমৃতজ্ঞান অখণ্ড-তত্ত্ব; অনঙ্গরূপ প্রভকারণে
 বহির্গত হইলেও এবং অংশরূপে পরমাত্মরূপ সৈক্ষণ্যের বাহির হইলেও তিনি

Translation:

I adore that Primeval Lord Govinda,
 who is unapproachable by even the *Vedas*,
 yet attainable by the soul's Devotion;
 He is—One without a Second, the Infallible,
 Beginningless and Endless; He is the Beginning;
 and despite being the oldest Personality
 He is the Beautiful Eternally Adolescent Male. [33]

Purport: *Advaita* means the One without a second Indivisible Truth; although the effulgence of the infinite *Brahman* emanates from Him, and although He expands Himself in His Portion of *Paramātman*, He is nonetheless

‘অথগু’; ‘অচ্যুত’ অর্থাৎ স্বাংশকাপে কোটি কোটি অবতার বাহির হইলেও এবং বিভিন্নাংশকাপে অনন্ত-কোটি জীব নিঃসৃত হইলেও তিনি—‘পরমপূর্ণ’; জয়াদিলীলা প্রকট করিয়াও তিনি—‘অনাদি’; প্রকটলীলা অপ্রকট করিয়াও তিনি—‘অনন্ত’; অনাদি হইয়াও তিনি—প্রকটলীলায় (‘আদ্য’) (জন্ম)-আদি বিশিষ্ট; এবং বক্তৃতঃ ‘সনাতন’ পুরুষ হইয়াও তিনি—নিতা-নবযৌবনাত্ম। মূল তাৎপর্য এই যে, তিনি বহুবিধ বিরুদ্ধ-গুণযুক্ত হইলেও সেই গুণচর সর্বত্র অচিন্ত্যশক্তি-ধারা সমর্পণস,—ইহাই চিকির্ষ অর্থাৎ জড়-বিলক্ষণ ধৰ্মবিশেষ। তাহার সৃদুর মূরলীধর শ্যামভজ্ঞ-মূর্তি—সর্ববদ্ধ নবযৌবনসম্পন্ন এবং মায়াতে যে কাল ও দেশ-ব্যবধান আছে, তাহাদের হেয়ত্বের অতীত। ভূত

Indivisible. *Acyuta* means that although He expands Himself as myriads of *Avatāras* that are His Plenary Portions, and although infinite *jīvas* emanate from Him as separated particles, He nonetheless remains as the Supreme Whole.

Despite manifesting His Pastimes beginning with His Birth, He is nonetheless *anādi*, beginningless. Despite withdrawing His manifest Pastimes, He is *ananta*, endless. Despite being beginningless, He takes Birth (*ādya*) in His Advent Pastimes. And although He is in fact the Eternal Personality, He is nonetheless filled with Eternally Fresh Youthfulness.

The underlying purport here is that although He possesses many types of contradictory qualities, they are all harmonised in every respect by His inconceivable Potency. Such is the Divine Nature, or in other words, the clear distinction of the Divine from the mundane.

His beautiful triple-curved feature, holding the flute, is forever imbued with pristine youthfulness—He is com-

ও ভবিষ্যৎ-শূন্য শুন্দি-বর্তমানকালই চিন্মামে বিরাজমান। ধৰ্ম-ধৰ্মি-ভেদে যে জড়দেশের পরিছেদাপরিছেদ, তাহা চিন্মাপারে নাই। সুতরাং যে সকল ধৰ্ম জড়জগতে মায়িক-দেশকালাবস্থিম-বৃক্তিতে বিরক্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহা অবিরক্তভাবে চিন্মগতে উপাদেয়রাপে বর্তমান। এ-প্রকার অভূতপূর্ব সন্তা জীব কিরণে অনুভব করে? জীবের মায়িক-জ্ঞানবৃত্তি—সর্ববিদাই দেশকালাদি-দোষে দৃষ্টিত হইয়া মায়িকভাব-পরিভ্যাগে অসমর্থ। জ্ঞানবৃত্তি যদি চিৎ উপলক্ষি করে না, তবে কোন্ বৃত্তি সেই শুন্দি চিন্মিশ্রের অনুভব করে? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলেন যে, চিন্মাপার—বেদের অগম্য। বেদ—শব্দমূলক এবং শব্দ—প্রকৃতি-মূলক; সুতরাং বেদ সাক্ষাদ্ব্রাপে অপ্রাকৃত-গোলোক দেখাইতে পারেন না।

pletely transcendental to the unwholesomeness of the limited time and space that is present in the mundane sphere. He is ever resplendent in His Divine Abode in the pure present tense devoid of past and future. The estrangement between an object and its qualities that is found in the fluctuating mundane plane is completely absent in the Divine Realm. Therefore, all the qualities that seem to be contradictory in the estimation of a conception crippled by mundane time and space are ever harmoniously and charmingly resplendent in the Spiritual World.

How can the *jīva* experience such a sublime existence? The mundane perceptual faculty of the *jīva* is always contaminated by the imperfection of time and space, and so he is helpless to abandon his mundane conception. If the perceptual faculty does not approach transcendental realization, what faculty can ever approach it?

In reply, Brahmā says that the Divine Realm is unapproachable by the *Vedas*; the basis of the *Vedas* is

বেদ যখন চিছত্তিভাবিত হন, তখনই (তথিষয়ে) কিরৎপরিমাণে বলেন। কিন্তু জীবমাত্রই সেই চিছত্তির হৃদিনী-সার-সমবেত সংবিছত্তির প্রভাবের (যাহা জীবে ভক্তিবৃত্তিগ্রহণে উদিত হয়, তাহার) দ্বারা গোলোকের শৃঙ্খি পাইতে পারেন। ভক্তির হৃদিনীবৃত্তি—অসীম; তাহা—শুভচিদ্জ্ঞানময়ী। সেই জ্ঞান, ভক্তির সহিত একাত্মভাবে অর্থাৎ নিজের পৃথগজ্ঞানত্বের পরিচয় না দিয়া, কেবল ভক্তির পরিচয়ে, গোলোক-তত্ত্বকে আবিষ্কার করেন ॥৩৩॥

sound, and sound is a product of material nature. Thus, the *Vedas* cannot directly show us the supramundane Goloka. Only when the *Vedas* are infused with the Divine Potency can they somewhat indicate that Realm. Still, every *jīva* can receive the revelation of Goloka when that same Divine Potency influences them with Divine Cognition (*Saṁvit*) as a result of the concentrated essence of the Potency of Divine Ecstasy (*Hlādinī-śakti-sāra*) (which is the awakening of the current of Devotion in the soul).

The Ecstatic current of Devotion is unlimited; it is the substance of Pure Divine Consciousness. Such Perception is the heart of Devotion: without asserting itself separately as any form of 'knowledge,' it is the direct symptom of Exclusive Devotion; and it is this that reveals the Realm of Goloka. [33]

पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसंप्रगम्यो
 वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् ॥
 सोऽयस्ति यत्प्रपदसीम्यविचिन्त्यतत्त्वे
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३४ ॥

*panthās tu koṭi-śata-vatsara-saṁpragamyo
 vāyor athāpi manaso munipuṅgavānām
 so 'py asti yat-prapadasimny avicintya-tattve
 govindam ādi puruṣam tam aham bhajāmi [34]*

অনুবাদ । সেই প্রাকৃত-চিজ্ঞাতীত তরঙ্গে গমনেচ্ছু প্রাণয়ামগত যোগীদিগের
 বায়ু-নিয়মনপথ অথবা অতমিরসনকারী নির্ভেদপ্রকান্তনুসংকানকারী মুনিশ্রেষ্ঠ-
 দিগের জ্ঞানচর্চাকাল পথ্য শত-কোটি বৎসর চলিয়াও যাহার চরণারবিন্দের
 অগ্রসীমামাত্র প্রাপ্ত হয়, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৩৪॥

তাংপর্য । শুভ্রভক্তির আশ্বাদনই—গোবিন্দের চরণারবিন্দ-লাভ । অষ্টাঙ-

Translation:

The *yogis* tread the path
 of strictly controlling the life-breath,
 or the greatest sages tread the path
 of sharpening their perceptions
 by assiduous rejection of the non-real,
 in quest of the non-differentiative *Brahman*;
 they all aspire to reach that Supramundane Truth
 beyond the worldly intellect; and after trying
 for billions of years, they may reach
 only the boundary of His Lotus Feet—
 it is that Primeval Lord Govinda who I do worship. [34]

যোগিগণ শত-কোটি বৎসর যাবৎ সমাধিক্রমে যে 'কৈবল্য' লাভ করেন এবং অদ্বৈতবাদি-মুনিশ্রেষ্ঠগণও তৎসংখ্যাক-কাল চিদচিদ-বিচার করিতে বসিয়া, 'ইহা নয়, ইহা নয়' এইরূপে মায়িকবস্ত একটি একটি করিয়া পরিত্যাগ করতঃ অবশ্যে যে নির্বিশেষ-চিন্তারূপ মায়াতীত নির্ভেদ-ব্রহ্মে লয় লাভ করেন, তাহা—কৃষ্ণের চরণকম্বলের অগ্রভাগের বহিঃস্থিত প্রদেশ-মাত্র, চরণকম্বল নয়। মূল কথা এই যে, 'কৈবল্য' ও 'ব্ৰহ্মলয়'—মায়িক-জগৎ ও চিজ্জগতের মধ্য-সীমা; কেননা ঐ দুই অবস্থা অতিক্রম না করিলে চিদিশেবের বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না। সে-সকল অবস্থা—কেবল মায়িকসম্বৰ্ধ-জনিত দুঃখের অভাব-মাত্র,

Purport: The nectarine relish of Pure Devotion is—the attainment of the Lotus Feet of Govinda. The 'oneness with God' attained by the *Aṣṭāṅga-yogīs* after billions of years of meditation, and the self-dissolution in the nondifferentiative *Brahman* in the form of contemplation on the indifferent that the great monist sages finally attain after sitting for a similar period and rejecting Māyik elements one by one, saying, 'This is not it, this is not it' in their philosophizing on the distinction between matter and spirit—all these attempts are only in the region of the outer area surrounding Kṛṣṇa's Lotus Feet—not Kṛṣṇa's Lotus Feet proper.

The underlying point is that *kaivalya* and *brahmalaya*—becoming one with the Absolute and ultimate dissolution in the Absolute—are situated at a region midway between the mundane plane and the Divine Realm, since without crossing beyond these two states, the variegatedness of the Divine Realm is indiscernible. All such positions are nothing more than the absence of the sorrow in mundane relativity

সুখ নয়। যদি সেই কষ্টাভাবকে কিয়ৎপরিমাণ 'সুখ'ও বলা যায়, তাহা হইলেও উহা—অত্যন্ত শুচি। প্রাকৃত-অবস্থা নাশ করিলেই যে যথেষ্ট হয়, তাহা নয়; কিন্তু জীবের অপ্রাকৃত-অবস্থায় দ্঵িতী-লাভই লাভ। তাহা কেবল চিংড়ুরূপা ভঙ্গির কৃপায়ই পাওয়া যায়, নীরস চিঙ্গা-মার্গে পাওয়া যায় না ॥৩৪॥

by a process of elimination, but not happiness. Even if any measure of 'happiness' is professed in that state of sorrowlessness, it will be most meagre and insignificant. Merely to dissipate the mundane situation is not enough; actual attainment is alone the establishment of the *jīva's* supramundane situation. This can be attained only by the Grace of Divinity Personified in Devotion, and never by the path of tasteless and tortuous mental speculation. [34]

एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटि
 यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः ।
 अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३५ ॥

*eko 'py asau racyitum jagadañda-koṭiṁ racayitum
 yac-chaktir asti jagadañdacayā yad antah
 anḍāntara-stha-paramāṇucayāntara-stham
 govindam ādi puruṣam tam aham bhajāmi [35]*

অনুবাদ । শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব-প্রযুক্ত তিনি এক-তত্ত্ব । কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা-কার্যে তাহার শক্তি অপূর্থগ্রামে আছে । সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলি তাহার মধ্যে বর্তমান এবং তিনি যুগপৎ সমস্ত পরমাণুতে পূর্ণরূপে অবস্থিত । এবস্তুত আদিপূরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য । মায়িক-তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ আর একটি স্বভাব ‘চিৎ’ বস্তুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণে বর্তমান । তিনি অচিন্ত্যশক্তিমান স্বেচ্ছাক্রমে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন । জগৎ সমস্তই তাহার শক্তিপূরিণাম । আবার তাহার স্থিতিও অলৌকিকী; কেননা,

Translation:

He—the One Truth, both Potency and Potent—
 His Potency in creating billions of universes
 is not separate from Him;
 every universe is within Him, yet simultaneously
 He is situated within every atom in complete Form.
 Such is the Primeval Lord Govinda who I do worship.[35]

Purport: Clearly distinct from the mundane conception, there is the Superior Element of Transcendence or *Cit* present within Kṛṣṇa. By His sweet will, He creates infinite

সমস্ত চিদচিৎ জগৎ তাহার মধ্যেই অবস্থিত এবং তিনি সেই একই সময়ে
সমস্ত জগতে, এমন কি, সমস্ত জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে পরিপূর্ণরূপে
অবস্থিত। সর্বব্যাপিত্ব-ধর্ম—কেবল কৃষ্ণের প্রাদেশিক ঐক্ষ্য-মাত্র, কিন্তু
সর্বব্যাপিত্ব সঙ্গেও মধ্যমাকারে সর্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থানই তাহার লোকাত্মিত
চিদেশ্বর্য। এই বিচার-দ্বারা যুগপৎ অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বই স্থীকৃত হইয়াছে
এবং মায়াবাদাদি সমস্ত দৃষ্টমত দূরীকৃত হইয়াছে। [৩৫]

universes with His inconceivable Potency. The entire world is a transformation of His Potency. Still, His location is beyond the jurisdiction of this world; all worlds, both spiritual and mundane, are situated within Him, and at the same time He, in His full Form, is situated within not only every universe but within every atom of every universe.

Omnipresence is only a localized aspect of His Almighty Majesty. Although He is all-pervading, He nonetheless exists always and everywhere in His full-fledged Form of the most charming feature *in medium (humanlike) proportions*; and this is His Supramundane, Transcendental Lordship. By this consideration, the full-fledged Theistic Axiom of Simultaneous Inconceivable Oneness and Distinction is favoured, and the contaminating viewpoint of the *Māyāvāda* and allied impersonalistic doctrines is summarily disproved. [35]

यद्वावभावितधियो मनुजास्तथैव
 संप्राप्य रूपमहिमासनयानभूषा: ।
 सूक्तैर्यमेव निगमप्रथितैः स्तुवन्ति
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३६ ॥

*yad-bhāva-bhāvita-dhiyo manujās tathaiva
 saṁprāpya rūpa-mahimāsana-yāna-bhūṣaḥ
 sūktair yam eva nigama-prathitaiḥ stuvanti
 govindam ādi puruṣam tam ahaṁ bhajāmi [36]*

অনুবাদ । যাহার ভাবকৃপ ভক্তিদ্বারা বিভাবিত-চিত্ত মনুষ্যগণ কৃপমহিমা, আসন, যান ও ভূষণ লাভ করতঃ নিগমোক্ত মন্ত্রসূচু-দ্বারা তাহাকে স্তব করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য । রসবিচারে ভক্তিভাব—পঞ্চপ্রকার অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাত্সল্য ও শৃঙ্গার । সেই-সেই-ভাবে আরাঢ় ভজ্জগণ তদুচিত কৃষ্ণকৃপের

Translation:

I worship the Primeval Lord Govinda
 for whom the hearts of mankind melt in Love.
 Those persons attain the glory of their beauty,
 their seats, conveyances and ornaments;
 and they sing His Glories by the *Mantra* Hymns
 of the *Vedas*. [36]

Purport: In the Philosophy of *Rasa* or the pure heart's disposition, the Devotional Conception may be of five types: *Sānta*, *Dāsyā*, *Sakhya*, *Vātsalya* and *Śrīgṝda* (Peacefulness, Servitude, Fraternity, Parenthood and Consort-hood). Adopting their particular disposition, the devotees

নিয়ত সেবা করিয়া চরমে তদুচিত প্রাপ্য-স্থান লাভ করেন; সেই বসানুরাপ চিৎস্বরূপ, তদুচিত মহিমা, তদুচিত সেবা-গীর্ঠনাপ আসন, তদুচিত গমনাগমন-ক্লপ ঘান এবং শ্রীয় রূপ-সমৃদ্ধিকারী চিত্তায় গুণ-ভূষণসকল লাভ করেন। যাহারা শান্ত-রসের অধিকারী, তাহারা শান্তিপীঠক্লপ ব্ৰহ্ম-পৰমাত্মা-ধার; যাহারা দাস্তরসের অধিকারী, তাহারা ঐশ্বর্যাগত বৈকুণ্ঠধার; যাহারা শুক্র সখ্য, বাঞ্সল্য ও মধুর-রসের অধিকারী, তাহারা বৈকৃষ্ণপরিস্থিত গোলোক-ধার লাভ করেন। সেই-সেই-স্থানে শ্রীয় রসোচিত সমস্ত উপকরণ ও সামগ্ৰী প্রাপ্ত হইয়া বেদোদ্ধিষ্ঠ সৃজনসারে স্তব করেন। বেদ কোন কোন স্থলে চিজ্জড়ি অবলম্বনপূর্বক ভগবত্তীলার কথা বলেন; সেই সেই লক্ষণেই মুক্ত ভক্তদিগের কৌণ্ডনাদি হইয়া থাকে ॥৩৬॥

render their delegated Service to the appropriate Form of Kṛṣṇa, and ultimately attain to their befitting destination. According to their particular *Rasa*, they attain to their divine form, their befitting glories, the appropriate seat in the form of the holy place of their service or worship, the appropriate conveyance and the ornaments of divine qualities that enhance their personal beauty.

Those who are eligible for *Śānta-rasa* attain the places of peace that are the Abodes of *Brahman* and *Paramātman*; those who are eligible for *Dāsy-a-rasa* attain the majestic *Vaikunṭha-dhāma*; and those eligible for pure *Sakhya-*, *Vātsalya-* and *Madhura-rasa* reach *Goloka-dhāma*, above *Vai-kunṭha*. In their particular destination, each gains the ingredients and paraphernalia appropriate to their *Rasa* and sing the Holy Hymns that are directed by the *Vedas*. In certain passages, the *Vedas* take refuge in the Divine Potency and describe (reveal) the Holy Pastimes of the

Supreme Lord; correspondingly, the fully liberated pure devotees go on singing the Glories of His Pastimes, serving Him by the various established spiritual methods (*kīrtana*, etc.), taking refuge in the Divine Potency. [36]

आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभि-
स्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः ।
गोलोक एव निवसत्यखिलामभूतो
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३७ ॥

*ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhī-
tābhīr ya eva nija-rūpatyā kalābhīḥ rūpatayā
goloka eva nivasaty akhilātmā-bhūto
govindam ādi puruṣam tam ahaṁ bhajāmi [37]*

ଅନୁବାଦ । ଆନନ୍ଦଚିନ୍ମୟରସ-କର୍ତ୍ତ୍ରକ ପ୍ରତିଭାବିତା, ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାପେ ଅନୁବାପା ଚତୁଃସତି-କଳାଯୁକ୍ତ ହ୍ରୁଦିନୀ-ଶକ୍ତିକର୍ପା ରାଧା ଓ ତ୍ରୈକାମ୍ବୟହଙ୍କରିପା ସର୍ବିବର୍ଗେର ସହିତ ଯେ ଅଖିଲାଶ୍ୱାସ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ନିତ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୋଲୋକଧାମେ ବାସ କରେନ, ସେଇ ଆଦିପୂରୁଷକେ ଆମି ଭଜନ କରି ॥ ୩୭ ॥

ତାତ୍ପର୍ୟ । ଶକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିମାନ ଏକାତ୍ମା ହଇୟାଓ ହ୍ରୁଦିନୀଶକ୍ତିକର୍ତ୍ତ୍ରକ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କପେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ହଇୟା ନିତ୍ୟ ଅବହାନ କରେନ । ସେଇ ଆନନ୍ଦ (ହ୍ରୁଦିନୀ)

Translation:

He eternally resides in His Holy Abode of Goloka
with His Transcendental Second Nature,
the Own Self of His Ecstasy Potency
replete with the sixty-four sublime arts—Śrī Rādhā
and Her Various Personal Plenary Expansions,
Her Lady Companions, whose hearts are filled
with the Supreme *Rasa*, the Joy of Divine Love;
that Primeval Lord Govinda—
the life and soul of His beloved—do I adore. [37]

Purport: The Absolute, despite being One as Potency and

ও চিৎ (কৃষ্ণ), উভয়েই অচিন্ত্য শৃঙ্গারস বর্ণমান। সেই রসের বিভাব—বিবিধ, অর্থাৎ আলম্বন ও উদ্দীপন। তন্মধ্যে আলম্বন—বিবিধ, অর্থাৎ আশ্রয় ও বিষয়; আশ্রয়—স্বয়ং রাধিকা ও তৎকার্যবৃহগণ, এবং বিষয়—স্বয়ং কৃষ্ণ। কৃষ্ণই গোলোকপতি গোবিন্দ। সেই রসের প্রতিভাবিত আশ্রয়ই গোপীগণ; তাহাদের সহিতই গোলোকে কৃষ্ণের নিত্যলীলা।

“নিজজনপত্রয়া” অর্থাৎ হৃদিনী শক্তিবৃত্তি প্রকটিতরপিণী কলা-সকলের সহিত; সেই চতুঃবষ্টি কলা, যথা—নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাট্য, আলেখ, বিশেষকচ্ছেদ, তঙ্গুল-কুসূম-বণি-বিকার, পুষ্পাস্তরণ, দশনবসনাসরাগ, মণি-

Potent, eternally presides by His Ecstasy Potency in two separate Forms—Rādhā and Kṛṣṇa. Inconceivable Amorous Consorthood is ever-present in both that Ecstasy (*Hlādīni*) and Divinity (Kṛṣṇa). *Vibhāva*, or the cause of the Experience of that *Rasa* or Ecstatic Principle, is divided into two: *ālambana* or the basis, and *uddipana* or the stimulation. Of the two, *ālambana* is further divided into two: *āśraya*, or the Repository of Love, and *viṣaya*, or the Object to whom that Love is directed. The *āśraya* is Śrī Rādhikā Herself, along with Her Various Personal Plenary Expansions; and the *viṣaya* is Śrī Kṛṣṇa Himself. Kṛṣṇa is Govinda, the Lord of Goloka. The Repository of Deep Love in that *Rasa* is embodied in the Gopīs. It is with Them that Kṛṣṇa enjoys His Eternal Pastimes in Goloka.

The expression *nija-rūpatayā* indicates ‘along with all the Plenary Expansions, Charms, or Arts manifest by the Current of the Ecstasy Potency; those Arts are sixty-four in number: *nṛtyam*, *gītam*, *vādyam*, *nātyam*, *ālekhyaṁ*, *viśeṣaka-cchedyam*, *tañḍula-kusuma-vanī-vikārāḥ*, *puspās-*

ভূমিকা-কর্ণ, শয়া-রচন, উদক-বাদ্য, উদক-ঘাত, চিরযোগ, মাল্যাগ্রহণ-বিকল্প, শেখরাপীড়-যোজন, নেপথ্য-যোগ, কর্ণপত্র-ভঙ্গ, গজযুক্তি, ভূষণ-যোজন, ঐন্দ্রজাল, কৌচুমার-যোগ, হস্ত-লাঘব, চির-শাকাপৃপ-ভঙ্গবিকার-ক্রিয়া, পানক-রসরাগাসব-যোজন, সূচীবাপ-কর্ণাদি, সূত্র-ক্রীড়া, প্ৰহেলিকা, প্ৰতিমালা, দুর্বিচক-যোগ, পুন্তক-বাচন, নাটিকাখ্যায়িকা-দর্শন, কাব্যসমস্যা-পূৰণ, পট্টিকা-বেতৰাণ-বিকল্প, তকু-কৰ্ণ, তক্ষণ, বাস্তুবিদ্যা, রৌপ্যারঞ্জ-পরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগ-জ্ঞান, আকর-জ্ঞান, বৃক্ষাযুক্তবৈদ্যোগ, মেষকুরুটশাবক-যুক্তবিধি, শুক-শারিকা-প্রলাপন, উৎসাদন, কেশমার্জন-কোশল, অক্ষরমুষ্টিকা-কথন, ছেছিতকুতক-বিকল্প, দেশভাষা-জ্ঞান, পুষ্পশকটিকানিমিত্ত-জ্ঞান, যন্ত্র-মাতৃকা, ধারণ-মাতৃকা, সম্পত্তি, মানসীকাব্য-ক্রিয়া, ক্রিয়া-বিকল্প, ছলিতক-যোগ,

taraṇam, daśana-vasanāṅga-rāgāḥ, maṇi-bhūmikā-karmman, śayyā-racanam, udaka-vādyam, udaka-ghātāḥ, citrayogāḥ, mālyā-granthana-vikalpāḥ, śekharāpiḍa-yojanam, nepathyā-yogāḥ, karna-patra-bhaṅgāḥ, gandha-yuktīḥ, bhūṣaṇa-yojanam, aindra-jālam, kaucumāra-yogāḥ, hasta-lāghavam, citra-śākāpūpa-bhakṣya-vikāra-kriyāḥ, pānaka-rasa-rāgāsava-yojanam, sūci-vāpa-karmman, sūtra-krīḍā, prahelikā, prati-mālā, durvvacaka-yogāḥ, pustaka-vacanam, nāṭikākhāyikā-darśanam, kāvya-samasyā-pūrṇam, paṭṭikā-vetra-bāṇa-vikalpāḥ, tarku-karmman, takṣaṇam, vāstu-vidyā, raupya-ratna-parīkṣā, dhātuvādāḥ, maṇi-rāga-jñānam, ākara-jñānam, vrksāyurvveda-yogāḥ, meṣa-kukkuṭa-śāvaka-yuddha-vidhi, śuka-śārikā-pralāpanam, utsādanam, keśa-mārjana-kauśalam, aksara-muṣṭikā-kathanam, mlecchita-kutarka-vikalpāḥ, deśa-bhāṣā-jñānam, puṣpa-śakaṭikā-nimitta-jñānam, yantra-māṭrkā, dhāraṇa-māṭrkā, sam-pātyam, mānasī-kāvya-kriyāḥ, kriyā-vikalpāḥ, chalitaka-

অভিধান-কোষচন্দ-জ্ঞান, বস্ত্র-গোপন, দৃঢ়-বিশেষ, আকর্ষ-ক্রীড়া, বালক-ক্রীড়ানক, বৈনায়িকী-বিদ্যা, বৈজ্ঞানিকী-বিদ্যা এবং বৈতালিকী বিদ্যা ।

এই সমস্ত বিদ্যা মূর্তিমতী হইয়া রস-প্রকরণকাপে গোলোক-ধার্মে নিত্য প্রকট এবং জড়জগতে চিছন্তি-যোগমায়াদ্বারা ব্রজলীলায় প্রশস্তকাপে প্রকটিত হইয়াছে । এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—“সদানন্দেন্তঃ প্রকাশঃ স্বৈর্লীলাভিষ্ঠ
স দীব্যাতি । তত্ত্বেকেন প্রকাশেন কদাচিচ্ছগদন্ত্রে । সহেব স্বপরিবারৈর্জন্মাদি
কুরুতে হরিঃ ॥ কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা । তেষাং পরিকরাণাঙ্গ
তৎ তৎ ভাবৎ বিভাবযেত্ ॥ অপঞ্চগোচরহেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা ।
অন্যান্যপ্রকটা ভাস্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ ॥ তত্র প্রকটলীলারামেব স্যাতাং
গমাগমৌ । গোকুলে মথুরাযাঙ্গ দ্বারকাযাঙ্গ শার্দিনঃ ॥ যাস্তত্র তত্ত্বাপ্রকটাস্তত্র
তত্ত্বেব সম্ভি তাঃ ।” অর্থাৎ গোলোকে সর্বদা শীর্য অন্ত-লীলা-প্রকাশের

*yogāḥ, abhidhāna-koṣa-cchanda-jñānam, vastra-gopanam,
dyūta-viśeṣam, ākarṣa-kṛiḍā, bālaka-kṛiḍānakam, vai-
nāyikī-vidyā, vajjayikī-vidyā and vaitalikī-vidyā.*

All these Teachings are Divinely Personified and eternally manifest as the ingredients of *Rasa* in Goloka; and in the world, by the Divine Potency Yogamāyā, they have been auspiciously manifest in the Pastimes of Vraja. For this reason, Śrī Rūpa has stated, *সদানন্দেন্তঃ প্রকাশৈः স্বৈর্লীলাভিষ্ঠ স দীব্যাতি ।* তত্ত্বেকেন প্রকাশেন কদাচিচ্ছগদন্ত্রে । *সহেব স্বপরিবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ ॥* কৃষ্ণ-ভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সো । তেষাং পরিকরাণাঙ্গ তৎ তৎ ভাবং বিভাবযেত্ ॥ প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা । অন্যাস্ত্বপ্রকটা ভাস্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ ॥ তত্র প্রকটলীলাযামেব স্যাতাং গমাগমৌ । গোকুলে মথুরাযাঙ্গ দ্বারকাযাঙ্গ শার্দিনঃ ॥ যাস্তত্র তত্ত্বাপ্রকটাস্তত্র তত্ত্বেব সম্ভি তাঃ । *sadānantaḥ prakāśaiḥ svair
līlābhiḥ ca sa divyati, tatraikena prakāśena kadācij jagad
antare, sahaiva svaparivārair janmādi kurute hariḥ
kr̄ṣṇa-bhāvānusāreṇa līlākhyā ūktir eva sā, teṣāṁ pari-*

সহিত কৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন। কখনও জগতের মধ্যে সেই লীলার অকাশাঙ্গের হয়। শ্রীহরি সপরিবারেই জন্মলীলাদি প্রকট করেন। কৃষ্ণভাবানুসারে লীলা-শক্তি তদীয় পরিকরণগ্রকেও সেই-সেই-ভাবে বিভাবিত করেন। যে-সকল লীলা প্রপঞ্চ-গোচর হয়, তাহাই প্রকট-লীলা; আবার সেইরূপ কৃক্ষের সমস্ত লীলাই প্রপঞ্চের অগোচরে অপ্রকটকরণে গোলোকে আছে। প্রকট-লীলায় কৃক্ষের গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় গতাগতি। যে-সমস্ত লীলা ঐ স্থানত্রয়ে অপ্রকট, তাহা চিন্তামে বৃন্দাবনাদিস্থানে প্রকট হইয়া থাকে। এইসকল সিদ্ধান্ত-বাক্যে ইহাই জানা যায় যে, প্রকট-লীলা ও অপ্রকট-লীলায় কোন ভেদ নাই।

karāṇān ca tam tam bhāvarā vibhāvayet; prapañca-gocaratvena sā līlā prakaṭā smṛtā, anyās tv aprakaṭā bhānti tādrśyas tad agocarāḥ; tatra prakaṭa-līlāyām eva syātāṁ gamāgamau, gokule mathurāyān ca dvārakāyān ca śārṅgināḥ; yās tatra tatrāprakaṭās tatra tatraiva santi tāḥ.
 This means that in Goloka, Kṛṣṇa is ever-beautifully resplendent with His infinite Pastimes; sometimes there are variations in the manifestation of those Pastimes in the mundane world. The Supreme Lord Śrī Hari reveals the Pastimes of His Advent, etc., in His family. According to His sweet will, the *Līlā* Potency also infuses the hearts of His Personal Associates with the Devotional dispositions appropriate to their Service. All the Pastimes that are visible to the world are manifest Pastimes, while those Pastimes that are invisible to the world are unmanifest by remaining in Goloka. In His manifest Pastimes, Kṛṣṇa frequents Gokula, Mathurā and Dvārakā. All the Pastimes that are not manifest in those three places remain manifest in the Divine Abode, the original location of Vṛndāvana.

এই প্রোক্তের টীকায় এবং উজ্জ্বল-নীলমণির টীকায় এবং কৃষ্ণ-সন্দর্ভাদিতে অশ্বদীয় আচার্যচরণ শ্রীজীব-গোবিন্দী বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণের প্রকট-লীলা—যোগ-মায়া-কৃতা; মায়িক-ধর্মসমূহকে সংক্ষিপ্ত থাকায় তাহাতে মায়া-প্রত্যায়িত কর্তৃকণ্ঠলি কার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা স্বরূপ-তত্ত্বে থাকিতে পারে না; যথা—অসুর-সংহার, পরদার-সংগ্রহ ও জন্মাদি। গোপীগণ—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিগত তত্ত্ব, সুতরাং তদীয় স্বকীয়া; তাহাদের কিনাপে পরদারত্ব সম্ভব হয়? তবে যে তাহাদের প্রকটলীলায় পরদারত্ব, তাহা—কেবল মায়িক-প্রত্যয়-মাত্র। শ্রীজীব-গোবিন্দিপাদের এই প্রশালীর কথাণ্ডলিতে যে গৃচার্থ আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে আর সংশয় থাকিবে না। শ্রীজীব-গোবিন্দিপাদ—আমাদের তত্ত্বাচার্য;

All these conclusions inform us that intrinsically there is no distinction between the manifest and unmanifest Pastimes. In his commentary of this *śloka* and in his commentary of *Ujjvala-nilamani* and in *Kṛṣṇa-sandarbha* and other exalted works our most revered *Ācāryya Śrī Jīva Gosvāmī* has stated that Kṛṣṇa's manifest Pastimes are conducted by Yogamāyā; because those Pastimes are associated with material nature, some Māyik or worldly traits are apparent in them, which can in no way be present in the intrinsic Transcendental Pastimes. For example, the slaying of demons, paramour relationships, birth, and so on. The Gopis are of Śrī Kṛṣṇa's Personal Potency, so they are His own without exception; how can they be considered to be the wives of others? So the paramour affairs of the Pastimes manifest on Earth, in which they are considered to be others' wives, are only a mundane inflection of the transcendental reality.

When we can have some insight into the deep purport

[purport, verse 37]

সুতরাঃ শ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগভৈ সর্ববদ্ধই বর্ণমান, অধিকস্তু তিনি—আবার কৃষ্ণলীলায় মঙ্গলী-বিশেষ; অতএব সকল-তত্ত্বই তাহার পরিজ্ঞাত। তাহার আশয় বুঝিতে না পারিয়া কতকগুলি লোক স্বকপোল-অর্থ রচনা করতঃ পক্ষ-বিপক্ষভাবে তর্ক করিয়া থাকেন। শ্রীরূপ-সনাতনের মতে, প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলা—পরম্পর অভেদ; কেবল একটি—প্রপঞ্চাতীত প্রকাশ, অন্যটি—প্রপঞ্চাত্মক প্রকাশ, এইমাত্র ভেদ। প্রপঞ্চাতীত-প্রকাশে দ্রষ্ট-দ্রষ্টগত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা আছে। বহুভাগ্যক্রমে কৃষ্ণকৃপা হইলে যিনি প্রপঞ্চ সম্বন্ধ পরিত্যাগ-পূর্বক চিজ্জগতে প্রবিষ্ট হন, আবার যদি তাহার সাধনকালীন বস-বৈচিত্রের আস্তাদন-সিদ্ধি থাকে, তবেই তিনি গোলোকের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধলীলা দর্শন ও

of the line of thought in these explanations of Śrī Jīva Goswāmipāda, no room for any doubt about the truth can remain in our hearts. Śrī Jīva Goswāmipāda is our *Tattvācāryya*, Divine Guide in Transcendental Truth—his representation is always strictly in conformity with the line of Śrī Rūpa-Sanātana; besides, in his internal Divine identity, he is a particular *Mañjari*. So all Transcendental Truths are fully known to him. Without understanding the gist of his line of thought, some persons have speculated and concocted their own interpretation of his words, ushering in a tirade of fruitless controversy.

According to Śrī Rūpa and Śrī Sanātana, unmanifest and manifest Pastimes are identical, with the only exception that the former is revealed beyond the material world while the latter is revealed within it. In the revelation beyond this world, there is absolute purity in regard to the seer and the seen. When by great fortune one receives the Grace of Kṛṣṇa, and is thus able to completely sever his relationship with the mundane and enter into the Transcendental

আপ্তবাদন করিতে পারিবেন। সেকুল পাত্র দুর্ভিল, আর যিনি প্রপঞ্চে বর্তমান হইয়াও ভক্ষিসিদ্ধিজ্ঞমে কৃষ্ণপায় চিদসের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তিনি ভৌম-গোকুললীলায় সেই গোলোক-লীলা দেখিতে পান। সেই অধিকারিষ্যের মধ্যেও অবশ্য তারতম্য আছে; বস্তুসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত সেই গোলোক লীলা-দর্শনে কিছু কিছু মায়িক প্রতিবন্ধক থাকে। আবার, স্বরূপসিদ্ধির তারতম্যজ্ঞমে স্বরূপ-দর্শনের তারতম্যানুসারে ভক্ষণিগের গোলোক-দর্শনের তারতম্যও অবশ্য স্থীকার করিতে হইবে। নিতান্ত মায়াবন্ধ ব্যক্তিগণই ভক্ষণ-চক্ষুশূণ্য; তথাদ্যে কেহ কেহ—কেবল মায়া-বিচিত্রতায় আবদ্ধ এবং কেহ কেহ

World—and further, if he attains to the perfection of tasting the variegatedness of Spiritual *Rasa* during his practising Spiritual life—such a person will be able to see and taste the complete Divine Pastimes of Goloka. Such a blessed recipient is rare; and one who despite being present in the material world has through his perfection in Devotion gained the Grace of Kṛṣṇa and thus attained to experience of the Spiritual *Rasa* will be able to see those Goloka Pastimes in the Gokula Pastimes manifest in this earthly plane.

There is a definite comparative distinction between these two classes of devotees; until the attainment of *vastu-siddhi*,* the ability to have the *darśana* (vision) of Goloka Pastimes is always deterred by some mundane obstruction. Again, it must be admitted that there are different gradations of the *darśana* of Goloka in proportion to one's comparative progress in *svarūpa-siddhi*, which determines one's stage of *svarūpa-darśana* or vision of the Reality.

Those who are very tightly bound by the chains of illusion

**Vastu-siddhi* and *svarūpa-siddhi*—vide pages 10–11.

বা—ভগবদ্বহির্মুখ-জ্ঞানের আশ্রয়ে চরমনাশের প্রত্যাশী; তাহারা ভগবানের প্রকটলীলা দেখিতে পাইলেও তাহাদের নিকট ঐ প্রকটলীলায় অপ্রকটসম্বন্ধ-শূন্য কেবল জড়-প্রতীতির মাত্র উদয় হয়। অতএব অধিকারি-ভেদে গোলোক-দর্শনের গতিই এইরূপ। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব এই যে, গোলোক যেরূপ শুভ্রতত্ত্ব, গোকুলও তদ্বৃপ্ত শুভ্র ও সম্পূর্ণরূপে মঙ্গশূন্য হইয়াও যোগমায়া চিছক্ষি-কর্তৃক জড়জগতে প্রকটিত। প্রকট ও অপ্রকট বিষয়ে কিছুমাত্র মায়িক মল, হেয়তা বা অসম্পূর্ণতা নাই; কেবল দ্রষ্ট-জীবদিগের অধিকারানুসারেই তাহা কিছু কিছু পৃথগ্রামে প্রতীত হয়। মল, হেয়ত, উপাধি, মায়া, অবিদ্যা, অশুভতা, ফলভূত,

have no eyes of Devotion; of such persons, some see everything in the variegatedness of the illusory world, and others, taking shelter of non-theistic knowledge, are aspirants of suicidal ultimate dissolution. Even if they are able to see the manifest Pastimes of the Lord, nothing more than mundane connotations devoid of any relationship with the unmanifest Pastimes appear in their minds. So in this way, the *darśana* of Goloka is attainable according to one's eligibility.

The fine point here is that as Goloka is pure Truth, Gokula is similarly pure and completely devoid of impurity; however, by the Divine *Cit* Potency *Yogamāyā*, Gokula is manifest in the mundane world. In either the manifest or unmanifest affairs of that plane there is not the slightest trace of contamination, unwholesomeness or imperfection as found in the limited world; only according to the varying eligibility of the *jīvas* viewing them do they appear with certain variations. Contamination, unwholesomeness, superfluity, misunderstanding, ignorance, impurity, falsity,

তুচ্ছত্ব, স্তুলন্ত্র—কেবল মৃষ্টি-জীবের জড়ভাবিত চক্ষু, বৃক্ষ, মন ও অহঙ্কারনিষ্ঠ, কিন্তু দৃশ্যবস্তুনিষ্ঠ নয়। যিনি ততদূর তত্ত্বৎ দোষশূন্য, তিনি ততদূর বিশুদ্ধ-তত্ত্ব-দর্শনে সমর্থ। শাস্ত্রে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা—মলশূন্য; কেবল তদালোচক-বাণিজিদিগের নিকটই প্রতীতিসমূহ তত্ত্বদধিকারক্রমে মলযুক্ত বা মলশূন্য হইয়া থাকে। পূর্বে যে চতুঃঘষ্টি-কলার বিবৃতি কথিত হইয়াছে, সেই-সকল বিষয় মূলতঃ শুন্দরাপে গোলোকেই বর্তমান। আলোচকদিগের অধিকার-ক্রমেই সেই সেই বাকো হেয়ত্ব, তুচ্ছত্ব ও স্তুলন্ত্রের প্রতীতি হয়। শ্রীরূপ-সনাতনের মতে—ঘত-প্রকার লীলা গোকুলে প্রকটিত হইয়াছে, সে-সমস্তই সমাহিত ও মায়া-গন্ধ-শূন্য-ভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পরকীয়ভাবেও সেই বিচারাধীনে কোনপ্রকার অচিন্ত্য-শুন্দরভাবে গোলোকে অবশ্য ধাকিবে।

lowness, grossness—all these are present in the mundane vision of the viewing *jīvas'* eyes, intellect, mind and ego. They are not inherent in the observable object. The more one is free from those particular stigmas, the more he will be capable of having the vision of the Transcendental Truth.

The Truth that is revealed in the *śāstra* or Holy Scriptures is completely devoid of contamination; the purity or impurity of the realizations of the different viewers are dependent on their individual qualifications. All the above-mentioned sixty-four arts exist in Goloka in their original pure form, devoid of any trace of mundanity. The qualification of purity of the deliverator on these matters will determine whether he sees any connotation of unwholesomeness, lowness or grossness in them.

According to Śrī Rūpa and Śrī Sanātana, whatever types of Pastimes are manifest in Gokula, all are in Goloka intrinsically and devoid of any scent of mundanity. So by

योगमायाकृत समक्ष प्रकाशहि शुद्ध; परदार-भावटी योगमायाकृत, सूतरां कोन शुद्धतर्मूलक। से शुद्धतर्मूलि कि, ताहा बिचार करा याउक। श्रीरूप लिखिया-हेन,—“पूर्वोक्त-वीरोदासादि-चतुर्भेदस्य तस्य तु । पतिशेषोपपतिशेति प्रभेदाविह विश्वल्लो ॥ तत्र पतिः स कन्यायाः यः पाणिग्राहको भवेत् । रागेगोलाज्ञयन् धर्मं परकीयाबलार्थिना । तदीय-प्रेम-सर्वस्वं बृहैरुपपतिः शृतः ॥ लघुत्तमत्र यत्र प्रोक्तं तत्तु प्राकृत-नायके । न कृष्णे रसनिर्व्यास-स्वादार्थमवतारिणि ॥” तत्र नायिकाभेद-विचारः,—“नासौ नाट्येरसे मुख्ये यत्परोदा निगद्यते । तत्तु स्यात् प्राकृत-क्षुद्रनायिकाघनुसारतः ॥” एইसकल

that consideration, *parakīya-bhāva* or the mode of paramour relationship must certainly also be in Goloka, in a kind of inconceivably pure posing. Everything that is manifest by Yogamāyā is pure; when paramourship is arranged by Yogamāyā, its roots in pure Absolute Reality are indicated. Let us consider the constitution of that pure Absolute Reality.

Śrī Rūpa has written, पूर्वोक्तधीरोदातादि-चतुर्भेदस्य तस्य तु । पति-शोपपतिशेति प्रभेदाविह विश्रुतौ ॥ तत्र पतिः स कन्यायाः यः पाणिग्राहको भवेत् । यगेणोलाज्ञयन् धर्मं परकीयाबलार्थिना । तदीय-प्रेमसर्वस्वं बृहैरुपपतिः स्मृतः ॥ लघुत्तमत्र यत् प्रोक्तं तत्तु प्राकृतनायके । न कृष्णे रसनिर्व्यास-स्वादार्थमवतारिणि ॥ तत्र नायिकाभेद-विचारः,— नासौ नाट्येरसे मुख्ये यत्परोदा निगद्यते । तत्तु स्यात्-कृत-क्षुद्रनायिकाघनुसारतः ॥ *pūrvvokta-dhīrodāttādi-caturbhedasya tasya tu, patiś copatiś ceti prabhedāv iha viśrutau; tatra patih sa kanyāyāḥ yaḥ pānigrāhako bhavet, rāgenolaṅghayan dharmmarī parakīyābalārthinā, tadiya-prema-sarvvasvarṁ budhair upapatih smṛtah; laghutvam atra yat proktam tat tu prākṛta-nāyake, na krṣṇe rasa-niryyāsa-svādārtham avatāriṇi. Tatra nāyikā-bheda-vicārah,—nāsau*

গোকুলে শ্রীজীব-গোস্বামী অনেক বিচার করিয়া পরদার-ভাবকে যোগমায়া-কৃত জন্মাদিলীলার ন্যায় বিভ্রম-বিলাসরূপে প্রতিপন্থ করিয়াছেন। “তথাপি পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ভজবনিতানাং”—এই ব্যাখ্যাদ্বারা তিনি স্থীয় গঙ্গীর আশয় ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতন-সিঙ্কান্তেও যোগমায়াকৃত বিভ্রমবিলাস স্থীকৃত হইয়াছে। তথাপি শ্রীজীব-গোস্বামী যখন গোলোক ও গোকুলের একত্র নিরাপৎ করিয়াছেন, তখন গোকুলের সমস্ত লীলায় যে মূল-তত্ত্ব আছে, ইহা অবশ্যই স্থীকার করিতে হইবে। যিনি বিবাহবিধিক্রমে কন্যার পাণিশৃঙ্খল করেন, তিনি ‘পতি’, এবং যিনি রাগদ্বারা পারকীয়া রমণীকে আপ্তি হইবার জন্য তদীয়-প্রেমসর্ববস্থ-বোধে ধর্মোল্লজ্যন করেন, তিনিই ‘উপপতি’। গোলোকে

*nātye-rase mukhye yat parodhā nigadyate, tat tu syāt
prākṛta-kṣudra-nāyikādy anusārataḥ.* Śrī Jīva has deeply considered all these *ślokas* and substantiated that as the Pastimes of Birth, etc., are Pastimes of Divine Delusion (*vibhrama-vilāsa*) attributed to Yogamāyā, the same is applicable in the case of the Paramour Conception. তথাপি পতি: পুরবনিতানি দ্বিতীয়ো ভজবনিতানি *tathāpi patih pura-vanitānāṁ dvitiyo vraja-vanitānāṁ*—by this statement he has revealed his deep purport. In the conclusions established by Śrī Rūpa and Śrī Sanātana, the Pastimes of Divine Delusion arranged by Yogamāyā have also been admitted. Yet when Śrī Jīva Goswāmī has determined Goloka and Gokula to be identical, it cannot but be admitted that the basis of the Gokula Pastimes is the fundamental Transcendental Reality.

One who accepts the hand of a maiden according to the injunction of marriage is a husband, while one who, thinking his love to be all-in-all, crosses the injunctions of religious duty in order to gain another's wife, is a paramour. In

বিবাহবিধি-বহুনরূপ ধর্মই নাই; সুতরাং তথায় তলক্ষণ পতিত্বও নাই; আবার তদ্বপ্তি স্বীয়-স্বকপাঞ্চিতা গোপীদিগের অন্যত্র বিবাহ না থাকায়, তাহাদের উপপত্তীত্বও নাই। তথায় স্বকীয় ও পারকীয়,—এই উভয়বিধিভাবের পৃথক্পৃথক স্থিতি হইতে পারে না। প্রকট-লীলায় প্রাপক্ষিক-জগতে বিবাহবিধি-বহুনরূপ ‘ধর্ম’ আছে,—কৃষ্ণ সেই ধর্ম হইতে অতীত। সুতরাং মাধুর্যামণ্ডলরূপ ধর্ম—যোগমায়াদ্বারা ঘটিত। সেই ধর্ম উল্লজ্যন করিয়া কৃষ্ণ পরকীয়-রস আস্থাদন করিয়াছেন। এই যে যোগমায়াকর্তৃক প্রকটিতা ধর্মোল্লজ্যন-লীলা, তাহা প্রপঞ্চেই প্রপঞ্চাঙ্গদিত চক্ষুর্ধারা দৃষ্ট হয়; বস্তুতঃ কৃষ্ণলীলায় তাদৃশ লঘুত্ব নাই। পারকীয়-রসই সর্ববরসের নির্যাস; ‘তাহা গোলোকে নাই’—এই

Goloka there is no religious obligation binding anyone to the injunction of marriage, so no husbandhood of that order is to be found there either; on the other hand, since there can be no marriage with others for the Gopis, who are in that way constitutionally Kṛṣṇa's own, there is no question of them becoming lady paramours. There, the concepts of wedded and paramour (*svakiya-pārakiya*) cannot exist independently of one another. In Kṛṣṇa's Pastimes manifest in the material world, the binding religious code of marriage is present; Kṛṣṇa is transcendental to that religious duty. So the circle of Divine Amorous Affairs is thus an arrangement of Yogamāyā. Crossing that religious obligation, Kṛṣṇa enjoyed the taste of paramourship. These Pastimes of ‘overstepping morality’ manifest by Yogamāyā are seen in the world by eyes enveloped in mundanity; in actuality there is no trace of such pettiness or superficiality in the Pastimes of Kṛṣṇa at all.

Pārakiya-rasa is the essence of all *Rasas*; to deny its

কথা বলিলে গোলোককে তুচ্ছ করিতে হয়। পরমোপাদেয় গোলোকে পরমোপাদেয়-রসান্বাদন নাই,—এরাপ নয়। অবতারী কৃষ্ণ তাহা কোন আকারে গোলোকে এবং কোন আকারে গোকুলে আন্বাদন করেন। সৃতবাং পরদ্বারভূক্তুপ ধৰ্ম্মলজ্যন-প্রতীতি মায়িক-চক্রে প্রতীত হইলেও তাহার কোনপ্রকার সত্যাত্মা গোলোকেও আছে। “আজ্ঞারামোহণ্পূরীরমৎ”, “আজ্ঞান্যবৰকৃষ্ণ-সৌরতৎ”, “রেমে ব্রজসুন্দরীভির্যথার্থকঃ স্বপ্রতিবিষ্঵বিভ্রমঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রবচনস্থারা প্রতীত হয় যে, আজ্ঞারামতাই কৃষ্ণের নিজ-ধৰ্ম্ম। কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যময়-চিঞ্জগতে আজ্ঞাশক্তিকে লক্ষ্মীরূপে প্রকট করিয়া স্বকীয়া বৃক্ষিক্তে রমণ করেন। এই স্বকীয়া বৃক্ষ প্রবলা থাকায় দাস্যরস পর্যাপ্তই রসের সুন্দর গতি। কিন্তু গোলোকে আজ্ঞাশক্তিকে

existence in Goloka would be tantamount to sacrilege. The Superexcellent, Transcendental Ecstatic Experience cannot be absent in the Superexcellent Goloka. Kṛṣṇa, the Origin of all *Avatāras*, tastes that in a certain way in Goloka, and He tastes that in a certain way in Gokula. So despite the immoral connotation seen in paramourship by the mundane eye, paramourship nonetheless has its peculiar wholesome existence in Goloka also. From the Scriptural statements “আত্মারামোঽঅবীরমত,” “আত্মন্যবৰকৃষ্ণ-সৌরতঃ,” “ইমে ব্রজসুন্দরীভির্যথার্থকঃ স্বপ্রতিবিষ্঵বিভ্রমঃ” “ātmārāmo ‘py arīramat,” “ātmany ava-ruddha-saurataḥ,” “reme vrajasundaribhir yathārbhakah svapratibimba-vibhramah” etc., it is evident that self-satisfaction is Kṛṣṇa’s Personal Nature.

In the Majestic Area of the Transcendental World, He manifests His Personal Potency as Lakṣmī and consorts with Her in the mood of wedlock. Since this mood of ownership in wedlock (*svakīyā-buddhi*) predominates there, the scope of *Rasa* naturally and charmingly goes up to Servitude or

শতসহস্র-গোপীরাপে পৃথক করিয়া স্বকীয়-বিশ্঵াতিপূর্বক তাহাদের সহিত নিতা
রমণ করেন। স্বকীয়-অভিমানে রসের অত্যন্ত-দুর্লভতা হয় না, তজ্জন্য
অনন্দিকাল হইতেই গোপীদিগের নিঃসর্গতঃ ‘পরোচা’-অভিমান আছে, এবং
কৃষ্ণও সেই অভিমানের অনুরূপ স্থীর ‘ঔপন্ত্য’-অভিমান স্থীকারপূর্বক
বংশীপ্রিয়সন্ধীর সাহায্যে রাসান্দি-লীলা করেন। গোলোক—নিষ্ঠসিদ্ধ, মায়িক
প্রত্যয়ের অতীত রসপীঠ; সুতরাং তথায় সেই অভিমানমাত্রেই রসপ্রবাহ সিদ্ধ
হয়। আবার বাংসল্যরসও অবতারীকে আশ্রয়পূর্বক বৈকুঞ্চে নাই,—ঐশ্বর্য্যের
গতিই এইরূপ। কিন্তু পরমমাধুর্য্যময় গোলোকে ঐ রসের মূল অভিমান ব্যতীত
আর কিছু নাই। তথায় নন্দ-যশোদা প্রত্যক্ষ আছেন, কিন্তু জন্ম-ব্যাপার নাই,

Dāsy-a-rasa. But in Goloka, Kṛṣṇa expands His Personal Potency into millions of Gopīs and He consorts with Them, forgetting all ownership. The extreme rarity of the paramour relationship is absent in the sentiment of marriage, so naturally the Gopīs since time immemorial are endowed with the innate sentiment of being “others’ wives” or female paramours; and Kṛṣṇa Himself also reciprocates by accepting the sentiment of paramourship, and with the help of His beloved companion the flute, He enjoys *Lilā* or Pastimes such as the *Rāsa* Dance.

Goloka is eternally perfect—the Seat of Transcendental Ecstasy or *Rasa*—transcendental to any mundane inflection; so in that Realm, the Divine current of the sentiment of Paramourship flows in its perfection. Further, the way of Majesty (*aiśvaryya*) is such that the Parental sentiment (*Vātsalya-rasa*) directed to the Origin of all Incarnations is also absent in *Vaikuṇṭha*. Yet in the Paramount Plane of Divine Consorthood—the *Parama-mādhuryya-maya*

জন্মাভাবে নন্দ-যশোদার যে পিতৃ-মাতৃত্বাদি অভিমান, তাহা বস্তুতঃ নয়,—পরম্পরাগত অভিমান-মাত্র; যথা—“জয়তি জন-নিবাসো দেবকী-জন্মবাদঃ” ইত্যাদি। রস-সিদ্ধির জন্য ঐ অভিমান—নিত্য। শুঙ্গার-রসেও সেইরূপ ‘পরোচাহ্ব’ ও ‘ঔপণ্ডত্য’-অভিমান-মাত্র নিত্য হইলে, দোষ-মাত্র থাকে না এবং কোনোরূপ শাস্ত্রবিকুণ্ঠও হয় না। তাজে যখন গোলোক-তত্ত্ব প্রকট হন, তখন প্রাপ্তিষ্ঠিক-জগতে প্রপৰ্যন্তময়-দৃষ্টিতে ঐ অভিমানস্বয়় কিছু স্ফূর্ত হয়, এইমাত্র ভেদ। বৎসলরসে নন্দ-যশোদার পিতৃত্বাদি-অভিমান কিছু স্ফূর্তাকারে কৃষ্ণ-জন্মাদি-লীলাগাপে প্রতীত হয় এবং শুঙ্গাররসে সেই সেই গোপীগত পরোচাহ্ব-অভিমান স্ফূর্তকাপে অভিমন্ত্য-গোবর্ধনাদির সহিত বিবাহ আকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ

Goloka—there is only the original *mood* of that sentiment. There, Nanda and Yaśodā are personally present, but there is no direct occurrence of Kṛṣṇa's birth; without the function of giving birth to a son, the egos of fatherhood and motherhood of Nanda and Yaśodā are their hearts' sentiments only. জয়তি জন-নিবাসো দেবকী-জন্মবাদঃ: *jayati jananivāso devakī-janmavādah*. For the perfection of the *Rasa* that sentiment is eternal. Similarly in *Śringāra-rasa* also, since only the *sentiment* of male and female paramourship is eternal, absolutely no stigma or any type of Scriptural violation can be present there. When the Goloka Principle is manifest in Vraja, the only difference is that these two sentiments *appear* to possess some grossness in the mundane vision. The parental sentiment of Nanda and Yaśodā appears in a more ‘earthly’ way, in the form of the Pastimes of Kṛṣṇa's birth, etc. The consorthood sentiment of the Gopīs as “others' wives” appears in a more ‘earthly’ way in the form of their marriages to

গোপীদিগের পৃথক্ক-সন্তানগত পতিত্ব না আছে গোলোকে, না আছে গোকুলে। এই অন্যই শাস্ত্র বলেন যে, “ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।” এই অন্যই রসতত্ত্বাচার্য শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, উজ্জ্বল-রসে নায়ক—দুই প্রকার; যথা—“পতিশ্চাপপতিশ্চেতি প্রভেদাদিহ বিশ্রংতো” ইতি। শ্রীজীর তাহার টীকায় “পতিঃ পূরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাং” এই কথাতেই বৈকুণ্ঠ ও দ্বারকাদিতে কৃষ্ণের পতিত্ব এবং গোলোক ও গোকুলে কৃষ্ণের নিজেৰ পতিত্ব স্থীকার করিয়াছেন। গোলোকনাথ ও গোকুলনাথে উপপতি-লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। কৃষ্ণ-কর্তৃক স্থীয় আশ্চারামত্ব-ধর্মের যে লজ্জন, পরোচা-মিলন-জন্ম রাগই সেই ধর্মলজ্জনের হেতু। গোপীদিগের নিত্য পরোচাত্ত-অভিমানই সেই

Abhimanyu and Govarddhana, etc.

In reality, in neither Goloka nor Gokula is there any separate existence of lordship or husbandhood over the Gopis. Therefore the Scriptures have said *ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ*: *na jātu vraja-devināṁ patibhiḥ saha saṅgamah*: there is never sexual union of the Gopis with their husbands. So the *Rasatattvācāryya*, the Divine Guide in the Science of Transcendental *Rasa*, Śrī Rūpa, has written that the Hero of *Ujjvala-rasa* (Consorthood) is of two types—*যতিশ্চৈষণপতিশ্চেতি প্রভেদাদিহ বিশ্রুতাং*। ইতি *patis copapatis ceti prabhedāv iha viśrutau, iti*—husband and paramour.

In his commentary Śrī Jīva has admitted the Husbandhood of Kṛṣṇa in Dvārakā and Vaikuṇṭha, etc., and the Eternal Paramourship of Kṛṣṇa in Goloka and Gokula, in the statement *পতি: পূরবনিতানি দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানি patih puravaniitānāṁ dvitiyo vraja-vaniitānāṁ*. In the Lord of Goloka, Golokanātha, and in the Lord of Gokula, Gokulanātha, the expression of paramourship is found in its complete

পরোচাত্ । বস্তুতঃ তাহাদের পৃথক্স-সন্তান্যুক্ত পতি কখনও না থাকিলেও অভিমান সেই স্থানে তাহাদের পারকীয়া অবলম্বন সম্পাদন করে । সুতরাং “রাগেণোল্লজ্যমন্ত ধর্মং” ইত্যাদি সকল লক্ষণই মাধুর্যাপীঠে নিভা বর্ণমান । অজে তাহাই কিয়ৎপরিমাণে প্রাপক্ষিকচক্ষু ব্যক্তিদিগের নিকট স্ফূলাকারে লক্ষিত হয় । সুতরাং গোলোকে পারকীয় ও স্বকীয়রসের অচিন্ত্যভেদাভেদ; —ভেদ নাই বলিলেও হয়, অভেদ নাই বলিলেও হয় । পারকীয়-সার যে স্বকীয়-নিরুত্তি এবং স্বকীয়-সার যে পারকীয়-নিরুত্তিরূপ স্বরূপশক্তি-রমণ অর্থাৎ পারকীয়-নিরুত্তিরূপ স্বরূপশক্তি-রমণ অর্থাৎ বিবাহবিধি-শূন্য রমণ, তদুভয়

form. Kṛṣṇa's overstepping (*laṅghana*) of His Own Nature (*dharma*) of Self-satisfaction (*ātmārāmatva*) is the only cause of His apparently overstepping religious duty (*dharma-laṅghana*) through His Passion for Paramourship. That Paramourship is the root cause of the Gopis' corresponding eternal sentiment of their being 'wives of others.'

Although in reality there are no husbands of separate interest for the Gopis at all, their sentiment causes them to have the nature of others' wives. Thus *rāgenollāṅghayan dharmmarñ*—‘love above law,’ and all such symptoms are eternally present in the Divine Plane of Love. In Vraja, a general outline of this can be appreciated to some degree by the worldly eye.

Thus in Goloka the *Rasas* of wedlock and paramourship are inconceivably one and distinct—neither their distinction nor their similarity can be admitted. The essence of Paramourship Sentiment denies Ownership and the essence of Ownership denies Paramourship in the Lord's Consorthood

এক-রস হইয়া উভয়বৈচিত্রের আধারকল্পে বিরাজমান। গোকুলে সেইরূপই বটে, কেবল প্রপঞ্চগত-স্ট্রঠগণের অন্যপ্রকার প্রত্যয়। গোলোকবীর গোবিন্দে ধর্মাধৰ্মশূন্য পতিত ও উপপতিত নির্মলকল্পে বিরাজমান; গোকুলবীরে সেইরূপ হইয়াও যোগমায়াবারা প্রতীতি-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। যদি বল,—যোগমায়া যাহা প্রকাশ করেন, তাহা চিছিক্ষিকৃত পরম-সত্য, সূত্রবাং পরদারত্তরূপ প্রতীতিষ্ঠ যথাবৎ সত্য—তদৃতর এই যে, রসাখাদলে সেরাপ অভিমানের প্রতীতি থাকিতে পারে এবং তাহাতেও দোষ নাই; কেননা তাহা অমূলক নয়।

with His Personal Divine Potency, yet the denial of Paramourship Sentiment in His Consorthood with His Personal Divine Potency means Consorthood beyond the religious injunction of marriage. Accommodating the variegatedness of both Concepts, Their Consummation in the Ultimate Singular *Rasa* or Divine Ecstatic Relationship is ever gloriously resplendent there in Goloka. Indeed, the same is true for Gokula; some other inference is fostered by the mundane observers only. In Govinda, the Hero of the Pastimes of Goloka, husbandhood and paramourship beyond both religiosity or irreligiosity preside in their pristine glory; and although the same is true for the Hero of Gokula, a varied connotation appears by the Agency of Yogamāyā.

If it is suggested that whatever Yogamāyā manifests is Divine Truth created by Divine Potency so even the idea of adultery is to be taken as an actual reality, it must be replied that in the experience of the Spiritual *Rasa*, the *idea* of such a sentiment can exist, and that too without any flaw since it is not without foundation; it is based on the presence of a correspondingly Perfect Sentiment in its Origin of

କିଞ୍ଚ ଜଡ଼ବୁଦ୍ଧିତେ ଯେ ହେସ-ପ୍ରତୀତି ହୟ, ତାହାଇ ଦୂଷ; ତାହା ଶୁଦ୍ଧଜଗତେ ଥାକିତେ ପାରେ ନା । ବନ୍ତଃ ଶ୍ରୀଜୀବ-ଗୋଵାମୀ ସଥାସଥାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଯାଛେ, ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷେର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟରପେ ସତ୍ୟ; କେବଳ ସ୍ଵକୀୟ-ବାଦ ଓ ପରକୀୟ-ବାଦ ଲହିୟା ବ୍ୟାଧ ଜଡ଼ବିବାଦଇ ମିଥ୍ୟା ଓ ବାଗାଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯିନି ଶ୍ରୀଜୀବ-ଗୋଵାମୀର ଢିକା-ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷେର ଢିକା-ସକଳ ନିରାପେକ୍ଷ ହିୟା ଭାଲଙ୍ଗପେ ଆଲୋଚନା କରିବେନ,—ତାହାର କୋନ ସଂଶୋଧକ ବିବାଦ ଥାକିବେ ନା । ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଯାହା ବଲେନ ତାହା ସକଳଇ ସତ୍ୟ; ତାହାତେ ପକ୍ଷ-ପ୍ରତିପକ୍ଷଇ ନାହିଁ ତବେ ତାହାଦେର ବାକ୍-କଳହେ ରହ୍ୟ ଆଛେ । ସ୍ଥାହାଦେର ବୁଦ୍ଧି—ମାୟିକି, ତାହାରା ଶୁଦ୍ଧବୈଷ୍ଣବତାର ଅଭାବେ ଶୁଦ୍ଧବୈଷ୍ଣବଦିଗେର ପ୍ରେମରହ୍ୟ-କଳହ ବୁଦ୍ଧିତେ ନା ପାରିଯା ପକ୍ଷ-ବିପକ୍ଷଗତ

Fundamental Truth; but the ugly connotation of the mundane is a contaminated conception that can never stand in the plane of pure existence.

Actually, *Srī Jīva Goswāmī* has presented the correct conclusion, while the opposing conclusion also carries the truth in an inconceivable way; to engage in fruitless empirical wrangling for the case of wedlock or paramourship is a baseless endeavour of so much verbiage. One who, with an unprejudiced view, thoroughly examines the commentaries of *Srī Jīva Goswāmī* and all the opposing commentaries cannot but come to the end of all arguments born of doubts.

Whatever is spoken by the pure Vaiṣṇava is truth, utterly free from any form of prejudice, yet there is the element of mystery in their controversies. Those whose intellects are possessed by illusion and mundanity, in their paucity of pure Vaiṣṇava qualification are unable to grasp the significance of the mysterious affectionate controversies among

ମୋହେର ଆରୋପ କରେନ । “ଗୋପୀନାଂ ତৎପତ୍ତିନାଥ” ଏହି ରାମପଦାଧ୍ୟାସୀ-ଝୋକେର ବିଚାରେ ଶ୍ରୀସନାତନ-ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ମୀଯ ‘ବୈଷ୍ଣବତୋଷ୍ଟୀ’ତେ ସାହା ବିଚାର କରିଯାଛେ, ତାହା ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁନାଥ ଚକ୍ରବତ୍ତୀ ବିନା-ଆପନ୍ତିତେ ଶିରୋଧାର୍ୟ କରିଯା ଲାଇଯାଛେ ।

‘ଗୋଲୋକାଦି-ଚିଦ୍ଵିଲାସ-ସମ୍ବନ୍ଧେ କୋନ ବିଚାର କରିତେ ହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦାପତ୍ର ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ-ପାଦଦିଗୋର ଉପଦିଷ୍ଟ ଏକଟି କଥା ଶ୍ଵରଣ ରାଖା ଉଚିତ । ତାହା ଏହି,— ଭଗବନ୍ତର ସର୍ବଦା ଚିଦ୍ଵିଶେ-ଦ୍ୱାରା ବିଚିତ୍ର ଅର୍ଥାଂ ଜଡ-ବିଶେଷାତୀତ, କଥନଇ ନିର୍ବିଶେଷ ନାହିଁ । ଭଗବନ୍ଦ୍ରମ—‘ବିଭାବ’, ‘ଅନୁଭାବ’, ‘ସାହିକ’ ଓ ‘ବ୍ୟାଭିଚାରୀ’, ଏହି ଚାରି-ପ୍ରକାର ବିଶେଷଗତ ବିଚିତ୍ରତାଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତାହା ସର୍ବଦା ଗୋଲୋକ

the pure Vaiṣṇavas, and they thus ascribe to them the defect of wrangling and party spirit.

ଗୋପୀନାଂ ତତ୍ପତ୍ତିନାଥ gopinām tat-patīnān ca. The conclusion given by Śrī Sanātana Goswāmī in his commentary *Vaiṣṇava-toṣanī* on this *śloka* from the five chapters of *Śrimad-Bhāgavatam* dealing with the *Rāsa-līlā* has been unhesitatingly embraced with the utmost reverence by the pure devotee Śrī Viśvanātha Cakravartī Ṭhākur.

When we attempt to deliberate on the matters of Transcendental Pastimes of Places such as Goloka, we would be best advised to bear in mind a point that has been graciously taught by Śrīman Mahāprabhu and the Goswāmīs: the Reality of the Supreme Absolute Truth is always variegated with Divine Attributes; that is, it is always transcendental to mundane attributes, and never unvariegated or nondifferentiative. The Beauty of *Rasa* in relationship with the Supreme Lord is manifest by its variegatedness, with four basic attributes known as *vibhāva* (subject and object), *anubhāva* (illuminating symptoms), *sāttvika* (particular

ও বৈকুঞ্চে বর্ণমান । গোলোকের রস যোগমায়া-বলে ভজনিগের উপকারার্থ জগতে প্রকটিত হইয়া ব্রজরস-রূপে প্রতীত এবং এই গোকুলরসে যাহা যাহা দেখা যাইতেছে, সে সকলই আবার গোলোকরসে বিশদরূপে প্রতীত হওয়া আবশ্যক । সুতরাং নাগর-নাগরীগণের বিচিৰ্ত্র ভেদ, তত্ত্ব জনে রস-বিচিৰ্ত্রতা, ভূমি, জল, নদী, পৰ্বত, গৃহস্থার, কুঞ্জ ও গাড়ী প্রভৃতি সকল গোকুলোপকরণই যথাযথ সমাহিত-ভাবে গোলোকে আছে; কেবল জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের তৎসমষ্টকে যে জড়-প্রতীতি, তাহা গোলোকে নাই । বিচিৰ্ত্রব্রজলীলায় অধিকার-ভেদে গোলোকের পৃথক পৃথক সূচিত; সেই সেই সূচিতির কোন কোন অংশ—মায়িক, ও কোন কোন অংশ—শুক্র, এ-বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত হওয়া কঠিন । ভক্তিচক্র প্রেমাঞ্জনদ্বারা যতই ছুরিত বা শোভিত হইবে, ততই ক্রমশঃ

emotional symptoms) and *vyabhicāri* (particular secondary transitory symptoms); such *Rasa* full of variegatedness is ever-present in Goloka and Vaikunṭha.

By the Power of Yogamāyā the *Rasa* of Goloka is manifest in this world for the benefit of the devotees, appearing as the *Rasa* of Vraja; whatever is seen in that *Gokula-rasa* must also appear graphically in *Goloka-rasa*. So different varieties in the Nature of the Male and Female Paramour, variegatedness in *Rasa* of those identities, the soil, water, rivers, mountains, gateways, groves and cows, etc.—all these ingredients of Gokula are correspondingly and intrinsically present in Goloka; only the mundane connotation ascribed to this Realm by persons of mundane conception is absent. According to the eligibility of the devotee, there are distinctly varied revelations in the variegated Pastimes of Vraja. To form a single criterion to determine which portions of those revelations may be illusory and which may

বিশদ-স্ফুর্তির উদয় হইবে। সুতরাং কোন বিতর্কের প্রয়োজন নাই; বিতর্কের দ্বারা অধিকার উন্নত হয় না; কেননা, গোলোকতত্ত্ব—অচিন্ত্য-ভাবময়। অচিন্ত্য-ভাবকে চিন্ত্য-দ্বারা অনুসন্ধান করিলে তৃষ্ণাবধাত্তির নিরর্থক-পরিশেষের ন্যায় নিষ্পত্তি-চেষ্টা হইবে। সুতরাং জ্ঞানচেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া ভক্তি-চেষ্টায় অনুভূতি লাভ করা কর্তব্য। যে বিষয় স্বীকার করিলে চরমে নির্বিশেষ-প্রতীতির উদয় হয়, তাহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। মায়া-প্রতীতিশূন্য শুক্ষপরকীয়-রস—অতিসূর্প্রভ। তাহা গোকুললীলায় বর্ণিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই রাগানুগ ভঙ্গণ সাধন করিবেন এবং সিদ্ধিকালে অধিকতর উপাদেয় মূল-তত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের পারকীয়-চেষ্টাময়ী ভক্তি অনেকস্থলে জড়গত-

be pure is difficult. The more the eyes of Devotion are anointed or adorned with the salve of Love, the more the Pure will gradually reveal itself. So there is no necessity of argument; argument does not enhance anyone's eligibility—the depth of the Plane of Goloka is of inconceivable subtleness. To try to conceive the inconceivable, like the futile pounding of empty grain-husk, can only come to nought. Therefore one must desist from the attempt of knowledge and attain realization by the devotional pursuit. Any pursuit that ultimately leads one to a nondifferentiative impression must be shunned in all respects.

The pure *Rasa* of Paramourship free from all mundane conception is extremely rarely attained. It is described in the Pastimes of Gokula, and it must be embraced and served by the devotees following the line of Divine Love, the *Rāgānuga-bhaktas*, and upon perfection they will attain to the higher fundamental Truth of Reality the Beautiful. That devotional service which aims at paramourship, but is

বৈধশ্রম্ভকাপে পরিণত হয়। তাহা দেখিয়া আমাদের তত্ত্বাচার্য শ্রীজীর উৎকঢ়িত হইয়া যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সার গ্রহণ করাই শুন্দৰবেষ্টন। আচার্যাবমাননা-দ্বারা মতান্তর-স্থাপনে যত্ন করিলে অপরাধ হয় ॥৩৭॥

performed by persons of mundane attitude, is repeatedly condemned as illicit, perverse anti-religion. Pained at seeing such hypocrisy rampant, our *Tattvācāryya*, Śrī Jīva, was most eager to deliver his exposition. To embrace the essence of his delivery is in itself the quality of pure Vaiṣṇavism. It is an offence, *aparādha*, to disrespect the *Acāryya* by attempting to establish an opposing doctrine. [37]

प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन
 सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति ।
 यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३८ ॥

*premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
 santah sadaiva hrdayeṣu vilokayanti
 yam śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
 govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [38]*

অনুবাদ । প্রেমাঞ্জনঘারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য-গুণবিশিষ্ট
 শ্যামসুন্দর-কৃষকে হৃদয়েও অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে
 আমি ভজন করি ॥৩৮॥

তাৎপর্য । শ্যামসুন্দরকপাই কৃষের অচিন্ত্য যুগপৎ সবিশেষ-নির্বিশেষাদি
 বিকল্প রূপ; সাধুগণ ভক্তিসমাধিতে শ্রীয়-হৃদয়ে তাহা দর্শন করিয়া থাকেন।
 শ্যামরাপটি—জড়ীয় শ্যামবর্ণ নয়, কিন্তু চিতৈচিত্র্যগত নিত্যসুখদ বর্ণ;

Translation:

The *sādhus*, their eyes tinted with the unguent of Love,
 see within their hearts
 that Śyāmasundar Kṛṣṇa of inconceivable qualities;
 that Primeval Lord, Govinda, do I adore. [38]

Purport: The Form of Śyamasundar is Kṛṣṇa's inconceivable simultaneously personal and impersonal paradoxical Form. The *sādhus* or pure devotees see Him within their own hearts, in their trance of Devotion (*Bhakti-samādhi*). The Śyama Form is not of the *śyama* or black colour of this world, but it is the colour of the Transcendental

জড়চক্ষে তাহা দেখা যায় না। “ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক প্রণিহিতেহমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণম্” ইত্যাদি ব্যাস-সমাধি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণরূপ—পূর্ণ-পুরুষ, কেবল ভক্তিভাবিত-সমাধির আসনস্থরূপ ভজনহৃদয়ে উদিত হন। বর্জে প্রকটসময়ে ভক্ত ও অভক্ত, সকলেই এই চক্ষে তাহাকে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু কেবল ভজনগণ মাত্র ব্রজপীঠস্থ কৃষ্ণকে হৃদয়ের পরম-ধন বলিয়া আদর করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভজনগণ সেৱকপ চাকুষ-দর্শন লাভ না করিয়াও ভক্তিভাবিত-হৃদয়ে ব্রজধামে কৃষ্ণকে দর্শন করেন। জীবের চিঘ্য-শুভ-বিগ্রহের চক্ষুই ভক্তিচক্ষ; তাহা ভক্তির অনুশীলনস্থারা যেই পরিমাণে স্ফুটিত হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণস্বরূপের শুদ্ধদর্শন হয়। সাধন-ভক্তি যখন ‘ভাবাবস্থা’ প্রাপ্ত হয়, তখন কৃষ্ণ-কৃপা-বলে

variegatedness that bestows eternal Joy. It cannot be seen with mundane eyes.

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক প্রণিহিতেহমলে। অপশ্যত পুরুষং পূর্ণম্ ইত্যাদি
*bhaktiyogena manasi samyak pranihite 'male, apaśyat
 puruṣam pūrṇam etc.:* if we study the nature of the pure
samādhi of Vyāsadeva, we will appreciate that the Intrinsic
 Form of Śrī Kṛṣṇa is the Whole Personality of Godhead,
 and He appears seated in the inner region of His devotee's
 heart of Devotional trance.

At the time of His Appearance in Vraja, everyone, both devotees and non-devotees, saw Him directly; but only the devotees adored Him—Kṛṣṇa of the Holy Place of Vraja—as the priceless jewel of their hearts.

Now also, even without visually seeing him in that way, the devotees see Kṛṣṇa in Vraja-dhāma within their hearts saturated with Devotion. The *jīva*'s eyes of Devotion are the eyes of his pure spiritual self. The pure vision of Kṛṣṇa

প্রেমঝাপ অঙ্গন সেই ভাব-ভক্তের চক্ষে প্রযুক্ত হয়; তাহা হইলেই সাক্ষাদ্
দর্শন হয়। ‘হৃদয়ে’ অর্থাৎ সেই সেই ভক্তির তারতম্যাধিকারগত হৃদয়ে
দর্শন হয়। মূল কথা এই যে, শ্যামসুন্দর নটবর মুরলীধর ত্রিভঙ্গমূর্তি কঞ্জিত
নয়; তাহা সমাধিচক্ষে দৃষ্টি হয় ॥৩৮॥

is attainable in proportion to the degree that those eyes are developed by the cultivation of Devotion. When devotion in practice (*sādhana-bhakti*) reaches the budding stage of Love (*Bhāva*), by the power of Kṛṣṇa's Grace the unguent that is Love is applied to the eyes of that developed devotee; then he can have the direct *darśana* of Kṛṣṇa. The phrase 'within their hearts' means that Kṛṣṇa is seen in proportion to the degree that His devotee's heart is purified by Devotional qualification.

The essential point is that the triple-curved Form of Śyāmasundar, the Supreme Dancer who plays the flute, is not imaginary; it is seen by the eye of unalloyed consciousness. [38]

रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्
 नानावतारमकरोद्भवनेषु किंतु ।
 कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान् यो
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३९ ॥

*rāmādi-mūrtiṣu kalāniyamena tiṣṭhan
 nānāvatāram akarod bhuvaneṣu kiṁ tu
 kr̄ṣṇaḥ svayam samabhavat paramaḥ pumān yo
 govindam ādī puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [39]*

अनुवाद । ये परम-पूरुष आश-कलादि-नियमे रामादि-मूर्तिते थित हइया भूत्वा नानावतार अकाश करियाछिलेन एवं स्वयं कृष्णरूपे प्रकट हइयाछिलेन, सेहु आदिपुरुष गोविन्दके आमि भजन करि ॥३९॥

तात्पर्य । आश-अवताररूपे रामादि-अवतार बैकुण्ठ हइते एवं कृष्ण गो-लोकेर व्रजधाम-सहित स्वयं प्रपञ्चे अवतीर्ण हन । परमपूरुष कृष्णाभिन्न कृष्ण-चेतनाओ सेहु स्वयंरूपेहि प्रकटता स्वीकार करेन,—इहाई गृच तात्पर्य ॥३९॥

Translation:

The Lord has shown in the world many *Avatāras*
 such as Rāma, by expanding His Plenary Expansions
 and Expansions of those Expansions anon;
 and He, Kṛṣṇa, also came Personally—
 that Primeval Lord Govinda, do I worship. [39]

Purport: His Expanded Descents or *Avatāras* as Rāma, etc., come down from Vaikuṇṭha; and Kṛṣṇa Himself, along with the Vraja-dhāma of Goloka, graciously comes down to appear in this world. The deep purport herein is that Kṛṣṇa Chaitanya, One with the Supreme Lord Kṛṣṇa, also accepts His Advent in that Personal Appearance. [39]

यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि-
कोटिष्ठोषवसुधादिविभूतिभिन्नम्।
तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४० ॥

*yasya prabhā prabhavato jagad-anda-koti-
kotisv aseṣa-vasudhādi-vibhūti-bhinnam
tad-brahma niṣkalam anantam aseṣa-bhūtarām
govindam ādi puruṣam tam ahaṁ bhajāmi [40]*

অনুবাদ । ধীহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবক্ষণ উপনিষদ্ভুক্ত নির্বিশেষব্রহ্ম কোটিৰূপাণ্ডগত বসুধানি-বিভূতি হইতে পৃথক হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ-তত্ত্বকাপে প্রতীত হল, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৪০॥

তাৎপর্য । মায়া-প্রসূত ব্রহ্মাণ্ডনিয়—গোবিন্দের একপাদ-বিভূতি; তদুত্তর-তত্ত্বকাপই নির্বিশেষ-ব্রহ্ম; তাহা—গোবিন্দের ত্রিপাদ-বিভূতিৱাপে চিজ্জগতের

Translation:

I worship that Primeval Lord Govinda.

Because His Power and Effulgence is the source
of that which is described in the *Upaniṣads*
as the nondifferentiated *Brahman*,
being distinct from the domain of
millions of planets and planes like Earth, etc.,
it appears as the Indivisible, Infinite, Absolute Truth.*[40]

Purport: The aggregate universes created by Māyā are as a quadrant of the Majesty of Govinda (*ekapāda-vibhūti*); the nondifferentiated *Brahman* is a superior truth to that

*Vide purport of verse 34.

বহিঃপ্রাকারস্থিত তেজোবিশেষ; তাহা—নিষ্ঠল অর্থাৎ কলারস্থিত, সুতরাং
‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’-রূপে প্রতীত; তাহা—অনন্ত এবং অবিশিষ্ট-তত্ত্ব ॥৪০॥

Māyik quadrant. *Brahman* is an effulgence situated as the outer wall of the Transcendental World which constitutes Govinda's triquadrantal Majesty (*tripāda-vibhūti*). It is indivisible, that is, without expansion, therefore it appears, as stated (in the *Upaniṣads*), একমেবাদ্বিতীয়ম् *ekam evādvitīyam*, as the one without a second. It is an element both infinite and undifferentiated. [40]

माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते
 त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना ।
 सत्त्वावलम्बिपरसत्त्वविशुद्धसत्त्वं
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४१ ॥

*māyā hi yasya jagad-añḍa-śatāni sūte
 traigunya-tad-viṣaya-veda-vitāyamānā
 sattvāvalambi-parasattva-viśuddha-sattvarah
 govindam ādi puruṣam tam aham bhajāmi [41]*

अनुवाद । सद्, रजः ओ तमोरप-त्रैगुण्यमयी एवं जड़-ब्रह्माण्डसम्बन्धित-वेदज्ञानविकृतिरिणी माया—याहार अपराशक्ति, सेइ सद्गुणात्मकप परसद्गुणविकृतिन विशुद्धसत्त्वराप आदिपुरुष गोविन्दके आभि भजन करि ॥४१॥

तात्पर्य । उৎपत्ति—रजोगुण; उत्पत्ति हस्ति—रजोमिश्रित सत्त्व-गुण; एवं विनाश—तमोगुण । त्रिगुण-मिश्रित सत्त्व प्राकृत, किञ्च रजः ओ तमोगुणेर सहित अमिश्रित ये सत्त्व, ताहाइ अप्राकृत एवं नित्यवर्त्तमान धर्महि परसद्; ताहाते याहार ऋक्षप्रेर अवस्थिति, तिनिइ विशुद्ध-सद्—

Translation:

I worship that Primeval Lord Govinda,
 the All-good, Transcendental Pure Existence;
 whose inferior potency is Māyā, of the trimodal nature
 of *sattva*, *rajaḥ* and *tamoguṇa*—the propagator
 of that Vedic wisdom which pertains to the world. [41]

Purport: Creation pertains to *rajoguṇa*; following that is sustenance, which pertains to *sattvaguṇa*; and dissolution pertains to *tamoguṇa*. *Sattva* that is a mixture of the three *gunas* is mundane, whereas the *sattva* that is unmixed with

অমায়িক, প্রপঞ্চাতীত, নির্ণল ও চিনানন্দ। মায়াই জড়জগতের সমস্ত-বিধিময় ত্রেণুণ্যবিষয়ক বেদ বিজ্ঞার করিয়াছেন ॥৪১॥

rajaḥ and *tamoguṇa* is supramundane and the Transcendental Truth of Eternal Existence. He whose Form abides in that Existence—He is *viśuddha-sattva*, the Pure Truth which is devoid of Māyā's influence, transcendental to the material world and devoid of the mundane qualities or *guṇas*; He is Spiritual Joy Personified. Māyā is the agent who has propagated the all-regulative Vedic knowledge that pertains to the three *guṇas* (*traiguṇya-viṣayaka-veda*). [41]

आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनःसु
यः प्राणिनां प्रतिफलन् स्मरतामुपेत्य ।
लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्वं
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४२ ॥

*ānanda-cinmaya-rasātmata�ā manahsu
yah prāṇinām pratiphalan smaratām upetya
līlāyitena bhuvanāni jayaty ajasram
govindam ādi puruṣām tam aham bhajāmi [42]*

अनुवाद । यिनि आनन्दचिन्मयरस-स्वरूपे स्मरणकारि-प्राणीदिगेर मने
प्रतिष्ठित हइया निजलीलाचेष्टित्वारा निरन्तर भुवन-विजयी हन, सेइ
आदिपुरुष गोविन्दके आमि उज्ज्वल करि ॥४२॥

तात्पर्य । धाहारा सदूपदेशकमे निरन्तर उज्ज्वल-रसगत कृफेर
शक्तिमन्त्र-मूर्ति-सदकीय नाम, रूप, गुण ए लीला स्मरण करेन,
ताहाराइ स्मरणकारी । ताहादेर चिष्टेइ धाम ए लीलामय कृक उदित हन ।
सेइ उदित धामगत-लीला जडजगतेर सकल ऐश्वर्य-माधुर्यके

Translation:

He whose Divine Ecstatic Form

is reflected in the minds of those who remember Him,
as He perpetually conquers the world in His Play—
that Primeval Lord Govinda do I adore. [42]

Purport: ‘Those who remember Him’ refers to persons who, having heard the advices of the true devotees or *sādhus*, recollect the Name, Form, Quality and Pastimes of that Eternal Lord of Love, the Cupid of cupids. Playful Kṛṣṇa and His Abode appears in their hearts. Whatever

সর্বতোভাবে জয় করে ॥৪২॥

opulence and sweetness may be found in this world is summarily conquered by that revelation of the Pastimes in the Holy Abode. [42]

गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य
देवी-महेश-हरि-धामसु तेषु तेषु।
ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४३ ॥

*goloka-nāmni nija-dhāmni tale ca tasya
devī maheśa-hari-dhāmasu teṣu teṣu
te te prabhāva-nicayā vihitāś ca yena
govindam ādi puruṣāṁ tam aham bhajāmi [43]*

अनुवाद । देवीधाम, तदूपरि महेशधाम, तदूपरि हरिधाम एवं सर्वोपरि
गोलोक-नामा निज-धाम । सेहि सेहि धामे सेहि सेहि प्रतावसकल यिनि
विधान करियाछेन, सेहि आदिपुरुष गोविन्दके आभि भजन करि ॥४३॥

जात्पर्य । सर्वोपरि अवस्थित गोलोकधाम । उक्ता ताहा उर्द्धे लक्ष्य करिया
निजेर अवस्थिति-भूमि हइते अवास्तुर धामण्डलि बलितेछेन—अथमे ‘देवीधाम’
अर्थात् एই जड़जगत्; इहातेहि ‘सत्यलोक’ प्रभृति चोद्दृष्टि लोक आছे ।

Translation:

First there is Devī-dhāma, then Maheśa-dhāma,
and above Maheśa-dhāma is Hari-dhāma;
and above all is His own home, Goloka.

He who has ordained the appropriate powers
pertaining to each and every one of those abodes—
that Primeval Lord, Govinda, do I worship. [43]

Purport: Goloka-dhāma is the Abode situated above all others. Seeing that above, from the point of *his* home ground, Brahmā is describing all the successive realms. First is Devī-dhāma, which refers to the material world;

তদুপরি শিবধাম; সেই ধাম 'মহাকাল-ধাম'-নামে একাংশে অঙ্গকারময় । সেই অংশ ভেদ করিয়া মহা-আলোকময় সদাশিব-লোক । তদুপরি হরিধাম অর্থাৎ চিজ্জগত বৈকুণ্ঠলোক । দেবীধামের মায়া-বৈভবরূপ-প্রভাব এবং শিবধামের কাল ও স্বব্যাময়বৃত্তপ্রভাব, তথা বিভিন্নাংশ-গত স্বাংশাভাসময়-প্রভাব । কিঞ্চ হরিধামের চিদেক্ষণ্য-প্রভাব এবং গোলোকের সর্বেক্ষণ্য-নিবাস-কারী মহামাধুর্য-প্রভাব । সেই সমস্ত প্রভাবনিচয় সেই সেই ধামে গোবিন্দই সাক্ষাৎ ও 'গৌণবিকৃতমাত্মা'রা বিধান করিয়াছেন ॥43॥

in this realm the fourteen planes headed by Satyaloka are situated. Above this is Śiva-dhāma; in that plane, a portion known as Mahākāla-dhāma is pervaded with darkness. On the other side of that portion of darkness is the immensely effulgent plane of Sadāśivaloka. Above that is Hari-dhāma or the Spiritual World, Vaikuṇṭhaloka.

The power of Devī-dhāma as Māyā's majesty, and the power of Śiva-dhāma as time and the aggregate of material elements, is present in those planes as the Power of the hazy aspect (*abhāsa*) of the Lord's Plenary Expansion (*Svāṁśa*), reflected as separated particles (*vibhinnāṁśa*). But the Power of Hari-dhāma is its Transcendental Majesty, and the Power of All-sweetness and charm of Goloka is the mainstay of all Majesties. All these powers in each of these abodes are ordained by the direct and indirect Might of Govinda. [43]

सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका
 छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा ।
 इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४४ ॥

*sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā
 chāyeva yasya bhuvanāni vibhartti durgā
 icchānurūpam api yasya ca ceṣtate sā
 govindam ādi puruṣam tam aham bhajāmi [44]*

अनुवाद । ब्रह्मपश्चिमि वा चिच्छित्ति छाया-स्वरूपा प्रापक्षिक-जगतेर सृष्टि-
 स्थिति-प्रलय-साधनी माया-शक्तिइ भूवन-पूजिता 'दुर्गा'; तिनि धाहार इच्छानुरूप
 चेष्टा करेन, सेहि आदिपुरुष गोविन्दके आमि भजन करि ॥४४॥

तात्पर्य । (पूर्वोक्त देवीधामेर अधिष्ठात्-देवतार वर्णन करितेहेन ।)
 ये-जगते ब्रह्मा अवस्थित हइया गोलोकनाथेर त्वं करितेहेन, सेहि जगৎ—
 —चौदहभूवनात्मक 'देवीधाम', ताहार अधिष्ठात्-देवी, 'दुर्गा'; तिनि—दर्शकर्मजप

Translation:

The Intrinsic or Divine Potency's shadow is personified
 as the Māyā potency who accomplishes
 creation, sustenance and dissolution,
 and who is worshipped in the world as 'Durgā';
 by He whose wish she acts—
 that Primeval Lord, Govinda, do I worship. [44]

Purport: (The presiding deity of the aforementioned Devī-dhāma is being described.) This world, where Brahmā is situated and singing the Glories of the Lord of Goloka, is the world of fourteen planes, 'Devī-dhāma,' of which the

দশভূজযুক্তা, বীর-প্রতাপে অবস্থিতা বলিয়া সিংহবাহিনী; পাপ-দমনীরাপা মহিয়াসুরমণ্ডিনী; শোভা ও সিদ্ধিরূপ-সন্তানদ্বয়-বিশিষ্টা বলিয়া কার্তিক ও গণেশের জননী; জড়ৈশ্বর্য ও জড়বিদ্যা-সঙ্গিনীরাপা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্য-বক্ষিনী; পাপ-দমনে বহুবিধ বেদোন্তধর্মরূপ বিশিষ্টি অন্ন-ধারিণী; কালশোভা-বিশিষ্টা বলিয়া সর্পশোভিনী,—এইসকল আকার বিশিষ্টা দুর্গা; সেই দুর্গা—দুর্গ-বিশিষ্টা। ‘দুর্গ’—শব্দে কারাগৃহ; তটস্থানিপ্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবহিশূর্খ হইলে যে প্রাপক্ষিক-কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহাই দুর্গার ‘দুর্গ’। কৰ্মচক্রই তথায় ‘দণ্ড’; বহির্মুখজীবগণ-প্রতি একাপু শোধন-প্রণালীবিশিষ্ট কার্য্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ কর্ম; দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে জীব-

presiding goddess is ‘Durgā.’ She has ten arms, representing the ten *karmmas* or purificatory rites. Her prowess as a heroine is indicated by her riding on a lion. She is the subduer of vice, represented in her punishing Mahiśasura, the buffalo-demon. She is the mother of Kārttika and Gaṇeśa, indicating her to be the possessor of beauty and success, represented in her sons. She is positioned midway between the aspects of Lakṣmī and Sarasvatī who are the companions of worldly opulence and knowledge. For suppressing vice, she is the bearer of twenty weapons representing the manifold Vedic religious duties. She is adorned with, that is, she holds the snake, representing the beauty of time, the vanquisher. Durgā possesses all these features.

Durgā also possesses a *durga*. *Durga* means ‘prison.’ When the *jīvas*, who have their origin in the marginal potency, become averse to Kṛṣṇa, the prison in which they are interned is Durgā’s *durga*. The instrument of punish-

গণের যথন সেই বহিশূর্খতা দূর হয় এবং অন্তশূর্খতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই সেই জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তশূর্খতাব দেখাইয়া কারাকর্ত্তা দুর্গাকে পরিতৃষ্ণ করিয়া তাহার নিষ্ঠপট-কৃপা লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, ধান্য, পুত্রের আরোগ্য-প্রাপ্তি ইত্যাদি বরণলিকে দুর্গার কপট-কৃপা বলিয়া জানা উচিত। সেই দুর্গাই দশ-মহাবিদ্যা-কল্পে প্রাপক্ষিক-জগতে কৃষ্ণবহিশূর্খ জীবের জন্য “জড়ীয় আধ্যাত্মিক শীলা” বিস্তার করেন। জীব—চিত্কণস্বরূপ। তাহার কৃষ্ণবহিশূর্খতা-দোষ হইলেই তিনি মায়িক-জগতে মায়ার আকর্ষণ-শক্তিস্থারা বিক্ষিপ্ত হন; বিক্ষিপ্ত হইবা-মাত্র দুর্গা তাহাকে, কয়েদীর পোষাকের ন্যায় পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ-

ment in that prison is the wheel of *karma*; her duty by the wish of Govinda is to fulfill the task of reforming the averse *jivas* by such corrective measures, a task that she executes perpetually. When the *jivas* have the fortune of attaining *sādhu-saṅga*, the holy association of pure devotees, and their aversity is removed and they turn towards the Lord—the very same Durgā, by the wish of Govinda, becomes the cause of their liberation.

So it is conducive to show the ‘warden,’ Durgā, one’s reformed favourable attitude, to satisfy her and gain her undesigning grace. Wealth, successful agriculture, assurance of the health of one’s family members, etc.—one should know all such benedictions as the *deceptive* grace of Durgā. For the delusion of souls averse to Kṛṣṇa, Durgā manifests in the mundane world her ten forms known as *Daśamahāvidyā* showing their ‘worldly psychic pastimes.’

The soul is a particle of consciousness. When he commits the offence of aversity to the Service of Kṛṣṇa, he is pulled

ইন্দ্ৰিয়সংযুক্ত একটি স্থূলদেহে আবদ্ধ কৱিয়া কর্মচক্রে নিষ্কেপ কৱেন। জীৱ তাহাতে ঘূৰ্ণ্যমান হইয়া সুখ-দুঃখ, স্বৰ্গ-নীরকাদি ভোগ কৱেন। এতদ্বাতীত স্থূলদেহের ভিতৰ মনোবুদ্ধি-আহঙ্কারকৰ্প একটি লিঙ্গদেহ দেন। জীৱ এক স্থূল-দেহ ত্যাগ কৱিয়া সেই সুস্খবৎ লিঙ্গদেহে অন্য স্থূলদেহকে আশ্রয় কৱেন। মৃগ্নি না হওয়া পৰ্যন্ত জীৱেৰ অবিদ্যা-দুর্বৰ্যসনাময় লিঙ্গদেহ দূৰ হয় না। লিঙ্গদেহ দূৰ হইলে বিৱজায় স্নান কৱিয়া জীৱ হৰিধামে গমন কৱেন। এই সমষ্টি কাৰ্যাত্মক দুৰ্গা গোবিন্দেৰ ইচ্ছাক্রমে কৱিয়া থাকেন। “বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেহমুয়া। বিমোহিতা বিকল্পস্তে মমাহমিতি দুর্দিযঃ ॥” এই ভাগবত-বচনেই বহিৰ্শূল-জীৱেৰ সহিত দুৰ্গার সমৰ্পণ বৰ্ণিত হইয়াছে। জড়-জগতে যে

by Māyā's attracting potency; as soon as he is thus distracted, Durgā restricts him to a gross body of the five basic mundane elements, their attributes, and eleven senses, which is like a prisoner's uniform; then she hurls him into the wheel of *karmma*. Revolving within that cycle, the *jīva* experiences joy and sorrow, heaven and hell, and so on. Besides this, she gives him, within the gross body, a subtle body consisting of the mind, intelligence and ego. Upon leaving one gross body, the *jīva*, in that subtle body, takes shelter within another gross body. Until he is liberated he cannot leave his subtle body, which is composed of evil desires. When the subtle body is given up, he bathes in the waters of the Virajā river and goes to the Abode of Lord Hari.

Durgā performs all these tasks by the will of Govinda. *vilajjamānayā yasya sthātum ikṣa-pathe 'muyā, vimohitā vi-katthane mamāham iti durddhiyah.* In this statement of

দুর্গার পূজা হয়, তিনিই এই ‘দুর্গা’, কিন্তু ভগবদ্বামের আবরণে যে মন্ত্রময়ী
দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি—চিত্তব্যী কৃষ্ণদাসী। ছায়া-দুর্গা তাহার দাসীরাপে
জগতে কার্য্য করেন। ভূতীয় শ্লোকের চীকা দৃষ্টি করুন ॥৮৮॥

Bhāgavatam, Durgā's relationship with the *jīvas* averse to Kṛṣṇa has been described. This is the Durgā who is worshipped in the mundane world. But the Durgā mentioned in the *Mantra* which is the outer covering of the Abode of the Lord—She is the Transcendental Maidservant of Kṛṣṇa. The shadow-Durgā executes the duties of the world as Her maidservant. Vide (Śrī Jiva's Sanskrit) commentary on the third *sloka*. [44]

क्षीरं यथा दधि विकारविशेषयोगात्
 सञ्चायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः ।
 यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्याद्-
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४५ ॥

*kṣīram yathā dadhi vikāra-viśeṣa-yogāt
 sañcāyate na hi tataḥ prthag asti hetoḥ
 yaḥ śambhutām api tathā samupaiti kāryyād
 govindam ādi puruṣām tam aham bhajāmi [45]*

अनुवाद । दूध के बिकारविशेष-योगे दधि हय, तथापि कारणका प दूध
 हीते पृथक् तथा हय ना, सेइरूप यिनि कार्यवशतः 'शम्भुता' प्राप्त हन, सेइ
 आदिपुरुष गोविन्दके आमि भजन करि ॥४५॥

तात्पर्य । (महेश-धामेर अधिष्ठाता पूर्वोत्त शम्भुर व्रकप निश्चित
 हीतेहे ।) शम्भु—कृष्ण हीते पृथक् अन्य एकटी 'ईश्वर' नन । याहादेर
 सेरूप भेद-बुद्धि, ताहारा—भगवानेर निकट अपराधी । शम्भुर ईश्वरता

Translation:

As milk becomes transformed
 into yoghurt by reacting with an added agent,
 yet yoghurt is not separate from its origin—milk,
 similarly, for accomplishing a particular task,
 He who assumes the nature of 'Śambhu'—
 that Primeval Lord, Govinda, do I worship. [45]

Purport: (The innate nature of the aforementioned Śambhu, the presiding deity of Maheśa-dhāma, is being elucidated.) Śambhu is not 'another God' separate from Kṛṣṇa. Those who hold such a biased view are blasphemers

ଗୋବିନ୍ଦେର ଈଶ୍ଵରତାର ଅଧୀନ । ସୁତରାଂ ତୀହାରା ବସ୍ତୁତଃ ଅଭେଦ-ତ୍ରୁଟି । ଅଭେଦ-ତ୍ରୁଟିର ଲକ୍ଷ୍ଣଗ୍ରହ ଏହି ଯେ, ଦୁଃଖ ଯେତ୍ରାପ ବିକାରବିଶେଷ-ଯୋଗେ ଦଧିତ ଲାଭ କରେ, ତତ୍ତ୍ଵପ ବିକାରବିଶେଷ-ଯୋଗେ ଈଶ୍ଵର ପୃଥକ୍-ସ୍ଵରାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉ ‘ପରତତ୍ତ୍ଵ’; ସେ ସ୍ଵରାପେର ସତ୍ତ୍ଵତା ନାହିଁ । ମାଯାର ତମୋଞ୍ଚଗ, ତଟ୍ଟଶକ୍ତିର ସ୍ଵରାପାଞ୍ଚଗ ଏବଂ ଚିଛକ୍ତିର ସ୍ଵରାପ ହୁଏ ହୁଏନିମିଶ୍ରିତ ସମ୍ବନ୍ଧଗ୍ରହ, ବିମିଶ୍ରିତ ହେଇଯା ଏକଟି ବିକାରବିଶେଷ ହୁଯ । ସେଇ ବିକାରବିଶେଷଯୁକ୍ତ ସାଂଶ୍ଭାବାଭାସସ୍ଵରାପହ—ଈଶ୍ଵର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶତ୍ରୁଲିଙ୍ଗରାପ ‘ସଦାଶିଵ’ ଏବଂ ତୀହା ହେଇତେ ରହୁଦେବ ପ୍ରକଟ ହନ । ସୃଷ୍ଟିକାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵୟାବ୍ୟହମ୍ୟ ଉପାଦାନ, ହିତିକାର୍ଯ୍ୟ କୋନ କୋନ ଅସୁରେର ନାଶ ଏବଂ ସଂହାରକାର୍ଯ୍ୟ

of the Supreme Lord. Śambhu's control is subject to the control of Govinda, and so They are actually nondifferent Truth. The symptom of Their nondifference is illustrated by the example that, as milk is transformed to assume the properties of yoghurt with the addition of an agent, similarly, although the Lord becomes transformed to assume another form, that form is dependent; that transformed aspect has no independence.

Tamoguna or the material quality of inertia, the quality of minuteness of the marginal potency, and a minute degree of a mixture of Divine Cognizance (*Sarvīt*) and Ecstasy (*Hlādīnī*)—all these elements combined constitute a particular transformation. The form of the distant aspect of the Plenary Portion of the Supreme Lord that is amalgamated with this transformation constitutes the halo of the Divinity as the masculine generative organ Lord Śambhu form of Sadāśiva; and from Śambhu, Rudradeva is manifest.

In the work of creation as the efficient cause in the form of the aggregate material elements, in the work of

সমস্ত ক্রিয়া-সম্পাদনার্থ স্বাংশভাবাপুর বিভিন্নাশেরপ শঙ্খ-স্বরূপে গোবিন্দ ‘গুণবত্তার’ হন। শঙ্খুরই কালপুরুষত্ব নির্ণীত আছে; প্রমাণসমূহ ঢীকায় ধৃত হইয়াছে। “বৈষ্ণবানাং যথা শঙ্খঃ” ইত্যাদি ভাগবতবচনের তাৎপর্য এই যে, সেই শঙ্খ স্মীয়-কালশক্তিদ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্য করেন। তত্ত্বাদি বজ্রবিধ শাঙ্কে জীবদিগের অধিকারভেদে ভক্তি-লাভের সোপান-স্বরূপ ধর্মের শিক্ষা দেন। গোবিন্দের ইচ্ছামতে মায়াবাদ ও কল্পিত আগম প্রচারপূর্বক শুদ্ধভক্তির সংরক্ষণ ও পালন করেন। শঙ্খাতে

sustenance by vanquishing certain demons, and for the purpose of executing the entire work of annihilation—Govinda descends as the *Guṇāvatāra* (Descent pertaining to one of the three qualities of material nature) in the entity of Śambhu, who is a separated portion endowed with the nature of a Plenary Portion. Śambhu's aspect as 'Lord of time' has been corroborated in the Scriptures, and the authoritative quotations have been cited in the (Sanskrit) commentary (of Śrī Jīva).

The purport of such statements in the *Śrīmad-Bhāgavatam* as বৈঞ্চা঵ানং যথা শঙ্খঃ: *vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuh*, etc., where Śambhu's glories as a Vaiṣṇava are extolled is that Śambhu, by his own potency of time, and subordinate to the will of Govinda, unites with Durgādevī and accomplishes his tasks. In many Scriptures headed by the *Tantras* he teaches religious forms that are a ladder for the *jīvas* of various qualifications to attain *Bhakti* or Devotion. By Govinda's sweet will, he (indirectly) protects and sustains *Suddha-bhakti* or Pure Devotion by preaching the doctrine of *Māyāvāda* (illusionism) and intellectual or

জীবের পঞ্চাশগুণ অভূতকাপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটি মহাগুণ
আংশিককাপে আছে। সুতরাং শঙ্খকে ‘জীব’ বলা যায় না; তিনি—‘সিদ্ধ’
তথাপি ‘বিভিন্নাংশগত’ ॥৪৫॥

imaginary fabrications of the Scriptures.

The fifty qualities of the *jīva* are present within Śambhu in copious proportions, and five more great qualities unattainable by the ordinary *jīvas* are also found in him in partial proportion. So Śambhu cannot be categorized as a *jīva*; he is Lord of *jīvas* (*Īśvara*), although he partakes of the nature of a separated part (*vibhinnāṁśa*) of the Supreme Lord. [45]

दीपाच्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य
 दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा
 यस्ताद्गेव हि च विष्णुतया विभाति
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४६ ॥

*dīpārccir eva hi daśāntaram abhyupetya
 dīpāyate vivṛta-hetu-samāna-dharmā
 yas tādrg eva hi ca viṣṇutayā vibhāti
 govindam ādi puruṣāṁ tam ahaṁ bhajāmi [46]*

অনুবাদ । এক মূল প্রদীপের জ্যোতিঃ যেকাপ অন্য বর্তি বা বাতি-গত হইয়া বিবৃত-(বিস্তার) হেতু সমান-ধর্মের সহিত পৃথক্ প্রজ্ঞালিত হয়, সেইকাপ (বিকুঠ) চারিকুঠ-ভাবে যিনি প্রকাশ পাইন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৪৬॥

তাৎপর্য । (এক্ষণে হরিধামের অধিষ্ঠাতা ‘হরি’, ‘নারায়ণ’, ‘বিকুঠ’ ইত্যাদি নামপ্রাপ্ত স্বাংশ-তত্ত্বের বর্ণন করিতেছেন ।) কৃষ্ণের বিলাসমূর্তি—পরবোধপতি

Translation:

As the flame of one original lamp,
 when transmitted to another,
 burns separately as the expanded cause
 with the same nature of intensity,
 so also, He who shines in (Viṣṇu's) Dynamic Nature—
 that Primeval Lord, Govinda, do I worship. [46]

Purport: (Now, the presiding Deities of Hari-dhāma, the Plenary Portions of the Lord who are known as Hari, Nārāyaṇa, Viṣṇu, etc., are being described.) Kṛṣṇa's *Vilāsa-mūrtti* (Plenary Form possessing generally identical

নারায়ণ; তদীয় অংশ—আদ্যাবতারপুরুষ, তদীয় অংশ—গর্ভোদকশায়ী এবং তদীয় অংশ—ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। ‘বিষ্ণু’-শব্দবাচক তত্ত্বই—তদীয় সর্ববস্থা-ব্যাপক তত্ত্ব। এই প্রোক্তে ক্ষীরোদকশায়ী-বিষ্ণুর তত্ত্ব-নিরূপণ-দ্বারা স্বাংশবিলাস নিরূপিত হইতেছে। সত্ত্বগুবত্তার বিষ্ণুতত্ত্ব—মায়িকগুণাদি-মিশ্র শত্রু তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ। গোবিন্দ যে-স্বরূপ, বিষ্ণুও সেই-স্বরূপ; শুক্ষসত্ত্বস্বরূপতা উভয়েতেই আছে; বিষ্ণু—বিষ্ণৃত-হেতু অর্থাৎ প্রকটিত-হেতু-রূপে গোবিন্দের সহিত সমানধর্মী-বিশিষ্ট। ত্রিশূলময়ী মায়াতে যে সত্ত্বগুণ আছে, তাহা রঞ্জনত্মো-শুণে মিশ্রিত থাকায় অশুল্ক-সত্ত্ব। ত্রিশা—রঞ্জো-গুণেদিত স্বাংশ-প্রভাব-বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ এবং শত্রু—মায়ার তমোগুণেদিত স্বাংশপ্রভাব-বিশিষ্ট

Potency) is the Lord of Paravyoma (Vaikuṇṭha), Nārāyaṇa. Nārāyaṇa's Expansion is the first Predominative Descent or Puruṣāvatara (Kāranodakaśāyī), that Puruṣāvatāra's Expansion is Garbhodakaśāyī and Garbhodakaśāyī's Expansion is Kṣirodakaśāyī Viṣṇu. The Lord's Name 'Viṣṇu' indicates Him to be the Omniscient and the Omnipresent.

In this *śloka*, by elucidating the position of Kṣirodakaśāyī, the Principle of the Plenary Expansion of the Plenary Expansion of the Lord is being elucidated. The Viṣṇu Principle or Descent of *sattva-guṇa* is quite distinct from the Śambhu Principle of mixed Māyik qualities and connotations. The Intrinsic Form of Govinda—Viṣṇu is also that Form; both are the Embodiment of Pure Existence. Viṣṇu, the Manifest Cause, is of the same Nature as Govinda.

Because it is always adulterated to some degree by *rajo-guṇa* and *tamoguṇa*, the *sattvaguṇa* of the threefold material qualities or *guṇas* is not pure. Brahmā appears in *rajoguṇa*, and he is a separated portion (*vibhinnāṁśa*) possessing the

বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশের হেতু এই যে, মায়ার রজঃ ও তমো-গুণস্থ নিকাস্ত 'অচিৎ' বলিয়া তাহাতে উদিত-তত্ত্বস্থ—স্বয়ংরূপ বা তদেকার্থ হইতে অত্যন্ত দূরে নিষ্ক্রিপ্ত। মায়ার সন্তুষ্টগুণ মিশ্র হইলেও তত্ত্বাধ্যে যে বিশুদ্ধ-সন্তুষ্টাংশ আছে, গুণাবতার বিকৃত তাহাতেই উদিত; সুতরাং বিকৃত পূর্ণ স্বাংশবিলাস এবং মহেশ্বরতত্ত্ব; তিনি মায়াবৃক্ত ন'ন, অথচ মায়ার প্রভু। হেতু (আকর অংশী) রূপ গোবিন্দের স্বীয়ত্বের প্রকরণজীবন বিকৃত। তদীয় বিলাসমূর্তি নারায়ণে গোবিন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য অর্থাৎ বাটিসংখ্যাক গুণ পূর্ণরূপে আছে। অতএব ব্ৰহ্মা ও শিব—যেৱোপ মায়া-গুণ-মিশ্র-তত্ত্ব, গুণাবতার হইয়াও বিকৃত সেৱাপ ন'ন;

influence of a Plenary Portion (*Svāṁśa*); and Śambhu appears in Māyā's *tamoguṇa*, and he is similarly a separated portion possessing the influence of a Plenary Portion. They are separated portions because Māyā's *rāja-* and *tamoguṇa* are so estranged from unalloyed spirituality that Brahmā and Śambhu, who appear in those modes, are also greatly distanced from the Lord Himself (*Svayam-rūpa*) or the Lord Himself showing a Varied Form (*Tad ekātma*).

Despite the *sattvaguṇa* of Māyā being alloyed with the other *guṇas*, *guṇāvatāra* Viṣṇu makes His Advent only in the unalloyed portion of *sattvaguṇa*—the portion of completely pure, Transcendental Existence. Thus Viṣṇu is the full Plenary Portion Expansion (*Svāṁśa-vilāsa*) and the Almighty Entity (*Maheśvara-tattva*); He is not connected with Māyā, yet He is the Master of Māyā. Viṣṇu is the Agent of Govinda's Own Nature as the Cause (of all Expansions). All the Majestic Attributes of Govinda are present in His *Vilāsa-mūrti* Plenary Expansion Nārāyaṇa, that is, sixty qualities are present in Nārāyaṇa in full proportion.

নারায়ণের মহাবিষ্ণুরূপে আবির্ভাব, মহাবিষ্ণুর গর্ভোদকশায়িরূপে আবির্ভাব এবং ক্ষীরোদকশায়িরূপে বিষ্ণুর আবির্ভাবই চরিষ্ঠুধর্মের উদাহরণ। বিষ্ণুই ঈশ্বর এবং অন্য শুণ্যবত্তারবুর ও সমস্ত দেবগণ—তাহারই অধীন আধিকারিক-তত্ত্ববিশেষ। মহাদীপ গোবিন্দের বিলাসমূর্তি হইতে মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী এবং রামানন্দ আত্ম অবতারসকল পৃথক পৃথক বর্ণিত বা দশা-গত দীপস্বরূপে গোবিন্দের চিছক্তি-দ্বারা বিরাজমান ॥৪৬॥

Therefore, although Viṣṇu is a *gunāvatāra*, or a Descent in material nature, His Personality is not alloyed with the *gunas* or qualities of Māyā as the personalities of Brahmā and Śiva are; the Advent of Nārāyaṇa in the Form of Mahā-Viṣṇu, the Advent of Mahā-Viṣṇu in the Form of Garbhodakaśayī, and Viṣṇu's Advent as Kṣirodaśayī—exemplifies the Dynamic Nature of the Absolute. Viṣṇu is the Godhead and the other two *gunāvatāras* and all the gods are entities subordinate to Him, their offices delegated by Him.

Govinda is the original or supreme 'lamp'; from His *Vilāsa-mūrtti* all the Plenary or *Svāṁśa* Descents of Mahā-Viṣṇu, Garbhodakaśayī, Kṣirodaśayī and Rāma, etc., shine resplendently as individual lamps in Their respective locations by the Transcendental Potency of Govinda. [46]*

*অনন্যাদেশি যদ্য রূপে স্বয়ম্ভূত: স তচ্ছতে ॥ "ইভু: পরম: কৃষ্ণ: . . . সর্বকর্তৃণকরণম্ ॥" যদ্য রূপে তদভেদেন স্বরূপেণ পিতৃজ্ঞতে । আকৃত্যাদিভর্ত্যাহক স তদেকত্যরূপকঃ ॥ স বিলাস: স্বাংশ ইতি ধর্তে পৈদায়ে পুনঃ ॥ স্বরূপমন্যাকারে যতস্য ভাতি পিলাসতঃ । প্রাপ্যজ্ঞানসমে শক্ত্যা স বিলাসো নিগততে ॥ পরমব্যৱেমনাথস্তু গোকীন্দ্রস্য যথা স্মৃতঃ । পরমব্যৱেমনাথস্য কাসুরেশ্য যাহাশ: ॥ তাদশো ন্যূনশক্তি যো জ্ঞানশক্তি স্বীকৃত: । সহস্রীণাদৰ্থত্যাদৰ্থ্যা তত্ত্বস্থামসু ॥ ক্ষনসহস্রাদিকল্পয়া যত্রাদিষ্টো জনার্হনঃ । ত অজ্ঞযোগ্যা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহতমা: ॥ বৈকুণ্ঠেষাপি যথা শেষো নারদ: সমকাদয়: । অনুরহণ্টন্তে চাপী দেশমে পরিবীর্তিতঃ ॥ ইতি ভেদত্যৰ্থম্ ॥ প্রকাশতু ন ভেদেষু গণ্যতে স হি নো পৃষ্ঠকঃ ॥ তথা হি,—অনেকব্য প্রকল্পতা রূপবৈকল্প পৈকল্প । সর্বব্যাপ্ত তত্ত্বস্থাপ্যেব স প্রকাশ ইতীব্যতৈ ॥ দ্বারবল্যো যথা কৃষ্ণ: প্রত্যক্ষ প্রতিপন্দিতম্ । "কর্ত কর্তৃত" ইলাদি প্রামাণ্যেন স সেল্পত্যি ॥

The Eternal Form of Kṛṣṇa that is independent of any other Form is

known as *Svayāṁ-rūpa*; as corroborated in *Śrī Brahma-saṁhitā* 5.1. That Form which is nondifferent from *Svayāṁ-rūpa* but manifests a different Form and Character is called *Tad ekātma-rūpa*. *Tad ekātma-rūpa* is of two types—*Vilāsa* and *Svāṁśa*. When by the Play of Kṛṣṇa's inconceivable Potency His generally similar Form appears in a different Form, it is called *Vilāsa*. For example, the *Vilāsa* Form of Govinda is Nārāyaṇa, the Lord of Vaikuṇṭha; and the *Vilāsa* Form of the Lord of Vaikuṇṭha is Vāsudeva (of the first Quadruple Expansion). That Form which, as in the case of *Vilāsa*, is nondifferent from *Svayāṁ-rūpa* yet exhibits less Power than the *Vilāsa* Form, is called *Svāṁśa*. Examples are Saṅkarṣaṇa, Pradyumna and Aniruddha, etc., the three *Puruṣāvatāras* headed by Mahā-Viṣṇu,§ the *Līlāvatāras* of Matsya, etc., the *Manvantarāvatāras* and the *Yugāvatāras*. When Janārddana (Kṛṣṇa) allots His Potencies of Knowledge, Devotion, Creation, Service, Universal Sustenance, Gravitational Force and Discipline of miscreants, etc., and infuses and empowers specially selected Great Entities with those Potencies, they are known as *Āveśa* or *Saktiyāveśāvatāras*. Examples are the four Kumāras (Knowledge), Nārada (Devotion), Brahmā (Creation), Ananta (Gravity), Pṛthu (Sustenance), Parāśurāma (Discipline), and Śeṣa of Vaikuṇṭha (Service). In the tenth canto of *Śrīmad-Bhāgavatam* (39th chapter), Akrūra is mentioned as having had the *darśana* of Śeṣa, Nārada, the Kumāras, etc., when immersing himself in the Yamunā for bath.

This is the description of the three Forms of the Supreme Personality of Godhead called *Svayāṁ-rūpa*, *Tad ekātma-rūpa* and *Āveśa*.

The Forms known as *Prakāśa* cannot be reckoned as different from the Lord since They do not differ in any respect from the Lord's Intrinsic Form. Thus when the one Form of the Lord appears simultaneously in many places (with the same Form, Qualities and Pastimes), that Form is called *Prakāśa*; for example, Śrī Kṛṣṇa was observed (once by Nārada) to be present in every Palace of Dvārakā. The tenth canto *Bhāgavatam* śloka, *citrāḥ bataitāt*, etc., is the evidence of this fact. Thus establishes the *Prakāśa* Form of the Supreme Lord.

—*Śrī Laghu-Bhāgavatāmṛtam* 1.1.12–22

§ Note: Mahā-Viṣṇu=Kāraṇodakaśayī Viṣṇu=Kāraṇārṇavaśayī Viṣṇu; Garbhodaśayī=Garbhodakaśayī; Kṣirodaśayī=Kṣirodakaśayī.

यः कारणार्णवजले भजति स्म योग-
निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः ।
आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४७ ॥

*yah kāraṇārṇava-jale bhajati sma yoga-
nidrām ananta-jagad-añda-saroma-kūpah
ādhāra-śaktim avalambya parām svamūrttiṁ
govindam ādi puruṣam tam aham bhajāmi [47]*

अनुवाद । आधार-शक्तिमयी शेषाखा श्रेष्ठ-स्वमूर्ति अवलम्बनपूर्वक यिनि रोम-
कूपे अनन्त-द्रक्षाण्डेर सहित कारणार्णवे शुइया योगनिद्रा सञ्जोग करेन,
सेहि आदिपुरुष गोविन्दके आभि भजन करि ॥४७॥

तात्पर्य । (महाविष्णुर शश्याकृप अनन्तेर तत्त्व बलितेहेन ।) महाविष्णु ये
अनन्त-शश्याय शयन करेन, सेहि अनन्त—कृष्णेर दास-तत्त्वरूप 'शेष'नामा
अवतारविशेष ॥४७॥

Translation:

With infinite universes in the Pores of His Body,
He assumes His Supreme Figure called Śeṣa,
the reservoir of Almighty Power Personified;
He who reclines on the Causal Ocean,
enjoying His Trance of Divine Sleep,
that Primeval Lord, Govinda, do I worship. [47]

Purport: (Ananta, who takes the Form of the Couch of Mahā-Viṣṇu, is being described.) The Infinite Couch upon which Mahā-Viṣṇu reclines—that Infinite is the *Avatāra* who is by Nature a servant of Kṛṣṇa; He is known as 'Śeṣa.' [47]

यस्यैकनिश्चसितकालमथावलम्ब्य
जीवन्ति लोमबिलजा जगदण्डनाथः ।
विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४८ ॥

*yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-bilajā jagad-añda-nāthāḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-višeṣo
govindam ādi puruṣam tam aham bhajāmi [48]*

অনুবাদ । মহাবিষ্ণুর একটি নিখাস বাহির হইয়া যে কাল পর্যন্ত অবস্থিতি
করে, তাহার রোমকৃপজাত ত্রিশাঙ্গপতি ব্ৰহ্মাদি সেই-কালমাত্ৰ জীবিত থাকেন।
সেই মহাবিষ্ণু—যাহার কলাবিশেষ অর্থাৎ অংশের অংশ, সেই অদিপুরুষ
গোবিন্দকে আমি ভজন কৰি ॥৪৮॥

তাৎপর্য । বিষ্ণুতত্ত্বের অনৈক্য প্রদর্শিত হইল ॥৪৮॥

Translation:

The lifespans of Brahmā and the gods
of the universes born from the Pores
of the Divine Body of Mahā-Viṣṇu
last for only one exhalation of Mahā-Viṣṇu;
And Mahā-Viṣṇu is the Portion of a Portion of
that Primeval Lord, Govinda, who I do worship. [48]

Purport: The Almighty Majesty of the Entity of Viṣṇu
has been illustrated herein. [48]

भास्वान् यथाश्मशकलेषु निजेषु तेजः
 स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि यद्वदत्र ।
 ब्रह्मा य एष जगदण्डविधानकर्ता
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥४९॥

*bhāsvān yathāśma-śakaleṣu nijēṣu tejah
 svīyam̄ kiyat prakaṭayaty api yad-vad-atra
 brahmā ya esa jagad-aṇḍa-vidhāna-karttā
 govindam ādi puruṣam tam aham bhajāmi [49]*

अनुवाद । सूर्य येराप सूर्यकान्तादि मणिसमूहे निज तेजः कियंपरि-
 लापे प्रकट करेन, सेहीराप विभिन्नांश-स्वरूप ब्रह्मा याहा हइते प्राप्तशक्ति
 हइया ब्रह्माण्डेर विधान करेन, सेह आदिपूरुष गोविन्दके आमि
 त्वजन करि ॥४९॥

तात्पर्य । ब्रह्मा—दूहि प्रकार; कोन कर्रे उपयुक्त जीवे भगवच्छक्तिर
 आवेश हइले सेह जीवहि ‘ब्रह्मा’ हइया कार्य विधान करेन, आवार कोन
 कर्रे सेराप योग्य जीव ना धाकिले एवं पूर्वकर्रेर ब्रह्मा मृक्त हওयाय,

Translation:

As the Sun, Sūryya, manifests some of his light
 in the gems named after him as Sūryya-kānta,
 similarly, He by whom Brahmā is empowered
 to create the entire material universe—
 the Primeval Lord Govinda, do I worship. [49]

Purport: Generally there are two types of Brahmās. In certain millennia, when there is a qualified *jīva* present in the world, the Potency of the Lord enters that *jīva* who then takes the post and executes the universal creative

কৃষ্ণ নিজশক্তির বিভাগক্রমে রঞ্জোগুণাবতার ব্ৰহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তদ্বতঃ ব্ৰহ্মা—সাধাৱণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বৰ ন'ন; আৱ পূৰ্বৰোভু শাস্তুতে ব্ৰহ্মা অপেক্ষা ঈশ্বৰতা অধিক পৰিমাণে আছে। মূল তাৎপৰ্য এই যে, ব্ৰহ্মায় জীবেৰ পঞ্চাশ-গুণ অধিকভাৱে এবং তদতিৱিজ্ঞ আৱ পাচটি গুণ আংশিকৱাপে, আৱ শাস্তুতে সেই পঞ্চাশটি গুণ এবং পাচটি গুণেৰ অংশও তদপেক্ষা অধিক পৰিমাণে আছে।। ৪৯।।

duties of Brahmā. For those millennia in which such an eligible *jīva* is not available, upon the liberation of the Brahmā of the previous millennium Kṛṣṇa delegates His own Potency to create the *rajoguṇāvatāra* of Brahmā. In actuality, Brahmā is superior to a general *jīva*, yet he is not directly the Divinity; and the Divinity is present to a greater degree within Śambhu, who has been described previously.

The underlying purport is that the fifty qualities of the general *jīva* are present in Brahmā in a fuller measure than in the *jīva*, plus he possesses to a fractional degree five more qualities not found in the *jīvas*. But those fifty qualities and the fractional five qualities are found in still greater proportions in Śambhu. [49]

यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ-
 द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजः ।
 विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्रयस्य
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ५० ॥

*yat-pāda-pallava-yugam vinidhāya kumbha-
 dvandve praṇāma-samaye sa gaṇādhiraṁ
 vighnān vihantum alamsasya jagat-trayasya
 govindam ādi puruṣar̥ tam aham bhajāmi [50]*

অনুবাদ । গণেশ ত্রিজগতের বিষ্ণু বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে তৎকার্যকালে
 শৈলিক্ষিণীভূতের জন্য যাহার পাদপদ্ম সৌম্য মন্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ
 কৰিবেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৫০॥

স্তোত্রপর্য । বিষ্ণুবিনাশ-কার্যরূপ অধিকার-প্রাপ্ত গণেশ—তত্ত্বদধিকারি-
 ক্তনেই উপাস্য; এমন কি, তিনি উপাস্য সংগুণবৃক্ষ বলিয়া পঞ্চদেবতার মধ্যে
 শৰ্ম্মস্ত পদ স্নাত করিয়াছেন । সেই গণেশ—একটি শক্ত্যাবিষ্ট অধিকারিক-
 ত্বেবতা, গোবিন্দের কৃপায়ই তাহার সমস্ত মহিমা ॥৫০॥

Translation:

For the power to crush the obstacles of the three worlds,
 He whose Lotus Feet Gaṇeśa perpetually holds
 upon the pair of nodes of his elephantine head—
 the Primeval Lord, Govinda, do I worship. [50]

Purport: Gaṇeśa holds the power to destroy all obstacles, and he is worshippable by the appropriate persons accordingly. As the worshippable *Brahman* with attributes, his qualification has afforded him a position amongst the five principal gods. Gaṇeśa holds the office of a god of delegated power. All his glory is granted by the Grace of Govinda. [50]

अग्निर्मही-गगनमम्बु-महदिशश्च
 कालस्तथात्ममनसीति जगत्रयाणि ।
 यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यस्तु
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ५१ ॥

*agnir-mahī-gaganam-ambu-marud-diśāś ca
 kālas tathātma-manasīti jagat-trayāni
 yasmād bhavanti vibhavanti viśanti yañ ca
 govindam ādi puruṣam tam aham bhajāmi [51]*

অনুবাদ । অগ্নি, ক্ষিতি, আকাশ, জল, বায়ু, দিক, কাল, আত্মা ও মন—এই নয়টি পদার্থে ত্রিজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে । যাহা হইতে ইহারা উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাহাতে অবস্থিতি করে এবং প্রলয়কালে যাহাতে প্রবেশ করে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্য । পঞ্চভূত, দিক, কাল, জীবাত্মা এবং বচ্ছজীবের লিঙ্গদেহকূপ মনোবৃক্ষ-অহঙ্কারাত্মক মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যাত আর ত্রিজগতে কিছু নাই । কর্ম্মগণ যজ্ঞে অগ্নিতে হ্বন করেন; বহির্মুখ জীবসকল এই পরিদৃশ্য নব-তত্ত্বাত্মক

Translation:

Fire, earth, sky, water, air, space, time, soul, mind—
 the three worlds are created of these nine elements;
 He from whom these elements are born, in whom they
 remain, and in whom they enter in the end—
 that Primeval Lord, Govinda, do I worship. [51]

Purport: There is nothing more in the three worlds beyond the five elements, the directions (of space), time, the *jīva* and the mental element of mind, intelligence and ego that composes the subtle body of the conditioned soul. The

অসমের অতিরিক্ত আৱ কিছুই জানে না। শুধু জ্ঞানিগণ যে আৰামতাৰ
অনুপজ্ঞান কৱেন, জীব ধৰণই সেই আৰা। সাংখ্য যাহাকে ‘প্ৰকৃতি’ বলেন,
যাহা এবং সাংখ্যৰ ‘আৰা’ও ইহাতে গাহিয়াছে। অৰ্থাৎ সকলপ্ৰকাৰ তত্ত্ববাদীৰ
নিষিদ্ধ তত্ত্বই এই নয়তি তত্ত্বেৰ অন্তগত। শ্ৰীগোবিন্দই এ-সকল তত্ত্বেৰ
অৱাঙ্গিতি-প্লাফেৰ হান ॥৫১॥

karmmīs or elevationists offer oblations for sacrifice into fire; mundaners know nothing beyond this world of directly perceptible nine elements. Regarding the self-delight (state of *ātmārāma*) sought after by the *jñānīs* or dry liberationists, the *jīva* himself is that joyful self. What is considered in *Sāṅkhya* philosophy to be *prakṛti* (nature) and *ātmā* (soul) are included in the above elements.

The purport is that every element delineated by all types of philosophers are included within these nine basic elements; and Śrī Govinda is the repository of creation, sustenance and dissolution of all these elements. [51]

यच्चक्षुरेष सविता सकलग्रहाणां
 राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः ।
 यस्याज्ञया भ्रमति संभृतकालचक्रो
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ५२ ॥

*yac caksur esa savitā sakala-grahāṇāṁ
 rājā samasta-sura-mūrttir-aśeṣa-tejāḥ
 yasyājñayā bhramati sambhṛita-kāla-cakro
 govindam ādi puruṣāṁ tam aham bhajāmi [52]*

অনুবাদ । গ্রহসকলের রাজা, অশেষ-তেজোবিশিষ্ট, সূর-মূর্তি সবিতা বা সূর্য—জগতের চক্রুপরাপ; তিনি যাহার আজ্ঞায় কালচক্রারাচ ইহিয়া ভ্রমণ করেন, সেই অদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৫২॥

তাৎপর্য । অনেক বৈদিক-লোকে সূর্যকে ‘ব্রহ্ম’ বলিয়া পূজা করেন; সূর্য পঞ্চদেবতার মধ্যে একটী দেবতা । আবার অনেকে উত্তাপই জনক এবং সূর্যই

Translation:

With unlimited brilliance and power,
 the Sun is the king of all the planets,
 the resort of all the gods—
 the personified eye of the universe.
 He upon whose order the Sun,
 mounting the wheel of time,
 runs his perpetual orbit—
 that Primeval Lord, Govinda,
 do I worship. [52]

Purport: There are many followers of Vedic religiosity that worship the Sun as *Brahman*; the Sun-god Suryya is

উভাপের একমাত্র আধাৰ ও জগতেৰ হেতু বলিয়া সূর্যকে নির্দিষ্ট কৱেন।
বৃত্তই বলুন, সূর্য জড়-তেজসমূহি একটি মণ্ডলেৰ অধিষ্ঠাতা সূতৰাং একজন
আধিকাৰিক দেবতা। গোবিন্দেৰ আজ্ঞায়ই সূর্য স্বীয় সেবাকাৰ্য কৱেন॥৫২॥

one of the hierarchy of the five principal gods.* There are also many that profess heat to be the cause of the world, and therefore designate the Sun, as the sole source of heat, to be the root cause of the world. Anyway, Sūryya is the presiding deity of the aggregate worldly heat, light and power for one sphere, and thus a god of delegated power. On the order of the Supreme Lord Govinda, the Sun obediently executes his delegated service. [52]

*Five principal gods, or *pañca-devatā*: Sūryya, Gaṇeśa, Śakti, Śiva and Viṣṇu. This fivefold worship (*pañcopāsanā*) is professed by worshippers whose devotion is motivated by liberation. It is not admitted in the school of Pure Vaiṣṇavism where Viṣṇu or Kṛṣṇa (Govinda) is known to be the Supreme Lord. Vide pages vii, 155. Vide *Jāiva-dharma* Chapter 4.

धर्मोऽथ पापनिचयः श्रुतयस्तपांसि
 ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः ।
 यद्गतमात्रविभवप्रकटप्रभावा
 गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ५३ ॥

*dharmmo 'tha pāpanicayaḥ śrutayas tapāṁsi
 brahmādi-kīṭa-patagāvadhyāś ca jīvāḥ
 yad datta-mātra-vibhava-prakaṭa-prabhāvā
 govindam ādi puruṣam tam aham bhajāmi [53]*

অনুবাদ । ধর্ম, অর্থাৎ অর্থাৎ পাপসকল, ব্রহ্মগণ, তপঃসমূহ এবং ব্রহ্মা ইত্যে কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত জীবসকল যাহার প্রদত্তমাত্র বিভবকর্তৃক প্রকটিত-প্রভাব ইয়া বর্ণমান আছে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৫৩॥

তাৎপর্য । ধর্ম অর্থাৎ বেদোদিত, বিংশতি-ধর্মশাস্ত্রপ্রকটিত বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম; তথাধে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ—এই চারিবর্ণের অভাবজধন্তৈ ‘বর্ণধর্ম’ এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী,—এই চারি আশ্রমীর

Translation:

I worship the Primeval Lord Govinda, by whose conferred power is manifest the potency in—religion, irreligion or all types of sins, the *Śruti*s, the penances and all beings from Brahman to the worm and insect. [53]

Purport: *Dharma*, ‘religion’ or ‘duty,’ refers to *varṇa-dharma* and *āśrama-dharma* or the socio-religious codes as given by the twenty books of Law (*Smṛti*) whose origin is traced in the *Vedas*. *Varṇa-dharma* is the fourfold division according to men’s natures of *brāhmaṇa*, *kṣatriya*,

আশ্রমেচিত ধর্মই ‘আত্মামধ্য’। এই দুইপ্রকার ধর্মে মানবের সর্বপ্রকার জীবনের আচার নির্ণীত আছে। ‘পাপসকল’ অর্থে পাপমূল অবিদ্যা ও পাপবাসনা এবং মহাপাতক, অনুপাতক, পাতকাদি অর্থাত্ সর্বপ্রকার অবৈধ আচরণ। ‘ক্ষতিগণ’-অর্থে ঝুক, সাম, ঘজ্ঞ ও অথর্ববেদ এবং তদীয় শিরোভূষণগ্রাপ উপনিষদগণ। ‘তপঃসমূহ’-অর্থে ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া যত্প্রকার অভাস শিক্ষা করিতে হয়, তাহা; অনেকস্থলে তাহা ‘পঞ্চতপা’ প্রভৃতি কার্য্যে বড়ই কঠিন; (আষ্টাঙ্গযোগ ও ব্রহ্মজ্ঞাননির্ণয় তদস্তুগত।) এই সমস্তই—বৰ্জীবের কর্ম-চক্রস্তুগত বিশেষমাত্র। বৰ্জীব চৌরাশীতি-লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছেন। তাহারা দেব, দানব, রাক্ষস, মানব, নাগ, কিন্দর ও গন্ধর্ব-ভেদে নানাপ্রকার;

vaiśya and *śūdra*. *Āśrama-dharma* refers to the fourfold formal religious gradations of *brahmacārī*, *grhastha*, *vānaprastha* and *sannyāsī* for persons of the appropriate qualifications. All the codes of conduct for the human being have been delineated within these twofold *dharma*s of *varṇa* and *āśrama*.

‘All kinds of sins’ means the roots of sin—ignorance and sinful desire; and grave sins, less grave sins and general sins or *mahāpātaka*, *anupātaka*, *pātaka*, etc., that is, all types of illicit conduct. The *Śruti*s refers to the *Rg-*, *Sāma-*, *Yajur-* and *Atharvva-veda* along with the *Upaniṣads* which form the crest-jewels of the *Vedas*. ‘The penances’ refers to whatever practices are to be learned for the furtherance of righteousness or religion. In many instances very painful austerities called *Pañca-tapā*, etc., are indicated (in pursuance of eightfold-yoga, or *Brahman* liberation).

All the above forms are within the purview of the cycle of mundane work or *karma* of the conditioned souls who

ঐ-সকল জীব—ব্রহ্মা হইতে শুন্দরীটি-পর্যন্ত অনন্তবিধি; উহারা—কর্ষ-চক্রান্তগত বিশেষসমূহ এবং ব্রহ্মা হইতে পতঙ্গ পর্যন্ত বন্ধজীবনিচয়। সকলেই এক এক প্রকার প্রভাববিশিষ্ট এবং কোন কোন কার্যে ক্ষমতাশালী, কিন্তু সেই সমস্ত প্রভাব তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ নয়। শ্রীগোবিন্দ হাহাকে যতটুকু বিভব ও পরাক্রম দিয়াছেন, সেই বিভবের প্রকটতানুসারেই তাহার প্রভাব ॥৫৩॥

wander throughout 8,400,000 species of life, including gods, demons, humans, Nāgas, Kinnaras and Gandharvvas, etc. They range unlimitedly from Brahmā down to the insignificant insect. Each possess a certain potency giving them proficiency in certain functions, but those potencies are not axiomatic—they are only the manifestation of whatever might be sanctioned for them by Śrī Govinda. [53]

यस्त्वन्द्रगोपमथवेन्द्रमहो स्वकर्म-
बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति ।
कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजीं
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ५४ ॥

*yas tv indragopam athavendram aho svakarhma-
bandhānurūpa-phala-bhājanam ātanoti
karmmāṇi nirdahati kim tu ca bhakti-bhājāṁ
govindam ādi puruṣam tam ahaṁ bhajāmi [54]*

अनुवाद । ‘इन्द्रगोप’-नामक सूक्ष्मकीटहै हड्डन, वा देवतादिगेरे इन्द्रहै हड्डन, कर्माणि-जीवदिगेके यिनि पञ्चपातशून्य हइया ताहादेर स्व-स्व-कर्मवक्तानुरूप मृणभाजन करितेहेन, अथ॒ आश्चर्येर विवय एই ये, भक्तिमानदिगेरे कर्मसकल समूले दहन करितेहेन, सेहि आदिपुरुष गोविन्दके आभि भजन करि ॥५४॥

आध्यात्मिक । वक्त्वाजीवदिगेरे कर्मफल-दाने-पञ्चपातशून्य हइया ईश्वर पूर्वो-
नुष्ठित-कर्ष्णेर द्वारा उत्तरकालीय कर्मप्रवृत्ति प्रदान करेन; किन्तु भक्तदिगेरे

Translation:

- १. Whether one may be the tiny insect ‘Indragopa’
or the great King of the gods, Lord Indra,
- २. He impartially awards all souls on the path of *karma*
the fruits befitting their deeds;
- ३. yet it is so wonderful! He burns at the root
all the *karma* of the souls who adore Him—
I worship Him, that Primeval Lord Govinda. [54]

Purport: The Supreme Lord is impartial in awarding the conditioned souls the fruits of their *karma* or mundane

প্রতি বিশেষকৃত্পা-পূর্বক কর্মের মূল যে কর্মবাসনা ও অবিদ্যা তাহার সহিত তাহাদের ধর্মাধৰ্মাত্মাক কর্মকে দম্ভ করেন। কর্ম—অনাদি হইলেও বিনাশ্য। যাহারা কর্মফলের আশার সহিত কর্ম করেন, তাহাদের কর্ম অক্ষয় হয়, কখনই বিনষ্ট হয় না। সন্ন্যাস-ধর্মও আশ্রমোচিত কর্মবিশেষ; তাহাতে ঘোষ-স্পৃহা-কৃপা ফলকামনা থাকায় কৃক্ষের শ্রীতিকর হয় না; তাহারাও কর্মানুরূপ ফল পাইয়া থাকেন এবং নিতান্ত নিষ্কাম হইলেও আস্তরামতা-কৃপ ক্ষুণ্ণ ফল পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা—শুন্দ ভক্ত, তাহারা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য হইয়া জ্ঞানকর্মাদির স্বতন্ত্র চেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক আনুকূল্য-ভাবের সহিত নিরন্তর কৃক্ষের অনুশীলন করেন। কৃক্ষ সেই সকল লোকের কর্ম, কর্মবাসনা ও

deeds; according to their previous actions He awards them their future engagements. But He gives His special Grace to His devotees. He purges out, by the fire of ordeal, all their righteous or unrighteous *karmma* along with its root, that is, the desire to perform *karmma*, and nescience.

Although *karmma* is beginningless, it is nonetheless destructible. *Karmma* is indestructible for those who act in the hope of enjoying the fruits of their actions; their vicious circle of *karmma* can never be terminated. Even the religious duty of *sannyāsa* is a type of *karmma* befitting a certain religious status; in that practice, as long as the practitioner remains hankering for its fruit of liberation, his observance of *sannyāsa* cannot please Kṛṣṇa or gain His Grace. The *sannyāsīs* accrue the fruits of their *karmma*, and even when their actions become desireless to the extreme they attain the paltry fruit of self-satisfaction (*atmārāmatā*).

But those who are true devotees perpetually cultivate Divine Service to Kṛṣṇa in a way pleasing to Him, totally

অবিদ্যা সম্পূর্ণজাপে খৎস করিয়া থাকেন। নিরপেক্ষ হইয়াও কৃক্ষের ভক্ত-
পক্ষপাতিত্বই আশ্চর্যের বিষয় ॥৫৪॥

abandoning all semblance of fleeting desires and independent attempts of *jñāna*, *karmma*, etc. Kṛṣṇa totally annihilates all their *karmma*, desires for *karmma*, and nescience. Despite His impartiality, Kṛṣṇa's partiality to His devotees is a matter of marvel. [54]

यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभीति-
वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः ।
सञ्चिन्त्य तस्य सदर्शी तनुमापुरेते
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ५५ ॥

*yam krodha-kāma-sahaja-pranayādi-bhīti-
vātsalya-moha-guru-gaurava-sevya-bhāvaiḥ
sañcintya tasya sadṛśīm tanum āpur ete
govindam ādi puruṣam tam aham bhajāmi [55]*

ଅନୁବାଦ । କ୍ରୋଧ, କାମ, ସଖ୍ୟରାପ ସହଜ ପ୍ରଣୟ, ଭୟ, ବାନ୍ଧବିଲ୍ୟ, ମୋହ, ଗୁରୁଗୌରବ ଓ ସେବ୍ୟାଭାବଧାରୀ ଯାହାକେ ଚିନ୍ତା କରିଯା ତଦନୁଶୀଳନକାରିଗଣ ତତ୍ତ୍ଵବନ୍ଦା-ଯୋଗ୍ୟ ରାପ-ଶୁଣ-ଲାଭ-ତାରତମ୍ୟେର ସହିତ ତୁଳା-ତମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ହନ, ସେଇ ଆଦିପୂର୍ବମ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦକେ ଆମି ଭଜନ କରି ॥ ୫୫ ॥

ତାତ୍ପର୍ୟ । ତତ୍ତ୍ଵ—ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ବୈଧୀ ଓ ରାଗାଧିକା । କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁରୁ-ପଦେଶକ୍ରମେ ଯେ ଏକଟୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାମୂଳା ତତ୍ତ୍ଵ ଉଦିତ ହ୍ୟ, ତାହାଇ ଶାଜ୍ଞାବିଧି-ବଙ୍ଗନ-ପ୍ରୟୁକ୍ତ ସର୍ବଦା ଅପ୍ରଚୂରଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହଇଲେ କୃଷ୍ଣନୁଶୀଳନ-ଚେଷ୍ଟାରାପ ଭାବମୟୀ

Translation:

Those who cultivate their thoughts of Him
through anger, amour, natural friendship, fear,
parenthood, delusion, reverence and servitorship
attain to bodies of a form and nature
appropriate to the mood of their meditation.
I worship that Primeval Lord Govinda. [55]

Purport: Devotion is generally of two types: regulative and spontaneous, or *Vaidhi* and *Rāgātmikā*. Devotion of preliminary faith aroused by following the instructions of

হয়। ভাব উদিত হইলেই ভক্ত কৃষ্ণকৃপার পাত্র হইতে পারেন। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব ঘটে, ইহাকেই 'বৈধীভক্তি' বলে। 'রাগাঞ্চিকা-ভক্তি' ই শ্রেষ্ঠা, শৈত্রফলদ এবং কৃষ্ণাকৰ্মণী। তাহা যে-যে প্রকারে দৃষ্ট হয়, তাহা এই খোকে বলিতেছেন। শুরুগৌরব শান্তভাব, সেব্যগত দাস্যভাব, সহজপ্রণয়গত সখ্যভাব, বাংসলাভাব ও কামগত মধুরভাব,—এই কয়েকটিই রাগাঞ্চিকা ভক্তির অঙ্গগত। ক্রোধ, ভীতি ও মোহ—ইহারা রাগাঞ্চিকা হইয়াও 'ভক্তি'

the Guru and the Scriptures is actuated by obligation to scriptural injunctions, and so devotional sentiment is always limited in that sphere. However, such regulative devotion becomes loving spontaneity when the devotee's attempts to please the Lord by his service gradually deepen. When *Bhāva* or the budding stage of Divine Love is aroused, the devotee can become a recipient of Kṛṣṇa's Grace. To attain this stage takes much time, and such an attempt through devotional service regulated by reverence and scriptural edicts is known as *Vaidhī-bhakti*.

Rāgātmikā-bhakti, Devotion based on the pure heart's sentiment or instinctive attachment, is superior. It bears fruits very swiftly and is the attractor of Kṛṣṇa Himself. The various forms it takes are described in this *śloka*.

Sānta-bhāva or the heart's aptitude for Peacefulness in reverence, *Dāsyā-bhāva* or the heart's aptitude for Servitude in submission, *Sakhya-bhāva* or the heart's aptitude for Friendship in natural affection, *Vātsalya-bhāva* or the heart's aptitude for Parenthood, and *Madhura-bhāva* or the heart's aptitude for Amorous Love—these five are in the scope of *Rāgātmikā-bhakti*.

নয়; যেহেতু এ-সকলে প্রাতিকূল্যভাব আছে, আনুকূল্য নাই। শিশুপালাদি অসুরগণের 'জ্ঞান', কংসাদির 'ভয়' এবং মায়াবাদি-পশ্চিমগণের 'মোহ' দৃষ্ট হয়। জ্ঞানরূপ রাগচেষ্টা, ভয়রূপ রাগচেষ্টা এবং সর্ববিশ্঵রণময় আপনাতে ব্রহ্মতা-সূর্ণিকৃপ রাগচেষ্টা, সমস্তই তাহাদের আছে। সে-সকল ভাবের মধ্যে আনুকূল্য নাই বলিয়া 'ভক্তিত্ব' নাই। আবার শাস্তি, দাস্য, সখ্য, বাস্তল্য ও শৃঙ্খলারের মধ্যে শাস্তিভাবে অনেকটা উদাসীন্য-প্রযুক্ত, রাগ—লুপ্তপ্রায়, তবে যথকিঞ্চিং আনুকূল্য থাকায়, তাহাকে ভক্তিমধ্যে গণিত করা যায়। আর চারিটি ভাবের মধ্যে অভূতরাপে রাগ আছে। "যে যথা মাং প্রপদ্যস্তে, তাংস্তৈবে

Despite being spontaneous impulses (*rāgātmikā*), anger, fear and delusion are not Devotion (*Bhakti*) because these are hostile sentiments unconducive to Devotion. Anger is seen in demons like Śiśupāla, fear is seen in demons like Kānsa, and delusion is found in the pāṇḍits of the *Māyāvādī* school. They all respectively have the feelings of anger, fear, and complete self-forgetfulness in identifying themselves with the *Brahman*. But none of these sentiments are conducive to Devotion for the Lord, so none can be admitted to have the qualification of Devotion. On the other hand, although of the abovementioned five *Rasas* (of *Śānta*, etc.), in the mood of Peacefulness or *Śānta* there is a predominance of indifference—it is almost devoid of devotional sentiment—it is nonetheless reckoned as Devotion due its favourability, however slight. There is abundant devotional sentiment in the other four moods.

In accordance with the Lord's promise in *Sri Gītā* to reciprocate the attitude of a soul's surrender—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তे তাংস্তৈব ভজাম্যহম्—*ye yathā māṁ prapadyante tāṁs*

ଅଜ୍ଞାମ୍ୟହମ्”—ଏই ଗୀତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକ୍ରମେ କ୍ରୋଧ, ଭୀତି ଓ ମୋହରାପ ରାଗେର
ଅନୁଶୀଳନକାରିଦିଗେର ସାୟୁଜ୍ୟ-ମୋହ ଲାଭ ହୁଏ । ଶାସ୍ତ୍ରର ବ୍ରଦ୍ଧ-ପରମାତ୍ମପରତାରାପ
ତତ୍ତ୍ଵ ଲାଭ ହୁଏ; ଦାସ୍ୟ ଓ ସଖ୍ୟ ଅଧିକାରଭେଦେ ସଥାଯୋଗ୍ୟ ପୂର୍ବବ୍ୟକ୍ତିମରୀ ତତ୍ତ୍ଵ
ଲାଭ ହୁଏ; ବାଂସଲ୍ୟ ମାତୃପିତୃ-ଭାବୋପଯୋଗୀ-ତତ୍ତ୍ଵ ଲାଭ ହୁଏ; ଶୃଙ୍ଗାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ
ଶୋଣୀତତ୍ତ୍ଵ ଲାଭ ହୁଏ ॥୫୫॥

tathaiva bhajāmy aham—those who foster the sentiments of anger, fear and delusion in relationship to the Lord attain to the swoon of *sāyujya-mukti* or ‘liberation by merging.’ The adherents of *Śānta* attain to forms conducive to absorption in *Brahman* and *Paramātman*. The adherents of *Dāsyā* and *Sakhya* attain to appropriate male or female forms according to their qualifications. The adherents of *Vātsalya* attain to forms appropriate for fatherly or motherly sentiments. And the adherents of *Śrīgāra* attain to the pure forms of Gopis or spiritual milkmaids of Vraja. [55]

श्रियः कान्ताः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो
द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतम्।
कथा गाने नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी
चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदाखाद्यमपि च ॥
स यत्र क्षीराभ्यः स्ववति सुरभीष्यक्षं सुमहान्
निमेषार्द्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः ।
भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमिति यं
विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचाराः कतिपये ॥ ५६ ॥

*śriyāḥ kāntāḥ kāntāḥ parama-puruṣāḥ kalpataravo
drumā bhūmiś cintāmaṇigānamayī toyam amṛtam
kathā gānāṁ nātyāṁ gamanām api varṇī priyasakhi
cid ānandāṁ jyotiḥ param api tad āsvādyam api ca
sa yatra kṣirābdhiḥ sravati surabhībhyaś ca sumahān
nimeśārddhākhyo vā vrajati na hi yatrāpi samayaḥ
bhaje śvetadvipam tam aham iha golokam iti yam
vidantas te santāḥ kṣiti-virala-cārāḥ katipaye [56]*

অনুবাদ । যে-স্থলে চিদ্যয়ী লক্ষ্মীগণ কাঞ্জারাপা, পরমপুরুষ কৃষ্ণই একমাত্
কান্ত, বৃক্ষমাত্রাই চিদগত-কল্পতরু, ভূমিমাত্রাই চিন্তামণি অর্থাৎ চিদ্যয় মণিবিশেষ,
জলমাত্রাই অমৃত, কথা-মাত্রাই গান, গমন-মাত্রাই নাট্য, বংশী—প্রিয়সখী,

Translation:

That place where the Divine Goddesses of Fortune
are the Beloved,
and Kṛṣṇa, the Supreme Male,
is the only Lover;
all the trees are Divine wish-fulfilling trees,
the soil is made of Transcendental Gems

জ্যোতিঃ—চিদানন্দময়, পরম-চিংপদাৰ্থমাত্ৰাই আনন্দ বা ভোগ্য; যে-স্থলে
কোটি কোটি সুৱভী হইতে চিন্ময় মহা-শ্রীরসমূহ নিৰন্তৰ আবিত হইতেছে,
তথা ভূত ও ভবিষ্যদ্বাপ খণ্ডকৃত চিন্ময়কাল—নিতি-বৰ্ণমান, সুতৰাং
নিমেষাঙ্গিও ভূতধৰ্ম প্রাপ্ত হয় না, সেই শ্রেতৰ্ষীপুরাপ পরমপীঠকে আমি ভজন
কৰি। সেই ধামকে এই জড়জগতে বিৱল-চৰ অতি অল্পসংখ্যক সাধুব্যক্তিই
গোলোক বলিয়া জানেন ॥৫৬॥

তাৎপৰ্য । যেস্থান—জীবগণের সর্বোৎকৃষ্ট রসভজননারা প্রাপ্য, তাহা
সম্পূর্ণ চিন্ময় হইলেও নির্বিশেষ নয় । ক্রোধ, ভয় ও মোহনারা নির্বিশেষ-

and the water is nectar;

where every word is a song,
every movement is dancing,

the flute is the dearmost companion,
sunlight and moonlight are Divine Ecstasy,
and all that be is Divine, and enjoyable;
where a great ocean of milk eternally flows
from the udders of billions of Surabhi cows
and the Divine time is eternally present,

never suffering the estrangement of past and future
for even a split second . . .

that Supreme Transcendental Abode of Śvetadvīpa
do I adore.

Practically no one in this world knows that place
but for only a few pure devotees—
and they know it as Goloka. [56]

Purport: The place that is reached by the *jivas* through
the highest Loving Service is completely Transcendental.
Despite that, it is never nondifferentiated or without

ব্রহ্মধার-লাভ হয়। ভক্তগণ বসানুসারে চিজ্জগতের পরব্যোম-বৈকৃষ্ট বা তদু-
পরি-

হিত গোলোক লাভ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে অত্যন্ত বিশুদ্ধ বলিয়া সেই ধামই
'শ্঵েতবীপ'। জড়জগতে যাহারা চরম রস ভক্তিসিদ্ধি লাভ করেন, তাহারা এই
জগদন্তরহিত গোকুল-বৃন্দাবনে ও নববীপে সেই শ্বেতবীপ-তত্ত্বকে অবলোকন
করতঃ 'গোলোক' বলিয়া বলেন। সেই গোলোকে চিহ্নিশেষগত কাষ্ঠা, কাস্ত,
বৃক্ষলতা, ভূমি (পর্বত, নদী ও বনাদি সহিত), জল, কথা, গমন, বংশীবাদা,
চন্দ-সূর্য, আৰাদা, আৰাদন (অর্থাৎ চতুঃষষ্ঠি-কলার অচিষ্ট্য-চমৎকারিতা),
গাভীসকল, অমৃতনিঃসৃত শ্রীর ও নিত্যবর্তমানময় চিন্ময় কাল সর্ববিদ্যা শোভা
পাইতেছেন। বেদে ও পূরাণ-তত্ত্বাদি শাস্ত্রে অনেক হলে গোলোকের বর্ণনাদেশ

attributes. The nondifferentiative plane of *Brahman* is attained by the *jīvas* through the sentiments of anger, fear and delusion. But the devotees reach the Transcendental World of Paravyoma-Vaikunṭha or above that, Goloka, according to their individual *Rasa* or pure Devotional heart's disposition.

In fact, that Supreme Holy Abode of Goloka is 'Śvetadvīpa'—white or *effulgent* Island—on account of its extreme purity. Persons who attain to the ultimate Joy of perfection in Pure Devotion during their sojourn in this mundane world see the Plane of Śvetadvīpa within Gokula-Vṛndāvana and Nabadwip in this world. They speak of it as 'Goloka.' There in Goloka, in all the beauty of Transcendental Variegatedness are found the Beloved, Lover, trees, vines, earth (mountains, rivers and forests), water, speech, movement, the flute-song, moon and sun, the enjoyed, enjoyment (the inconceivable wonders of the sixty-four arts), the cows, the nectarine flow of milk and

আছে। ছান্দোগ্য বলেন “স ব্ৰহ্মাদ যাৰাথা অয়মাকাশস্তাবানেৰোহন্তৰ্দৰ্শন আকাশ উভে অশিন् দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেৰ সমাহিতে উভাবগ্ৰিষ্ঠ বাযুশ সূর্যাচন্দ্ৰমসাবুভৌ বিদ্যুত্প্ৰক্ৰাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সৰ্ববৎ তদশিন্ সমাহতমিতি।” মূল তাৎপৰ্য এই যে, মায়িক-জগতে যতপ্রকাৰ বিশেষ বিচ্ছিন্নতা দেখিতেছি, সে-সমস্তই এবং তদপেক্ষা আৱশ্য অনেক বিশেষ তথ্য আছে। চিঞ্জগতেৰ বিশেষাদি—সমাহিত; কিঞ্চ জড়-জগতেৰ বিশেষাদি—অসমাহিত, সুতৰাং সুধ-দুঃখ-দায়ক। সমাহিত বিশেষাদি—বিশদ ও চিদানন্দময়। শুন্ধ-

the transcendental time of the eternal present.

Descriptions with the underlying conception of Goloka are found in many places in the *Vedas* and other Scriptures such as the *Purāṇas*, *Tantras*, etc. It is stated in the *Chāndogyaopaniṣad*, স ব্ৰহ্মাদ্যাবান্বা অয়মাকাশস্তাবানেৰোহন্তৰ্দৰ্শন আকাশ উভে অশিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেৰ সমাহিতে উভাবগ্ৰিষ্ঠ বাযুশ সূর্যাচন্দ্ৰমসাবুঘৌ বিদ্যুত্প্ৰক্ৰাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সৰ্ববৎ তদশিন্সমাহিতমিতি॥
*sa brūyād yāvān vā ayam ākāśas tāvān eso 'ntar hrdaya
 ākāśa ubhe asmin dyāv āprthivī antar eva samāhite ubhāv
 agniś ca vāyuś ca sūryyācandramasāv ubhau vidyun nak-
 satrāṇi yac cāsyehāstī yac ca nāsti sarvvarṇ tad asmin
 samāhitam iti.*

The purport underlying this statement is that, as many facets of variegatedness are found in the mundane world, all these and much more—myriads of excellences—are found in Goloka. The variegatedness and excellences of Goloka are centralized and harmonious, whereas those of the mundane world are disjointed and unharmonious and thus the cause of mixed happiness and unhappiness. The harmonious variegatedness and excellences are pearl-white

ভক্তিসমাধিক্রমে বেদ ও বেদোদিত ভক্তি সাধুগণ ভক্তিপ্রণিহিতা শ্রীয় চিদবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া সেই ধার্ম দেখিতে পান এবং কৃষ্ণকৃপা-বলে তাহাদের কুস্ত চিদবৃত্তি আনন্দাধৰ্ম লাভ করিয়া তথায় কৃষ্ণের সহিত ভোগসাম্য লাভ করেন। ‘পরমপি তদাস্থাদ্যমপি চ’ পদের একটী গৃচ্ছ অর্থ আছে। ‘পরমপি’-শব্দে সমস্ত চিদানন্দবিকাশের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব; এবং ‘তদাস্থাদ্যমপি’-শব্দে তাহার আস্থাদ্য-তত্ত্ব। রাধিকার প্রণয়-মহিমা, রাধিকা যে কৃষ্ণরস অনুভব করেন এবং সেই অনুভবে রাধিকা যে সুখ লাভ করেন—এই ভাবত্ত্ব কৃষ্ণের আস্থাদ্য হইলে কৃষ্ণ যে গৌরত্ব লাভ করেন, তাহাই তদীয় প্রদর্শিত রস-

and full of Transcendental Ecstasy.

By dint of *Suddha-bhakti-samādhi*, the harmonious centralization of the pure heart filled with Divine Devotion, the *Vedas* Personified and saintly devotees practising Devotion revealed by the *Vedas* can actually see that Holy Abode when they look inwards toward the current of the pure consciousness that pervades their devoted, surrendered hearts. By the Power of Kṛṣṇa's Grace, their minute cognitive faculties take on an infinite nature and they attain equal enjoyment with Kṛṣṇa in the *Dhāma*.

There is a deep meaning to the line *param api tad āsvādyam api ca*. *Param api* indicates that ‘Kṛṣṇa is the Ultimate in the Infinite Expanse of Transcendental Ecstasy,’ and *tad āsvādyam api* means ‘even His Enjoyable Truth.’ The Glory of Rādhikā's Love, the nectarine sweetness of Kṛṣṇa that Rādhikā experiences and the Joy that Rādhikā feels from that experience—when Kṛṣṇa feels the need to taste (*āsvādyam*) these three Heart's Sentiments, He becomes *Golden*—Gaura. That Golden quality of His—is

সেবা-সুখ । ইহাও সেই শ্বেতবীপেই নিত্যবর্তমান ॥৫৬॥

His Manifest Ecstasy of Nectarine Service, and this is also eternally present in Śvetadvipa. [56]

अथोवाच महाविष्णुर्भगवन्तं प्रजापतिम्।
ब्रह्मन् महत्त्वविज्ञाने प्रजासर्गे च चेन्मतिः।
पञ्चश्लोकीमिमां विद्यां वत्स दत्तां निबोध मे ॥ ५७ ॥

*athovāca mahāviṣṇur bhagavantarḥ prajāpatim
brahma mahattva-vijñane prajāsarge ca cen matih
pañca-slokīm imāṁ vidyāṁ vatsa dattāṁ nibodha me [57]*

অনুবাদ । এই সারগতি শ্রবণ করতঃ ভগবান् কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে
বলিলেন,—“হে ব্রহ্মা, যদি মহত্ত্ববিজ্ঞানে প্রজা সৃষ্টি করিতে মতি হয়, তবে,
হে বৎস, আমার নিকট হাইতে এই পঞ্চশ্লোকী বিদ্যা শ্রবণ কর ॥” ৫৭।।

তাৎপর্য । ব্রহ্মা ব্যাকুল হইয়া রূপ, শুণ ও জীলাসূচক ‘কৃষ্ণ’ ও ‘গোবিন্দ’-
নাম উচ্চারণ করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হইলেন । ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিকাম ছিল ।
বিশুদ্ধ অনন্যা ভক্তি সেই ভগবদাঙ্গ-পালন-কাম-সহকারে সংসার-জীবের
দ্বারা যেরূপে সাধিত হাইতে পারে, তাহা কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন,—

Translation: Upon hearing these quintessential hymns of
Brahmā, the Supreme Lord Kṛṣṇa said unto him,
“O Brahman, if with knowledge of Transcendental Science
you wish to create progeny, then, My dear one, hear the
wisdom of these five *slokas* from Me.” [57]

Purport: The Names ‘Kṛṣṇa’ and ‘Govinda’ express the Form, Qualities and Pastimes of the Lord, and when Brahmā earnestly chanted those Names, the Lord was propitiated. The desire for creation was in Brahmā’s heart. Kṛṣṇa then explained to Brahmā how Transcendental Exclusive Devotion can be accomplished by a soul engaged in worldly occupations by combining his worldly activity with the desire to follow the order of the Lord:

“চিদ্জ্ঞানই মহদ্বজ্ঞান; যদি তুমি সেই জ্ঞানের সহিত প্রজা-সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা কর, তবে পঞ্চঝোকী অর্থাৎ ইহার পর পঞ্চঝোকে যে ভক্তি-বিদ্যা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।” (ভগবদাজ্ঞাপালনরূপ সংসার-কার্য করিতে করিতে যেকোনে ভক্তি-সাধন করিতে হয়, তাহা বলিতেছেন।) ||৫৭॥

“The Transcendental Science is Knowledge of the Supreme Divinity. If with such Knowledge you wish to create progeny, hear the Teachings of *Bhakti* that I shall impart to you in the next five *ślokas*.” (That is, how to practise *Bhakti* by executing worldly duties in the form of following the Lord’s order.) [57]

प्रबुद्धे ज्ञानभक्तिभ्यामात्मन्यानन्दचिन्मयी ।
उदेत्यनुतमा भक्तिर्भगवत्प्रेमलक्षणा ॥ ५८ ॥

*prabuddhe jñāna-bhaktibhyām ātmany ānanda-cinmayī
udety anuttamā bhaktir bhagavat-prema-lakṣaṇā [58]*

অনুবাদ । জ্ঞান ও ভক্তিদ্বারা চিন্মূলতি উদিত হইলে আত্মপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণে
ভগবৎপ্রেমলক্ষণা অত্যাস্ত উত্তম-ভক্তি উদিত হয় ॥৫৮॥

তাৎপর্য । জ্ঞানই সমৰ্পকজ্ঞান,—চিৎ, অচিৎ ও কৃক্ষের তত্ত্ব ও পরম্পর-
সম্বন্ধই ‘জ্ঞান’ । এখানে আধ্যাত্মিক-জ্ঞানকে উল্লেখ করা হয় নাই, যেহেতু
তাহা—ভক্তিবিবোধী । দশমূলের প্রথম সপ্ততত্ত্ব-মূল পর্যাস্ত জ্ঞানই সমৰ্পক-জ্ঞান ।
ভক্তিশাস্ত্রের অভিধেয়-তত্ত্ব,—শ্রবণ, কীর্তন, শ্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন,
দাস্য, সংখ্য ও আধ্যাত্মিক-ক্রিয়াকৃত-চেষ্টাই কৃক্ষানুশীলন । ভক্তিরসামৃত-

Translation: When transcendental experience awakens by means of Knowledge and Devotion, the highest Devotion symptomized by Love for the Supreme Lord, Śrī Kṛṣṇa, the Beloved of the soul, awakens in the devotee's heart. [58]

Purport: The meaning of actual ‘Knowledge’ or *jñāna* is *Sambandha-jñāna*—perspective of the correlation of the transcendental, the material, and Kṛṣṇa. Here, psychic, mental or intellectual knowledge or impersonal *Brahman* liberation is not indicated because such knowledge is opposed to Devotion. *Sambandha-jñāna* or Knowledge of the soul's Relativity in the Absolute constitutes the Teachings of the first seven of the Ten Fundamental Divine Principles known as *Daśa-mūla*.

According to the Scriptures that expound Pure Devotion,

সিন্ধু-গ্রহে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। এইরূপ জ্ঞান ও ভক্তিদ্বারা প্রেম-সূক্ষ্মা ভক্তি প্রবৃদ্ধা হইয়া উদ্বিত হয়। তাহাই সর্বোত্তমা ভক্তি এবং তাহাই জীবের সাধ্যতম ॥৫৮॥

the Principle of *Abhidheya* or means to the end is the cultivation of Divine Service for Kṛṣṇa's Transcendental Pleasure by the practices of hearing, chanting, remembering, serving the Lotus Feet of the Lord, worshipping, praying, servitude, friendship and self-surrender. This is elaborately described in the Holy Book *Srī Bhakti-rasāmṛta-sindhuḥ*.

By such Knowledge and Devotion, Devotion in Love Divine is awakened and blooms in the heart of the devotee. This is the ultimate in Devotion, and the Objective of all spiritual endeavour for the *jīva* (*Prayojana*). [58]

प्रमाणैस्तत्सदाचारैस्तदभ्यासैर्निरन्तरम् ।
बोधयन्नात्मनात्मानं भक्तिमप्युत्तमां लभेत् ॥ ५९ ॥

*pramāṇais tat sadācārais tad abhyāsair nirantaram
bodhayann ātmanātmānāṁ bhaktim apy uttamām labhet [59]*

অনুবাদ । প্রমাণ, সদাচার, তদভ্যাসঘারা নিরন্তর স্বরাপোপলক্ষি-সহকারে
আপনাকে বোধিত করিতে করিতে উত্তমভক্তি লাভ হয় ॥৫৯॥

তাত্পর্য । প্রমাণ—ভগবজ্ঞানকৃপ বেদ, পুরাণ, গীতা প্রভৃতি ভাষ্মিশাস্ত্র;
সদাচার—শুভভুক্ত সাধুদিগের আচার, তথা রাগভুক্ত-সাধুদিগের রাগমূলক
আচার; তদভ্যাস—শাস্ত্র ইষ্টতে দশমূল অবগত হইয়া তমীর্ণীত নাম, কল্প, শুণ
ও লীলাধাক হরিনাম-প্রাপ্তির পর তাহা অহরহঃ অনুশীলনঘারা অভ্যাস ।

Translation: Supreme Devotion is attained by gradually increasing perception of one's intrinsic self through constant self-cultivation following authority, virtuous practices and practising spiritual life. [59]

Purport: 'Authority' refers to the Scriptures that teach us about the Supreme Personality of Godhead, such as the *Vedas*, *Purāṇas*, *Śrimad Bhagavad-Gītā*, etc. 'Virtuous practices' refers to the practices of the true devotee saints, and the practices inspired by the Divine Love in the hearts of the pure devotees who follow the Path of Love for the Lord. By 'practising spiritual life' it is meant that one should learn about the *Daśa-mūla* or Ten Fundamental Divine Principles from the Scriptures, and after receiving as directed therein the Holy Name of the Lord—embodying His Name, Form, Qualities and Pastimes—one should go on with the constant practice of His Divine Service, taking the Name

ইহাতে শান্তালোচন ও সাধুসঙ্গকে বুঝিতে হইবে। সদাচারের সহিত হরিনাম অনুশীলন করিলে আর দশটি নামাপরাধ থাকে না। সাধুদিগের সেই অপরাধশূন্য নামালোচনের অনুসরণই 'অভ্যাস'। এইরূপ সাধন অভ্যাস করিতে করিতে সাধা-ফল যে প্রেমলক্ষণা ভক্তি, তাহা উদিত হয় ॥৫৯॥

regularly every day.

It must be clearly understood that in this practising spiritual life, scriptural cultivation and saintly association (*sādhu-saṅga*) are necessary. When virtuous practices are combined with the Service of the Name, the ten offences to the Holy Name can no longer endure. To faithfully follow the *sādhus* who hear and chant the Glories of the Name without any trace of offence is the true practising of spiritual life. In the heart of one who faithfully continues his practising spiritual life in this line, the Objective, which is Devotion in Divine Love, makes Her gracious appearance. [59]

यस्याः श्रेयस्करं नास्ति यदा निर्वृतिमाप्नुयात्।
या साधयति मामेव भक्तिं तामेव साधयेत्॥ ६० ॥

*yasyāḥ śreyaskaram nāsti yayā nirvṛtim āpnuyāt
yā sādhayati mām eva bhaktim tām eva sādhayet [60]*

अनुवाद । याहा हहिते अधिक श्रेयस्कर आर किछुइ नाइ, याहार सहित परमानन्द-निर्वृति प्राप्ति घटेएवं यिनि आमाके साधिते पारेन, साधनभक्ति सेइ प्रेमभक्तिके साधित करेन ॥६०॥

तात्पर्य । प्रेमभक्ति अपेक्षा जीवेर अधिक श्रेयः आर किछुइ नाइ; सेइ साध्यभक्तितेह जीवेर परमानन्द । एकमात्रा प्रेमभक्ति हहितेह कृष्णचरण लाभ हय । ये-बाजि सेइ साध्यभक्तिके ब्याकुलतार सहित उद्देश करिया साधनभक्तिर चर्चा करेन, तिनि सेइ साध्यात्म पाइवेन, अन्ये पाइवेना ॥६०॥

Translation: *Sādhana-bhakti* or practising devotional life is the means to the Objective—*Prema-bhakti*, Devotion in Love. Of all that is auspicious, there is absolutely nothing beyond *Prema-bhakti*; She brings in Her retinue Divine Ecstatic Joy, and She can give Me to My devotee. [60]

Purport: There is no greater good for the *jīva* beyond *Prema-bhakti*. It is the Objective of all devotional practices, and the ultimate Transcendental Ecstasy of the soul. It is only by virtue of *Prema-bhakti* that one can attain the Lotus Feet of Kṛṣṇa. One who cultivates his practising devotional life with deep longing and earnestness for that Objective will attain that treasure; others cannot. [60]

धर्मानन्यान् परित्यज्य मामेकं भज विश्वसन् ।
 यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी ॥
 कुर्वन्निरन्तरं कर्म लोकोऽयमनुवर्तते ।
 तेनैव कर्मणा ध्यायन् मां परां भक्तिमिच्छति ॥ ६१ ॥

*dharmmān anyān parityajya mām ekam bhaja viśvasan
 yādr̥śi yādr̥śi śraddhā siddhir bhavati tādr̥śi
 kurvvan nirantaram karmma loko 'yam anuvarttate
 tenaiva karmmanā dhyāyan mām parām bhaktim icchati [61]*

অনুবাদ । অন্য সকল-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাসপূর্বক আমাকে ভজন কর । শ্রদ্ধা যেরাপ যেরাপ হইবে, সেই সেই রাপ সিদ্ধি হইবে । জগতে নিরন্তর কর্ম করিতে করিতে লোক অনুবর্ত্তমান আছে । সেই সেই কর্মাদ্বারা আমাকে ধ্যান করতঃ পরা ভক্তিরাপা প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে পাইবে ॥ ৬১ ॥

তাৎপর্য । শুক্রভক্তি-সম্মত ধর্মই প্রকৃত জৈবধর্ম অর্থাৎ জীবের ‘নিত্যধর্ম’ । অন্য যতপ্রকার ধর্ম, সকলই—‘ঔপাধিক’ ধর্ম । নির্বাণ-সংক্ষিপ্ত ব্রহ্মজ্ঞান-ধর্ম,

Translation: Abandon all other types of religion and serve Me with resolve. One will attain perfection according to the nature of his faith. Perpetually pursuing worldly occupations or *karmma*, the people of the world remain in the world. Meditate upon Me through the execution of your particular work, and you will attain to Loving Devotion, the Supreme Transcendental Devotion. [61]

Purport: The *dharma*—‘religion,’ ‘nature’ or ‘function’ of the character of Pure Devotion, *Suddha-bhakti*—is the actual *Jaiva-dharma* or eternal nature and original function of the soul. As many other ‘religions’ may be found in the world, every one of them are superficial in

କୈବଲ୍ୟ-ଲକ୍ଷ୍ମିତ ଅଷ୍ଟାଜ୍ଞାନି-ଯୋଗଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନସୁଖ-ଲକ୍ଷ୍ମିତ ବହିଶ୍ରୁତ କର୍ମକାଣ୍ଡରାପ ଧର୍ମ, କର୍ମଜ୍ଞାନେର ସମ୍ବନ୍ଧ-ସଂଯୋଗରାପ ଜ୍ଞାନ୍ୟୋଗ-ଧର୍ମ, ଶୁକ୍ଳବୈବାଗ୍ୟୋଗ-ଧର୍ମ,—ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁବିଧ ଉପାୟିକ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ଏହି ସମସ୍ତ ପରିଭ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାମୂଳକ ଭକ୍ତିଧର୍ମ ଅବଲାଦନ କରିଯା ଆମାକେ ଭଜନ କର । ଆମାତେ ଅନନ୍ତ-ଶ୍ରଦ୍ଧାଇ ‘ବିଶ୍ୱାସ’; ମେହି ବିଶ୍ୱାସରାପ ଶ୍ରଦ୍ଧା କ୍ରମଶଃ ବିଶ୍ୱଦ ହିଁତେ ହିଁତେ ନିଷ୍ଠା, ରୁଚି, ଆସକ୍ତି ଓ ଭାବକ୍ରମୀ ହିଁତେ ଥାକେ । ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯତ ପରିମାଣେ ବିଶ୍ୱଦ ହିଁବେ, ସିଦ୍ଧିଓ ତତ ପରିମାଣେ ଉନ୍ନିତ ହିଁବେ । ଯଦି ବଲ,—ଏହିପ୍ରକାର ଭକ୍ତି-ସିଦ୍ଧିର ଚୌଟାର ଯଦି ନିରାନ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଥାକା ଯାଉ, ତୁବେ ଶରୀର-ରଙ୍ଗ ଓ ଲୋକଯାତ୍ରା କିରାପେ ଚଲିବେ?

comparison to the original function. The superficial *dharma*s are numerous, including the cultivation of *jñāna* or knowledge of *Brahman* aiming at *nirvāṇa* (cessation of embodied existence); the eightfold and allied forms of *yoga* aiming at ‘becoming one’ with the Supersoul; pious worldly works by the way of *karma-kānda* aiming at mundane pleasures; *jñāna-yoga* as a relative combination of *karma* and *jñāna*; and barren renunciation.

The Lord is saying, “Give up all these attempts and embrace the Religion of *Bhakti*—Devotion—which has its roots in *śraddhā*—faith—and serve and adore Me. Exclusive faith in Me is ‘resolve’ (*viśvāsa*); that resolute faith gradually becomes more and more lucid, and from that develops *nishtha*, *ruci*, *āsakti* and *bhāva*—firmness, taste, depth in taste, and heartfelt sentiment of Divine Love. Perfection is attained in proportion to the purity of one’s faith.”

If the question is raised, “If in this way one is to be constantly engaged in pursuing perfection in Devotion, how will he maintain his body, and how will the world go on?

লোক ও শারীর অচল হইলে দেহপাতে ভক্ষিসম্বিল চেষ্টাই বা কিরণে হইবে? এই সংশয়-ছেদনের জন্যই ভগবান् বলিতেছেন যে, এই লোক (জগত্জন) নিরস্তর যে কর্ম করিয়া বর্তমান থাকে, সেই কর্মকে ধ্যানময় করিয়া কর্মের কর্মসূত্র বিনাশপূর্বক তাহার ভক্ষিত্ব স্থাপন কর। শারীর, মানস ও সামাজিক,—এই ত্রিবিধি-কর্মের দ্বারা মানব দেহযাত্রা নির্বাহ করে। অশন, আসন, অমগ, শয়ন, নিত্যা, পরিষ্কৃতি, আচ্ছাদন প্রভৃতি বহুবিধি শারীর-কর্ম; চিন্তা, শ্঵ারণ, খারণা, বিষয়োপলক্ষি, সুখ-দুঃখাদি-বোধ প্রভৃতি বহুবিধি মানসকর্ম এবং বিবাহ, রাজা-প্রজা-সম্বন্ধ, ভাতৃত্ব, যজ্ঞ-সভাধিবেশন, ইষ্টাপূর্ণ, কৃটুষ্ঠপালন, আতিথ্য, ব্যবহার, যথাযোগ্য অপরের সম্মানন প্রভৃতি বহু সামাজিক-কর্ম দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত কর্ম যখন নিজের ভোগের জন্য কৃত হয়, তখন এই সকলকে

And when society and one's body cease to function, how will a man pursue perfection in Devotion when he's dead?"—then in order to slash such a doubt, the Lord is saying, "The *karma* or work that the people of this plane sustain the world by—execute that as a meditation and destroy the *karmmic* or exploitative nature of those actions, and establish their devotional quality."

Man passes his life by engaging in three types of actions: bodily, mental and social. The manifold bodily activities include eating, sitting, walking, reclining, sleeping, evacuating, dressing, etc.; the mental activities include thought, remembrance, concentration, realization, feeling happiness and unhappiness, etc.; and the social activities include marriage, the relationship of ruler and subject, brotherhood, assemblies for performing sacrifice, public welfare works, family maintenance, receiving guests, customary formalities, offering due respect to others, etc.

‘कर्मकाणु’ बला याय; एই कर्मसमूहेर द्वारा ज्ञानावसर-लाभेर चेष्टा थाकिले, इहादिगके ‘कर्मयोग’ वा ‘ज्ञानयोग’ बला याय; एवं यथन एই समस्त कर्मके भक्तिसाधनेर अनुकूल करा याय, तथन एই समस्त कर्मके ‘गोपभक्तियोग’ बला याय। परवत् शुद्ध उपासना-लक्षण कर्मकैह केवल ‘साक्षाद्-भक्ति’ बला याय। समये साक्षाद् भक्तिर एवं लोक-व्यवहारे गोपभक्तिर अनुष्ठान करिलोइ प्रत्येक कर्मे आमार ‘ध्यान’ हर; सेहले कर्म करियाओ जीव बहिर्भूत हय ना;—एই प्रतियाय अन्तर्घूटतार अनुष्ठान; यथा ईशोपनिषदे, “ईशावास्यमिदं सर्वं य त्रिः जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भूञ्जीथा मा गृधः कस्यचिद्दनम्॥”

When these actions are performed for the sake of one's own enjoyment, they are known as *karma-kānda*; when they are performed for an opportunity of attaining enlightenment, they are known as *karma-yoga* or *jñāna-yoga*; and when they are executed as functions conducive to the practising life of devotion, they are known as *Gauna-bhakti-yoga* or the indirect application of Devotion. But only action that is symptomized by pure worship is known as direct Devotion.

Thus the Lord is saying, “Your every act will be meditation upon Me when you give due time to practising direct Devotion whilst otherwise rendering indirect devotion in accordance with the formalities demanded by the world.” In this respect, despite acting in the world—‘performing *karma*’—the *jīva* does not become averse to the Service of the Lord by turning outward to mundane trappings.

This way of activity is the practice of turning inward; as it is stated in the *Īśopaniṣad*, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भूञ्जीथा मा गृधः कस्यचिद्दनम्॥ *īśāvāsyam idam*

ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“তেন ঈশত্যক্তেন বিস্তৃণে ।” মূল তাৎপর্য কী যে, যাহা গ্রহণ করিবে, সমস্তই ভাগ্যক্রমে ‘ভগবদ্বৃত্ত প্রসাদ’ বলিয়া গ্রহণ করিলে কর্মের কর্মসূত্ত থাকিবে না, ভক্তির হইবে । অতএব ঈশ্বাবাস্য বলেন, কুর্বয়েবেহ কর্মাণি জিজীবিশেচ্ছতং সমাঃ । এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যাতে নরে ॥” এইরূপ করিলে শত-শত-বৎসর জীবনেও কর্মাণিষ্ঠ হইতে হয় না । এই দুই মন্ত্রের জ্ঞানপক্ষীয় অর্থ—কর্মফল-ত্যাগ, কিন্তু ভক্তিপক্ষীয় অর্থ—ভগবৎসমর্পণ-দ্বারা তৎপ্রসাদ-লাভ । অচিনমার্গে ভগবদ্বৃত্তপ্রসন্ন-ধ্যানের সহিত সংসারকর্ম করিবে । ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিকাম আছে;

sarvvarah yat kiñ ca jagatyāṁ jagat, tena tyaktena bhūñjūthā mā gr̥dhaḥ kasyacid dhanam. Our revered commentator has stated, তেন ঈশত্যক্তেন বিস্তৃণে । *tena iśa-tyaktena visṛṣṭena.* The purport is that whatever one accepts, when everything is accepted as one's fortune of receiving the *Prasāda* or Grace of the Lord, then actions lose their quality of *karma* and take on the quality of *Bhakti*. Therefore, the *Īsopaniṣad* states, কুর্বয়েবেহ কর্মাণি জিজীবিশেচ্ছতং সমাঃ । এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥ *kurvvan eveha karmmāṇi jijīviśec chatāṁ samāḥ, evāṁ tvayi nānyatheto 'sti na karma lipyate nare:* if one acts in this way, even if he lives for hundreds of years he cannot be daubed by *karma*.

The liberationist or *jñāna*-oriented interpretation of these two *Mantras* is ‘renunciation of the fruits of work’; but from the standpoint of *Bhakti*, the purport is to gain the Grace or *Prasāda* of the Lord by offering everything to Him. So worldly occupations are to be executed along with the meditation of remembering the worship of the Supreme Lord in *Arccana-mārga* or the Path of due

সেই সৃষ্টিকাম যদি ভগবদাঞ্জা-পালন ধ্যানের সহিত করা যায়, তবে ভগবানে শরণাপত্তি-লক্ষণ বলিয়া তাহা ভক্তির অন্তর্গত আনুকূল্য-পোধক গৌণধর্ম হইবে। অঙ্কাকে এইপ্রকার উপদেশ দেওয়া যুক্তই হইয়াছে। ‘ভাৰ’-প্রাপ্ত জীবে সহজে কৃক্ষেত্র বৈরাগ্য উদ্দিত হইলে এই উপদেশের স্থল হয় না ॥৬১॥

reverence for the Deity.

Now, Brahmā has a desire in his heart for creation. If that desire is fulfilled along with the meditation of following the order of the Lord, by virtue of that action possessing the symptom of surrender to the Lord, it will be an indirect religious function favourable to the nourishment of and within the purview of Devotion. This is the reasonable way of the Lord's instruction to Brahmā.

The *jīva* who has attained to *Bhāva* or internal, heartfelt Devotion, is naturally indifferent to all but Kṛṣṇa, and so such an instruction does not apply in his case. [61]

अहं हि विश्वस्य चराचरस्य
 बीजं प्रधानं प्रकृतिः पुमांश्च ।
 मयाहितं तेज इदं विभर्षि
 विधे विधेहि त्वमथो जगन्ति ॥ ६२ ॥
 इति श्रीब्रह्मसंहितायां भगवत्सिद्धान्तसंग्रहे
 मूलसूत्रात्म्यः पञ्चमोऽध्यायः ।

*aham hi viśvasya carācarasya
 bijam pradhānam prakṛtiḥ pumāṁś ca
 mayāhitam teja idam vibharsi
 vidhe vidhehi tvam atho jaganti [62]*

*iti śrī-brahma-saṁhitāyām bhagavat-siddhānta-saṅgrahē
 mūla-sūtrākhyāḥ pañcamo 'dhyāyah*

अनुवाद । हे विधे ! शुन,—आमिह एই चराचर-विश्वेर बीज अर्थात् मूलतत्त्व; आमिह प्रधान, आमिह प्रकृति, आमिह पुरुष । एই ये उपरातेज तोमाते आहे, ताहाओ आमिह अर्पण करियाछि; एই तेजोधारण करियाहि तुमि चराचर असेहके विधान कर ॥६२॥

तांगर्द्या । कोन कोन विचारक स्थिर करेन,—“निर्बिशेष उक्त-वस्तुहि

Translation: Hear Me, O Vidhe! I am the Seed—the Primal Principle of the world of moving and stationary beings; I am the elements, I am the predominated, I am the Predominator. The fiery spirit of *Brahman* that abides in you has been conferred unto you by Me; now, adopting that prowess, create the world of moving and stationary beings. [62]

Purport: Some philosophers conclude that the undif-

বিবর্ত লাভ করতঃ সবিশেষ-প্রতীতিযুক্তি; অথবা, মায়াই পরিচ্ছিন্না হইয়া সংসার এবং অপরিচ্ছিন্ন-অবস্থায় ব্রহ্ম; অথবা ব্রহ্মই ‘বিষ্ণু’ এবং জগৎই ‘প্রতিবিষ্ণু’; অথবা সমস্তই ‘জীবের ভূমি।’” কেহবা মনে করেন,—“স্বভাবতঃই সৈন্ধব—এক জন, জীব—এক জন এবং জগৎ বা প্রপঞ্চ এক-তত্ত্ব হইয়াও নিত্য স্বতন্ত্ররূপে পৃথক আছে; অথবা, সৈন্ধবই ‘বিশেষ্য’ এবং চিদচিত্ত বিশেষণক্রমে অপর সকলেই একত্ব।” কেহবা মনে করেন,—“অচিন্ত্যশক্তিম্বলে কখনও অবৈত্ত, কখনও বা দ্বৈতই সত্যরূপে প্রতীত হয়।” কেহবা সিদ্ধান্ত করেন, “শক্তিশূন্য অবৈত্তবদী নিরর্থক, সূতরাং ব্রহ্ম—শুন্ধশক্তিযুক্ত নিত্যশুন্দ অবৈত্ততত্ত্ব।” বেদ হইতেই এই সকল বাদ বেদান্তসূত্রকে আশ্রয় করিয়া উদ্দিত হইয়াছে। এই সমস্ত বাদে সর্বত্রসিদ্ধ সত্য না ধাকিলেও কিয়ৎ পরিমাণ সত্য আছে। বেদবিরুদ্ধ সাংখ্য,

ferentiated element of *Brahman* becomes transformed and takes on the appearance of having attributes in the form of this mundane world; or *Māyā* becomes divided and becomes the mundane world, and undivided it is *Brahman*; or *Brahman* is the ‘object’ and the world is its ‘reflection’; or the entire world is the *jīva’s* illusion. Others think that by nature God is ‘the one,’ the soul is ‘the one,’ and although the universe or mundane world is ‘the one principle,’ it is eternally distinct in an independent manner; or God is the absolute ‘specific,’ and the relative, both spirit and matter, are the ‘specified’—yet all are one truth. Others think that by dint of inconceivable potency the truth sometimes appears as one, sometimes as dual. Yet others conclude that the doctrine of an impotent ‘one’ is meaningless, so *Brahman* is replete with pure potency, and it is the eternally pure, one-without-a-second truth.”

All these theories have their origin in the *Vedas*, with

পাতঙ্গল, ন্যায় ও বৈশেষিক এবং বেদাশুসম্মত কেবল কর্মকাণ্ড-গ্রন্থ পূর্ব-
শ্রীমাংসাদিবাদের কথা দুরে থাকুক, বাহ্যতঃ বেদান্তকেই অবলম্বন করিয়া
পূর্বোক্ত বাসকল উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমস্ত বাদ পরিভ্রাগপূর্বক তুমি
ও তোমার শুক্ষ-সম্মাদার অচিন্ত্যভেদাভেদরূপ পরমতত্ত্ব স্থীকার কর। তাহা
হইলেই তুমি শুক্ষভজ্ঞ হইতে পারিবে। মূল তাৎপর্য এই যে, এই চর-বিশ্ব—
জীবময় এবং অচর-বিশ্ব—জড়ময়; তরুণ্যে জীবসকলকে আমার পরা শক্তি
তটস্থবিক্রিয়ে প্রকট করিয়াছেন ও জগৎকে আমার অপরা শক্তি প্রকট
করিয়াছেন। আমি—সকলের বীজ অর্থাৎ তাত্ত্ব প্রকৃতি-শক্তি হইতে
অভিন্নরূপে ইচ্ছাশক্তিদ্বারা তাহাদিগকে নিয়মিত করি। সেই-সেই শক্তির

support in the *Vedānta-sūtras*. Although none of them can claim to expound the truth in every respect, each carry a certain degree of truth. They—not to mention the theories of Sāṅkhya, Pātañjala, Nyāya and Vaiśeṣika that are all contradictory to the Vedic Teachings, and the theories such as Pūrvva-mīmāṃsā, etc., that solely favour fruitive pursuits in conformity with a section of the *Vedas*—owe their existence to their superficial reliance upon the *Vedānta*.

(Thus, the Lord says to Brahmā,) "You and your pure Divine Succession are to abandon all these theories and accept the Supreme Principle of *Acintya-bhedābheda*—Inconceivable Simultaneous Oneness and Distinction. Then you will be able to become a true devotee."

The underlying gist of the Lord's words is, "The animate world is composed of *jīvas* and the inanimate world is composed of matter. Of these, My Divine Potency (*Parā-śakti*)—by its marginal power—has manifest the *jīvas*; and my secondary potency (*aparā-śakti*) has manifest the

পরিণামছারা ‘প্রধান’, ‘প্রকৃতি’ ও ‘পুরুষ’ হইয়াছে। সুতরাং শক্তিতত্ত্বে আমিই ‘প্রধান’, ‘প্রকৃতি’ ও ‘পুরুষ’ হইয়াও শক্তিমন্ত্রে আমি—ঐ সকল হইতেই নিত্য-পৃথক् । এইরূপ যুগপৎ ভেদাভেদ আমার অবিচ্ছিন্নশক্তি হইতেই হইয়াছে। সুতরাং অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বমূলক ‘জীব’, ‘জড়’ ও ‘কৃফের’ পরম্পর সমস্ক-জ্ঞানে শুद্ধভক্তিযোগে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করাই তোমার সম্প্রদায়-পরম্পরা আম্নায়-উপদেশ থাকুক ॥৬২॥

জীবাভয়প্রদা বৃত্তিজীবাশয়-প্রকাশিনী ।
কৃতা ভক্তিবিনোদনেন সুরভীকৃষ্ণবাসিনা ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ভগবৎসিদ্ধান্তসংগ্রহে
মূলসূত্রাখ্য পঞ্চম অধ্যায়ের
‘প্রকাশিনী’-নামী
গৌড়ীয়বৃত্তি
সমাপ্তা ।

material world. I am the Seed of everything: in a Form nondifferent from each of those Potencies of Mine, I control them by the Potency of My Will. By various stages of transformations, those potencies have become *Pradhāna* (the elements), *Prakṛti* (the predominated) and *Puruṣa* (the Predominator). So although as the Potency Principle I am *Pradhāna*, *Prakṛti* and *Puruṣa*, as the Potent Principle I am eternally distinct from all those Potencies. Such simultaneous oneness and distinction has come into being by virtue of My inconceivable Potency.

"Therefore, embracing the Wisdom of the Correlation of the Inconceivably One and Distinct Entities of 'the soul,' 'the world' and 'Kṛṣṇa,' let the attainment of Divine Love for Kṛṣṇa by the Practice of Pure Devotion be the Eternal Divine Teaching handed down in your Divine Succession." [62]

*jīvābhaya-pradā vṛttir jīvāśaya-prakāśinī
 kṛtā bhaktivinodena surabhl-kuñja-vāsinā
 iti śrī-brahma-samhitāya bhagavat-siddhānta-saṅgrahe
 mūla-sūtrākhyā pañcama adhyāyera
 'prakāśinī'-nāmnī gauḍīya-vṛtti samāptā*

**This Prakāśinī-vṛtti Commentary—
 the queller of the apprehension of Jīva,
 the illuminator of the deep purport of Jīva,
 was penned by Śrī Bhaktivinoda
 residing at Surabhl Kuñja.**

**Thus concludes the Prakāśini Gaudīya Illumination
 of the Quintessence of Reality the Beautiful
 Fifth Chapter, Śrī Brahma-samhitā**



ଶ୍ଲୋକ-ସଂଖ୍ୟା	ବିଷୟ
୧	ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଉପାସ୍ୟତ ।
୨-୫	ଶ୍ରୀକୃତଥାମ-ଗୋକୁଳ ।
୬-୭	କୃକ୍ରମ ବହିରଦ୍ଵା-ମାୟା-ସଙ୍ଗ-ରାହିତ୍ୟ ।
୮-୯	ଡକ୍ଷ ମାୟା-ସଞ୍ଜ-ଶିଳ୍ପ-ତତ୍ତ୍ଵ ।
୧୦-୨୧	ସାତିତ୍ୱ; ଗର୍ଭଦାଶୀଯ ମହାବିଷ୍ଣୁ ହେତେ ସମ୍ବ, ରଜଃ ଓ ତମୋଗୁଣେର ଅଧିଦେବତାପେ ବିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରଜାପତି ଓ ରଜେନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ; ତୃତୀପର ଜୀବେର ସୃତି ଓ ସମସ୍ତ ।
୨୨-୨୩	ବିକୁନ୍ଧାଭିପଥେ ରଙ୍ଗାର ଉତ୍ସବ ଓ ସୃତିବାସନା ।
୨୪-୨୫	ବ୍ରହ୍ମାର କୃତସମୀପେ କାମବୀଜ ଓ କୃଷ୍ଣମଙ୍ଗ-ଲାଭ ।
୨୬	ବ୍ରହ୍ମାର କୃତସମୀପ ।
୨୭-୨୮	ବ୍ରହ୍ମାର କାମଗାୟାତ୍ରୀ-ପ୍ରାଣ୍ତି ଓ ଦିଜାତ୍-ଲାଭ ।
୨୯-୫୫	ବେଦମାର ତତ୍ତ୍ଵର ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାର କୃତ୍ସତ୍ତ୍ଵ ।
୨୯	କୃକ୍ରମ ଗୋକୁଳଶିଥି ।
୩୦-୩୩	କୃକ୍ରମ ଅସମ୍ଭାବନାପ ।
୩୪	ବିଦ୍ୱାତଜନେତର ଉପାୟ-ନିରାସ ।
୩୫	କୃକ୍ରମ ପ୍ରୈଥମ୍ୟ-ଶକ୍ତି ।
୩୬	ତମ୍ଭାବବିଭାବିତେର ତଥକ୍ରମପଦ-ଲାଭ ।

Verse Contents

Verse	Subject
1	Śrī Kṛṣṇa's Worshippable Position.
2-5	Gokula, the Holy Abode of Śrī Kṛṣṇa.
6-7	Kṛṣṇa's aloofness from external Māyā's association.
8-9	The male organ principle associated with external Māyā.
10-21	The principle of Creation; the appearance, from Garbhodaśayi Mahā-Viṣṇu, of Viṣṇu, Prajāpati and Rudra as the presiding Deities of <i>sattvaguṇa</i> , <i>rajoguṇa</i> and <i>tamoguṇa</i> ; the subsequent creation of the living beings and their integral relationship.
22-23	Lord Brahmā's birth from the lotus of the navel of Lord Viṣṇu, and Lord Brahmā's desire to create the world.
24-25	Brahmā receives <i>Kāma-bija</i> and <i>Kṛṣṇa-Mantra</i> from Kṛṣṇa.
26	Brahmā's meditation on Kṛṣṇa.
27-28	Brahmā receives Kāma-Gāyatrī and attains to twice-born status.
29-55	The Quintessence of the <i>Vedas</i> —Brahmā's hymns unto Kṛṣṇa.
29	Kṛṣṇa's Divine Seat, Gokula.
30-33	The incomparable beauty of Kṛṣṇa.
34	Refutation of all paths that are not Pure Devotional Service.
35	The Almighty Potency of Kṛṣṇa.
36	The devotee's attainment of an appropriate intrinsic form and state according to his heart's serving disposition.

গোক-সংখ্যা

বিষয়

- ৩৭ কৃষ্ণের শুভদীনীশক্তি গোপীগণসহ রংধন ।
 ৩৮ একমাত্র প্রেমনেরেই হৃদয়ে সাধুর কৃষ্ণদর্শন ।
 ৩৯ কৃষ্ণের বাংশকাপে নানাবত্তার ।
 ৪০ নির্বিবর্ণেষ-ত্রুট্যাত্মক ।
 ৪১ বেদের মাত্যিক-ত্রিশূলবিষয়াকাত এবং কৃষ্ণের তাদৃশ গৌণ বেদাত্তিতত্ত্ব ও
বিশুদ্ধসত্ত্বময়তা ।
 ৪২ শুন্ধসম্মতিগুলি কৃষ্ণের নাম-কৃপ-শুণ-জীলাদির উদয় ।
 ৪৩ দেবী, কৃম ও হরিধামের উৎকর্ষ এবং কৃষ্ণধাম গোলোকের সর্বোৎকর্ষ ।
 ৪৪ কৃষ্ণজ্ঞ-বশে জগতের সৃষ্টিহ্রিতিলয়-কারিগী মহামায়ার সংসারদুর্গাধিষ্ঠাত্রী ।
 ৪৫ কৃষ্ণ-তত্ত্ব ।
 ৪৬ বিষ্ণু-তত্ত্ব ।
 ৪৭ শ্রেষ্ঠ বা অনন্ত-তত্ত্ব ।
 ৪৮ মহাবিষ্ণু-তত্ত্ব ।
 ৪৯ ব্ৰহ্মার তত্ত্ব ।
 ৫০ গণেশ-তত্ত্ব ।
 ৫১ কৃষ্ণেই সমস্ত পদার্থের কারণতা ।

Verse

Subject

- 37 Kṛṣṇa's Transcendental Enjoyment with the Gopis, His Ecstasy Potency.
- 38 Only through the eyes of Love do the *sādhus* see Kṛṣṇa in their hearts.
- 39 Kṛṣṇa's many *Svāṁśa Avatāras*.
- 40 The nondifferentiated *Brahman* Principle.
- 41 The *Vedas'* aspect of trimodal worldliness and Kṛṣṇa's Pure Divine Existence and Transcendence beyond that secondary aspect of the *Vedas*.
- 42 The Appearance of Kṛṣṇa's Holy Name, Form, Qualities and Pastimes, etc., in the heart imbued with pure truth.
- 43 The gradation of the excellences of Devī-dhāma, Rudra-dhāma and Hari-dhāma, and the Supreme Excellence of Kṛṣṇa-dhāma Goloka.
- 44 The position of the Durgā of the material world, the presiding deity of Mahāmāyā, who executes creation, sustenance and dissolution, subordinate to the wish of Kṛṣṇa.
- 45 The Rudra Entity.
- 46 The Viṣṇu Entity.
- 47 The Śeṣa or Ananta Entity.
- 48 The Mahā-Viṣṇu Entity.
- 49 The Brahmap Entity.
- 50 The Ganeśa Entity.

শ্লোক-সংখ্যা

বিষয়

- ৫২ সূর্য-তত্ত্ব।
 ৫৩ অব্যয়-ব্যাতিক্রমভাবে কৃষ্ণের সর্বমূলত।
 ৫৪ কৃষ্ণের নিরপেক্ষত্ব ও সাপেক্ষত্ব।
 ৫৫ কৃষ্ণের অনুকূল ও প্রতিকূল অনুশীলন-ফল।
 ৫৬ কৃক্ষণধার্ম খেতৈশীপ-গোলোক।
 ৫৭ সংসারবন্দনাগেহে ব্ৰহ্মকে পুরুষী পক্ষ-জ্ঞানে উপদেশ প্রদান।
 ৫৮ সমৃদ্ধজ্ঞান ও অভিধৈর সাধনভঙ্গিৰ ফল প্ৰয়োজনজগাপা (প্ৰেমভঙ্গি)।
 ৫৯ সজ্জন্ত, সদাচার ও কৃকুলামানুশীলন-ফলেই প্ৰেমভঙ্গিৰ উদয়।
 ৬০ একমাত্ৰ প্ৰেমভঙ্গিৰই সাধারণ ও মহৱ।
 ৬১ শুঙ্কা-ভাবতমোহৈ সাধনভঙ্গিৰ তাৰতম্য ও শুঙ্কভঙ্গিৰ আবশ্যিকতা।
 ৬২ সর্বসম্মুক্ত-সৎসন্ধান্য-সদাচারেৰ সম্পূর্ণ মূল লক্ষ্য অচিহ্ন্য-ভেদাভেদ-বিচারেৰ একমাত্ৰ আশ্রয় ব্যাহুপ ভগবান् শ্ৰীগৌৱ-কৃক্ষ।

Verse

Subject

- 51 Kṛṣṇa as the Cause of all elements.
 52 The Sūryya Entity.
 53 Kṛṣṇa as the Root Origin of everything, both positively and negatively.
 54 Kṛṣṇa's indifference and partiality.
 55 The fruits of favourable and unfavourable cultivation of Kṛṣṇa's Service.
 56 Śvetadvipa-Goloka, the Abode of Kṛṣṇa.
 57 The Teachings in five *slokas* given to Brahmā after his desire to create the world.
 58 Knowledge of Relationship; the Means, Devotion in Practice; and its fruit, the Prospect, Loving Devotion.
 59 The fruit of studying the Holy Scriptures, cultivating virtuous behaviour and the chanting of the Holy Name of Kṛṣṇa—Loving Devotion.
 60 Loving Devotion as the only Objective, and the Glory of such Devotion.
 61 Gradations of Devotion in Practice according to faith, and the need for Pure Devotion.
 62 The Principal and Full-fledged Objective of Pure Life in the Pure Divine Succession following the Pure Devotional Scriptures—*Svayam-rūpa* Śrī Gaura-Kṛṣṇa, the Embodiment of the Teaching of Inconceivable Simultaneous Oneness and Difference.

Verse Index

Line beginning	Verse No.	Page No.	Line beginning	Verse No.	Page No.
अद्विमही	५१	१५६	चतुरसं तत्परिः	५	२९
अङ्गनि यस्य	३२	८५	चतुर्पीः पुष्टार्थैः	५	२९
अण्डान्तरस्य-	३५	१६	विष्वलक्ष्या सप्त-	१९	५७
अथ तेषे सः	२६	६९	चिन्तापणिप्रकर-	२९	७८
अथ तैत्तिक्ष्विदैः	१७	५४	ज्योतिर्लिङ्गमयम्	१५	६०
अथ वेणुनिनादस्य	२७	७३	ज्योतीरुपेण	३	१२
अथोवाच	५७	१७६	तत्कलिकार-	२	५
अद्वैतमध्युतम्	३३	८९	तत्कलिकारम्	४	१९
अनादिरादिः	१	१	तत्त्वानि पूर्व-	१९	५७
अहमित्तिर्विद्यिः	५	२१	तत्र अहा	२२	६४
आहं हि विष्वल्य	६२	१८१	तद्वाहनिष्वलम्	४०	१२९
अहम्बृहयत्वम्	१६	५२	तद्विष्विल-	१३	४७
आभन्ना रमया	७	३५	तत्त्वालं हेम-	१८	५६
आत्माप्रमय	६	३३	तपस्त्वं ताः	२५	६८
आधारशतिम्	४७	१५१	तत्त्विष्व भगवान्	८	३७
आनन्दविष्वयस्यरसप्रति-	३४	१०१	तत्त्विष्वविद्यभूत्	१०	४३
आनन्दविष्वयस्यरसात्म-	४२	१३३	तुष्टाव वेदसारेण	२८	७६
आनन्दविष्वयसदुज्ज्वल-	३२	८५	ते ते प्रभाव-	४३	१३५
आविरासीत्	१२	४६	तेनैव कर्त्त्वा	६१	१८३
आलोकनद्रक-	३१	८३	प्रख्या प्रबुद्धः	२८	१६६
इच्छानुकूलप्रयोगी	४४	१३७	ददर्श केवलम्	२३	६५
ईश्वः परमः	१	१	दीपांशुरेव हि	४६	१४६
उद्देवतुतामा	५८	१७८	धर्मानन्दाद्	६१	१८३
उवाच पुरुतः	२४	६६	धर्मोऽथ	५३	१६०
एकोऽप्यसौ	३५	१६	नारायणः	१२	४६
एवं ज्योतिर्विद्यः	६	३३	निष्वतिः सा रमा-	८	३७
एवं सर्वात्म-	२२	६४	पञ्चलोकीम्	५७	१७६
कथा गामप्	५६	१७०	पञ्चाशु कोटिशत-	३४	१३
कन्दर्दीकोटिकमीय-	३०	८१	प्रवृत्त्या गुणकृपिष्या	२६	६९
कर्णिकवरं महस्यतम्	३	१२	प्रत्यक्षेवदम्	१४	४९
कर्माणि निर्देहति	५४	१६३	प्रवृत्ते ज्ञान-	५८	१७८
कामकृत्याय	२४	६६	प्रमाणैसत्-	५९	१८०
कुर्वित्विन्तरस्य	६१	१८३	प्रेमाङ्गनच्छुरित-	३८	१२५
कृत्वा ख्ययम्	३९	१२८	प्रेमानन्द-	३	१२
क्षीरं यथा दधि	४५	१४२	बोधयत्तानामानम्	५९	१८०
गायत्रीं गायतः	२७	७३	ब्रह्मन् महत्व-	५३	१७६
गुह्यं प्रतिष्ठे	२०	६०	ब्रह्मा य एवः	४९	१५३
गोलोकं एव	३७	१०१	भजे शेतद्वीपम्	५८	१७०
गोलोकनामि	४३	१३५	मात्यान् यथारम्	४९	१५३
चतुरसं चतुर्पूर्तिः	५	२१	भूमिष्वलामणिः	२६	६९

Line beginning	Verse No.	Page No.	Line beginning	Verse No.	Page No.
अनुसूयैः	५	२१	विलासितीणवृत्तम्	२६	६१
अवलीदी तेजः	६२	१८९	विष्णुर्महान् सः	४८	१५२
महावाप्रयामाणस्य	७	३५	वैष्णु कण्ठम्	३०	८१
महाव हि मस्य	४१	१३२	वेदेषु दुर्घटम्	३२	८९
वं क्रोक्षकम्	५५	१६६	शतिमान्	१०	४३
वं स्वप्नमसुन्दरम्	३८	१२५	शब्दव्याहृतम्	२६	६९
वः करणगार्व-	४७	१५१	सूर्योर्हमिः	५	२१
वः शम्भुतामपि	४५	१४२	शोभितम्	५	२१
वक्षुषेः	५२	१५८	स्वप्नं प्रिभ्व-	३१	८३
वरदव्याहृत-	५०	१५५	स्वामैर्गैरेष	५	२१
वक्तव्य-	५३	१६०	श्रियः कान्तः	५६	१७०
वक्ष्यत्वाचित-	३६	९८	स्वेतद्वयपतिम्	२६	६९
वक्ष्यत्वे व हि	४६	१४६	षड्ङ्ग-चटपटी	३	१२
वक्ष्यत्वक्षणोपम्	५४	१६३	संस्कृता	२७	७३
वक्ष्यत्वव्यन्ति	५१	१५६	संशिन्य तस्य	५५	१६६
वक्ष्यत्वं प्रभा	५०	१२९	सज्जातो भगवत्	२३	६५
वक्ष्यत्वः व्रियत्वम्	६०	१८२	सत्त्वावलीम्	४१	१३१
वक्ष्यत्वग्ना	५२	१५८	स नित्यः	२१	६२
वक्ष्यत्वनिश्चित-	४८	१५२	समवायाप्रयोगत्	१९	५७
वक्ष्यती यादशी	६१	१८३	समासीनम्	२६	६९
वक्ष्यतीः	८	३७	स यत्र शीर्णिः	५६	१३०
वक्ष्यत्वं तति	६०	१८२	सहस्रदल-	२६	६९
वक्ष्यत्वं	१७	५४	सहस्रपत-	३	५
वक्ष्यत्वं त्वम्	१२	४६	सहस्राहुः	११	४५
वक्ष्यत्वं	१९	५७	सहस्रमूर्द्धी	१४	४९
वक्ष्यत्वं	२०	६०	सहस्रशीर्षा	११	४५
वक्ष्यत्वं त्वं	३९	१२८	सिसुक्षायां ततः	१८	५६
वक्ष्यत्वं त्वस्ता-	२९	७८	सिसुक्षायां मतिम्	२३	६५
वक्ष्यत्वं त्वेन्मित्र	९	४१	सूर्योर्मेव	३६	९८
वक्ष्यत्वं त्वेन	४२	१३३	सूर्योर्हितिप्रलय-	४४	१३७
वक्ष्यत्वं प्रिया	२४	८८	सूर्योर्विति	३४	९३
वक्ष्यत्वं	१५	५०	सूर्यनी	२७	७३
वक्ष्यत्वं विहनम्	५०	१५५	हैमान्याण्डानि	१३	४७

* * *